حقوق النساء
خوشگوار ازدواجی زندگی



রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌
হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

শান্তিময় পারিবারিক জীবন

লাভের দু'টি কিতাব

নারীর মর্যাদা ও অধিকার
স্বামী-স্ত্রীর সুখময় জীবন

তরজমা
মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

শান্তিময় পারিবারিক জীবন

লাভের দু'টি কিতাব ঃ

❖ নারীর মর্যাদা ও অধিকার

❖ স্বামী-স্ত্রীর সুখের জীবন

মূল

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার
বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
শায়খুল-আরব অল-আজম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌
হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন
খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)
৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫ ফোন : ৯৫৭৫৪২৮

প্রকাশক
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
(মাকতাবা হাকীমুল উম্মত)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।

খানকাহ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া
ইয়াদগার খান্‌কায়ে হাকীমুল উম্মত
৪৪/৬ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
০১৭১৬৩৭২৪১১, ০১৯৩৬৯০০৭৮৫

মুদ্রণকাল
রবীউল আউয়াল ১৪২৭ হিজরী
এপ্রিল ২০০৬ ঈসায়ী

সর্বস্বত্ব হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ১০০ টাকা মাত্র

SHANTIMOY PARIBARIK JIBON
by Mowlana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sb. Translated by Mowlana Abdul Matin bin Husain.

حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ
بیاد مجلس کتب خانہ مظہریہ و اشاعت لدھیانوی ہسپتال
گلشن اقبال ۲ کراچی
فون: ۴۸۱۹۶۵۶ پوسٹ بکس نمبر: ۱۱۱۱۱

مولانا عبدالمتین سلمہ اللہ تعالیٰ میرے بہت ہی خاص احباب میں ہیں اور ۱۹۸۰ء میں جب احقر کا مشرقی افریقہ کا پہلا سفر ہوا تھا اسی وقت سے احقر سے والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ میرے درد دل کے ترجمان ہیں اور میری بہت سی کتابوں اور مواعظ کے مترجم ہیں جس نے میرے کسی وعظ یا تقریر و تصنیف کا ترجمہ جو مولانا عبدالمتین نے کیا ہو پڑھ لیا اس نے گویا میرا ہی دردِ دل اور میری قلبی کیفیات کو پڑھ لیا۔ فقط

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ
۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۰ھ
مطابق ۱۴ جنوری ۲۰۰۹ء

কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্ 'রূমীয়ে-যামানা' হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

'আন্তরিক তাওয়াজ্জুহ্‌পূর্ণ তাজা বাণী'

মাওলানা আবদুল মতীন (ছাল্লামাহুল্লাহ্ তা'আলা) আমার অত্যন্ত খাস্ দোস্ত-আহ্‌বাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজী ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যখন আমার সর্বপ্রথম সফর হইলো, তখন হইতেই সে আমার সহিত দেওয়ানা-আশেকের সম্পর্ক রাখে। 'সে আমার হৃদয়-অগ্নির তরজুমান।' ('আমার অন্তর্জ্বালা ও হৃদয়-বেদনার ব্যাখ্যাতা'।) সে আমার অনেকগুলি কিতাব এবং ওয়াযসমূহেরও অনুবাদক।

"যে-ব্যক্তি আমার কোন ওয়ায, বয়ান বা আমার কোন গ্রন্থের অনুবাদ মাওলানা আবদুল মতীনের অনূদিত ভাষায় পড়িয়াছে, সে যেন 'আমারই অন্তর্জ্বালা' 'আমারই অন্তর্নিহিত হাল-অবস্থাসমূহ' পাঠ করিয়া লইয়াছে।"

মুহাম্মদ আখতার
(আফাল্লাহু তাআলা আনহু)
১৬ মুহররম ১৪৩০ হিঃ
১৪ জানুয়ারি ২০০৯ ইং

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই-ইকবাল-২ করাচী।

কিতাবদ্বয় সম্পর্কে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ :

আমার পীর ও মোর্শেদ কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত্‌ বারাকাতুহুম এশিয়া, আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার আলেম সমাজ ও খোদাপ্রেমিকদের নিকট এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। অসংখ্য ওলামাদের নজরে তিনি যমানার রূমী ও শামসুদ্দীন তাব্রেযী রূপে পরিগণিত। মহান আল্লাহ্‌র প্রেম-ভালবাসার পয়গাম পৌঁছানোর জন্য তিনি দুনিয়া ব্যাপী সফর করিয়াছেন। অতি কষ্টকর সফর ও মেহ্‌নত করিতে করিতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া এই বার্ধক্য জর্জরিত হালতেও দিবারাত আল্লাহ্‌র মহব্বতের সবক শিখাইতেছেন, সুন্নত-শরীঅত ও ইয়াদে-এলাহীর প্রেমময় পথ বাতলাইতেছেন।

আল্লাহ্‌প্রেমের পথে এক কঠিন বাঁধা হইতেছে আল্লাহ্‌র মাখলূকের উপর যুলুম, যাহা আজ গোটা মানবজাতিকে ক্যান্সারের মত আক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। বিশেষতঃ স্ত্রীদের উপর যুলুম, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা ও সীমালংঘন তো শিক্ষিত-অশিক্ষিত, এমনকি দ্বীনদার এবং ভদ্রফ্যামিলি রূপে পরিচিত অসংখ্য পরিবারকেও কলুষিত, কলঙ্কিত ও অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। স্বামীরা যদি আল্লাহ্‌র দিকে চাহিয়া অবলা নারীদের প্রতি সদয়, সহনশীল, সহানুভূতিশীল ও প্রশস্ত-হৃদয় হইতেন, নারীদের হক সমূহের গুরুত্ব ও ওজন উপলব্ধি করিতেন, তবে এই সমস্যার ইহার চেয়ে উত্তম সমাধান আর কি? সেইসাথে নারীগণও যদি স্বামীর খেদমত, সন্তানদের লালন-পালনের কষ্ট-ক্লেশ এবং ঘর-সংসার সামলানোর মত ভারী ঝামেলা সইবার পাশাপাশি হিম্মতের সহিত আর-একটু ধৈর্য্যশীলা ও সংযত থাকিতে চেষ্টা করেন, তবে ত 'সোনায় সোহাগা'।

আমার পীর ও মোর্শেদ (দামাত্ বারাকাতুহুম) এতদ্বিষয়ে একবার করাচীতে, একবার সাউথ-আফ্রিকায় কোরআন ও হাদীছের আলোকে এত মর্মস্পর্শী বয়ান করিয়াছিলেন যাহা শুনিয়া এবং পুস্তক-আকারে প্রকাশের পর যাহা পড়িয়া অসংখ্য পরিবারের মধ্য হইতে অশান্তি দূর হইয়া শান্তিময় জীবন ও শান্তির পরিবেশ কায়েম হইয়াছে। বস্তুতঃ দুর্বলের উপর বল-প্রয়োগের পাগলামী বর্জনই শান্তিময় সংসার ও শান্তিময় পারিবারিক জীবন লাভের উত্তম সুরাহা।

উপরোক্ত বয়ান দুইটির একটি স্বামী-স্ত্রীর সুখের জীবন নামে বারবার প্রকাশিত হইয়াছে। অপরটি নারীর মর্যাদা ও অধিকার নামে প্রকাশের পথে ছিল। এইবার আমরা উভয়টিকে একসাথে প্রকাশের মনস্থ করিয়াছি। উভয়টির পৃথক-পৃথক নামের পাশাপাশি একটি যৌথনামও দেওয়া হইল 'শান্তিময় পারিবারিক জীবন'। বস্তুতঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোনক্রমেই ঐ পরিবারের মধ্যে শান্তি আসিতে পারে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মহান এই বুযুর্গ যেখানেই অবস্থান করেন, যেখানেই সফর করেন, সর্বত্রই তিনি ওলী হওয়ার চারিটি আমলের কথাও অবশ্যই বয়ান করেন এবং তা প্রচারের জন্য জোর তাকীদও দিতে থাকেন। সেদিকে চিন্তা করিয়া ঐ চারিটি আমলকে আমরা এই পুস্তকদ্বয়ের শেষে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি।

আল্লাহ্পাক মূলের মত উহার অনুবাদকেও কবূল করুন এবং আমাদের সকলের জন্য নাজাত ও কল্যাণের বাহন বানাইয়া দিন। আমীন। ওয়াল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল-আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মদ আবদুল মতীন বিন হুসাইন

১৭ রবীউল আউয়াল ১৪২৭ হিজরী

১৬ এপ্রিল ২০০৬ইং

সমকালীন বুযুর্গানের যবানে
গ্রন্থকারের একটু পরিচয়

আল্লাহপাকের বে-শুমার হাম্দ্। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, তাঁহার আছহাবে-কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্হুম ও তামাম আওলিয়ায়ে উম্মতের প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম। অতঃপর বিনীত আরয এই যে, আসলে এই পৃথিবী কায়েম রহিয়াছে রব্বানী ওলামা ও আওয়লিয়ায়ে কেরামের বরকতে। বিশ্ব মানব সমাজ তাঁহাদেরই ওছীলায় নেআমত খায়, রহমত ও হেদায়েত পায়, আল্লাহর মহব্বত-মা'রেফাত পায়। তাঁহাদেরই বরকতে আল্লাহর সহিত এক নিবিড় বন্ধনের জিন্দেগী লাভে ধন্য হয়। আল্লাহপাক সমস্ত আলেমদের প্রতি এবং সমস্ত ওলীদের প্রতি রহ্মতের অশেষ বারিধারা বর্ষণ করুন। দোনো জাহানে তাঁহাদিগকে অনেক বেশী ইয্যত, আফিয়ত ও অনেক অনেক আরাম দান করুন। আমীন।

অত্র কিতাবের ভাষ্যকার মহামান্য ও পরমপ্রিয় মোর্শেদ আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গানেদ্বীনের অন্যতম। চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার বরং চারি তরীকার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ, প্রায় দেড় হাজার কিতাবের গ্রন্থকার ও ভাষ্যকার, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)এর সিল্সিলার আমানত বাহক আরেফীন ও কামেলীনের অন্যতম হিসাবে বিশ্বময় তাঁহার শোহ্রত, মক্বূলিয়ত্, স্বীকৃতি ও সুখ্যাতি রহিয়াছে।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর অতি উচ্চ স্তরের খলীফা হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.)এর তিনি খাছ আশেক্ ও খাছ খাদেম ছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায় পনের বৎসর কাল তিনি ঐ মহান পরশ পাথরের ছোহ্বতে, তাঁহার প্রেমবিদগ্ধ হৃদয়ের দোআ ও ধোঁয়ার মধ্যে কাটাইয়াছেন। হযরত শাহ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.) বলিতেন ঃ হাকীম আখ্তার সর্বদা আমার সঙ্গে এই ভাবে জড়াইয়া থাকে যেভাবে কোন শিশু মায়ের হাত কিংবা আঁচল ধরিয়া সর্বদা তাহার মায়ের সঙ্গে জড়াইয়া থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভে তিন বৎসর কাল তিনি সমকালীন ভারতের নক্শবন্দিয়া তরীকার সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্মদ ছাহেব এলাহাবাদী (রহ.)এর ছোহ্বতে অতিবাহিত করিয়াছেন। মাওলানা এলাহাবাদী (রহ.) বলিতেন, আখতার, বহুলোকের ছীনায় এল্ম ও এরফান থাকে, কিন্তু তাহার যবান থাকে না। আবার অনেকের যবান থাকিলেও এলম ও এরফানের দৌলত থাকে না। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহপাক তোমার ছীনাকে মারেফাত ও মহব্বতের দৌলত দ্বারা যেমন ধন্য করিয়াছেন, তেমনিভাবে মহব্বত ও মারেফাতবর্ষী যবানও তোমাকে দান করিয়াছেন।

হযরত ফুলপুরীর এন্তেকালের পর তিনি হাকীমুল-উম্মতের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফা, সুন্নতে-রাসূলের বে-মেছাল আশেক. মুহীউচ্ছুন্নাহ ভারতের হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)এর হাতে বায়আত হন। অতঃপর একদা তিনি তাঁহাকে পবিত্র কা'বা শরীফ হইতে খেলাফত প্রদান করেন। তাঁহার দোআর বরকতে আল্লাহপাক হযরতের এক কালের নিশ্চল যবানকে এমনিভাবে খুলিয়া দেন যে, বিশ্বের বড় বড় বাগ্মীরাও মহব্বত ও মা'রেফাতের সাগরবর্ষী ঐ যবানের সামনে নিজেদেরকে নিরেট বোবা বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হয়। আল্লাহপাক ঐ জান্ ও যবানকে বিশ্ববাসীর উপর আফিয়তের সহিত দীর্ঘজীবী করুন। আমীন।

হযরত মুহীউচ্ছুন্নাহ বলেন, বড় বড় বুযুর্গানেদ্বীন স্বীয় মাশায়েখের প্রতি কিভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া জান-কোরবান খেদমত করিয়াছেন তাহা আমরা শুধু কানে শুনিয়াছি কিংবা কিতাবে পড়িয়াছি। মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের মধ্যে তাহা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিলাম।

হাকীমুল-উম্মতের বিশিষ্ট খলীফা করাচীর ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব (রহ.) বলেন, আল্লাহপাক আমার প্রিয়পাত্র মুহ্তারাম মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবকে এমন এক রূহানী তাকত্ নসীব করিয়াছেন যাহা হৃদয় সমূহকে মস্ত্ ও উত্তপ্ত করিয়া দেয়। হাকীকত ও মা'রেফাতের যে এক যওক্ ও আকর্ষণ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান, ইহা তাঁহার বুযুর্গানের ফয়েয-বরকত।

বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত)এর শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব বলেনঃ আমি হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবের বাল্যকালের সাথী, ছাত্রজীবনের সাথী। বাল্যকাল হইতেই মোত্তাকী হিসাবে তাঁহার শোহ্রত ও সুপরিচিতি ছিল। ছোট্ট বেলায় যখন তিনি মসজিদে নামায পড়িতেন, লোকেরা গভীর আগ্রহে তাঁহার নামায দেখিতে থাকিত। এরূপ নামায আমি জীবনে আর কোথাও দেখি নাই। তিনি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ।

উপমহাদেশের অতি উচ্চ চূড়ার মোহাদ্দেছ করাচীর হযরত সাইয়েদ ইউসুফ বিন্নৌরী (রঃ) একদা এক প্রসঙ্গে এই বুযুর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, মাওলানা, আপনার ও মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রঃ)এর বিশিষ্ট খলীফা বাংলাদেশের বিখ্যাত বুযুর্গ, অধমের মহামান্য উস্তাদ ও আজীবন মুরব্বী হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন ছাহেব (রহ.) একদা বলিতেছিলেন ঃ হযরত হাকীম ছাহেবের ভিতর হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজিরে-মক্কী (রহ.)এর রং ও আখলাকের প্রভাব বেশী।

হাকীমুল-ইছলাম হযরত মাওলানা কারী তাইয়েব ছাহেব (রহ.)এর বিশিষ্ট খলীফা, সিলেটের দরগাহ হযরত শাহ জালাল মাদ্রাসার মোহ্তামিম হযরত মাওলানা আকবর আলী ছাহেব (রহ.) একদা আমাদের সম্মুখে হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবকে যমানার শামসুদ্দীন তাবরেযী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

বাংলার মুজাহিদে-আ'যম হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী (রহ.)এর খাছ খাদেম ও মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান ছাহেব (রহ.) বলেন ঃ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব হইতেছেন লেছানে-হাকীমুল উম্মত (হযরত থানবীর মুখপাত্র।)

বাংলাদেশে তাঁহার (হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবের) খলীফাদের মধ্যে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মোহাদ্দেছ, হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর সুদীর্ঘ ছোহ্বতপ্রাপ্ত আলেমেরব্বানী, ঢাকা লালবাগ মাদ্রাসার সুদীর্ঘকালের সাবেক পিন্সিপ্যাল হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব (রহ.), ঢাকার বড় কাটরা মাদ্রাসার সাবেক মোহ্তামিম, হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রহ.)এর ছোহ্বতপ্রাপ্ত প্রবীণ আলেম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব চাঁনপুরী হুযূর (রহ.), লালবাগ মাদ্রাসার প্রবীণ মুহাদ্দেছ হযরত থানবী ও হযরত মুফতী শফী ছাহেব (রহ.)এর ছোহ্বত প্রাপ্ত বুযুর্গ হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ ছাহেব (ঢাকার হুযূর) (রহ.), শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব (রহ.)এর শিষ্য, পটিয়া মাদ্রাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব, কুমিল্লার বিখ্যাত আলেম, কুমিল্লা কাসেমুল উলূম মাদ্রাসার শায়খুল হাদীছ উস্তাযুল-আসাতেযাহ হযরত মাওলনা আশরাফ আলী ছাহেব, গোপালগঞ্জের গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মোহাদ্দেছ হযরত মাওলানা হেলালুদ্দীন ছাহেব ও খুলনা দারুল উলূম মাদ্রাসার নাযেমে তালীমাত হযরত মাওলানা রফীকুর রহমান ছাহেব প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব চাঁনপুরী হুযুর বলেন, আমার মোর্শেদের মধ্যে আমি হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) এর সীরত ও হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)এর তরীকত ও এশকের আনলবর্ষী বয়ান ও এরশাদাত পাইয়াছি।

হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব (রহ.) একদা বলিতেছিলেন ঃ আমি ত কোথাও যাইনা। হযরত আসিলে তাঁহার সোহ্বতে যাই। হযরতের ছোহ্বত ও মোলাকাত না পাইলে খুব বে-চাইন লাগে। আর একবার বলিলেনঃ হযরতের কিতাবগুলি অতি উপকারী। কঠিন কঠিন বিষয়কে তিনি খুব সহজ করিয়া পেশ করিয়াছেন। অন্তরে খুব আছর করে এবং খুব উপকার হয়।

আমার প্রিয় মোর্শেদের লেখা এছলাহী ও এশকের আগুনভরা কিতাবাদির মধ্যে রূহ কী বীমারিয়াঁ আওর উন্কা এলাজ, মাআরেফে শামসে তাবরেয, মাআরেফে মছনবী, মারেফোতে এলাহিয়্যাহ, মলফূযাতে শাহ আবদুল গনী ফূলপুরী (রহ.) কাশকূলে মারেফাত, দরছে-মছ্নবী ও দুনিয়া কী হাকীকত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বহু সংখ্যক মাওয়ায়েযের কিতাব প্রকাশিত হইয়াছে। বহু ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। মলফূযাত ও মাওয়ায়েযের মধ্যে মাওয়াহেবে-রব্বানিয়াহ আশ্চর্যজনক কিতাব।

মুহাম্মদ আবদুল মতীন বিন হুসাইন

حقوق النساء

নারীর মর্যাদা ও অধিকার

মূলঃ

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
কুত্‌বে-আলম আরেফবিল্লাহ্‌

হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব

দামাত বারাকাতুহুম (করাচী)

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফা-এ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব

খতীব বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)
৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা ১২০৪
মোবাইল ০১৭১১২২৭৭৪৬

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার,১১,বাংলাবাজার ঢাকা,

এই কিতাব প্রসঙ্গে

বক্ষ্যমান পুস্তিকাটি মূলতঃ একটি বয়ান। আমাদের রূমীয়ে যামানা আরেফ-বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব পীর ও মোর্শেদ দামাত বারাকাতুহুম ইংরেজী ১৯৯০ সনের জানুয়ারী মাসে সৌদীআরবে ওমরা আদায়ের পর সাউথ আফ্রিকা সফর করেন। সফরের প্রথম দিন ২৭ জানুয়ারীর রাত্রে তিনি বহু আলেম ও গয়রে-আলেমের সম্মুখে স্ত্রীদের হক সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা রাখেন, যাহা উপস্থিত সকলের হৃদয় স্পর্শ করে।

অতঃপর আরেক দিন ৩০ জানুয়ারী রোজ মঙ্গলবার বাদ এশা সাউথ আফ্রিকার আযাদওয়েল মসজিদের এক সমাবেশে স্ত্রীদের হক ও মর্যাদা এবং স্ত্রীদের উপর অমানবিক যুলুম-অত্যাচার সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক বয়ান রাখেন যাহা সকলের অন্তর কাঁপাইয়া দেয়। লোকজন কাঁদিতে থাকে। স্ত্রীর উপর নির্যাতনের অনুতাপে হৃদয়-মনে আগুন জ্বলিয়া উঠে। পরে আলেম, অ-আলেম সহঅনেকেই বাসায় ফিরিয়া নিজ নিজ স্ত্রীর নিকট মিনতির সহিত ক্ষমা চায় এবং অঙ্গীকার করে যে, আর কখনও পূর্ববৎ অন্যায় আচরণ করিবে না।

মহিলারা তাহাদের স্বামীদের মধ্যে হঠাৎ এই পরিবর্তন দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিতে থাকে। পরে তাহারা জানিতে পারে যে, করাচী হইতে এক বুযুর্গ এখানে আসিয়াছেন যিনি নারীদের হক সম্পর্কে জোরদার আলোচনা করিয়া সকলকে সর্তক ও সচেতন করিতেছেন।

অনেকের অনুরোধে উক্ত উর্দূ বয়ানটি কিতাব আকারে প্রকাশিত হয়। আলহামদুল্লিাহ, আল্লাহপাক অধমকে উহার বঙ্গানুবাদ করার তওফীক দিয়াছেন। আল্লাহপাক ইহাকে মূলের মতই কবূল করুন। ইহার মধ্যে নূর ও আছর দান করুন। আমাদের সকলের জন্য হেদায়েত ও নাজাতের উছীলা বানাইয়া দিন। আমীন।

মুহাম্মদ আবদুল মতীন বিন হুসাইন

১৩ রবীউল আউয়াল ১৪২৩ হিঃ, ২৬ শে মে ২০০২ ইং

সূচী পত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

কিতাবদ্বয় সম্পর্কে..... ৩

সমকালীন বুযুর্গানের যবানে গ্রন্থকারের একটু পরিচয়.....৫

নারীর মর্যাদা ও অধিকার

এই কিতাব প্রসঙ্গে..... ১০

হযরত খাজা হাসান বসরীর মর্তবা ১৫

হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ ও আসমানে

আনন্দোৎসব উদযাপন ১৬

যাহেরী আসবাব-উপকরণও আল্লাহর খাছ নেআমত ১৭

নবীর ঘরে চাকরানী হওয়ার সৌভাগ্য ১৮

অলৌকিক বুকের দুধ ১৮

মুসলমানের পরিচয় ১৮

অমুসলিমদের উপর নির্যাতন কি বৈধ ?.....১৯

নেক লোক কাহারা ? ২০

নাফরমানী দেখিয়া মানসিক আঘাতে পেশাবের সঙ্গে রক্ত ২১

অনুতাপ-অনুশোচনায় মোটেও বিলম্ব করা চাই না ২১

গুনাহগার বান্দার চোখের পানির মূল্য ২২

হাদীছে-কুদছীতে কাকুতি-মিনতির আশ্চর্য দাম.....২৩

আরশে-আযমের ভাণ্ডারে চোখের পানির চাহিদা ২৪

ক্রন্দন ও অনুতাপের নৈকট্য পাপীদেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য ২৪

কোরআনের তাফসীরে বাদশার নাম ! ২৫

শয়তান অন্ধকার অন্তরে হামলা করে ২৫

ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (র.) এর একটি ঘটনা ২৬

হযরত ইমাম গাযযালী (রহ.) এর ওস্তাদের ঘটনা ২৬

আল্লাহর রহমতের কোলই আমাদের জীবন ২৮

তওবা ভঙ্গকারীরা নিরাশ হইওনা ২৮

অমূল্য উপদেশ ২৯

পাপের উপকরণ হইতে দূরত্ব জরুরী ৩০

আমাদের অবস্থা এই চোরের মত ৩১
গোলায় ফসল তোলার পাশাপাশি ইঁদুর হইতে
হেফাযতেরও ফিকির জরুরী ঃ.....৩২
সকলের প্রতি সদাচার ও মঙ্গলকামিতা ৩২
সাহাবাগণের সিরিয়া বিজয়ে তাকওয়ার প্রভাব ৩৩
সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সদাচার ৩৩
বোবা মাখলুকের কারণে এক ওলীর সহিত আল্লাহর আচরণ ৩৪
স্ত্রীদের উপর নির্যাতন আল্লাহর গযবের কারণ হয়.....৩৫
বাঘকে ভয় করি, অথচ .....! ৩৬
চিড়িয়াখানায় সিংহের ভয়ে ছুটাছুটি ! ৩৬
বৃদ্ধা স্ত্রীরও কদর করা চাই. ৩৭
দিল্লির বুড়া-বুড়ির মহব্বত ৩৭
সুন্দরী-অসুন্দরী সব আল্লাহর কলমের লেখা ৩৭
দুনিয়ার স্ত্রীরা বেহেশতের মধ্যে হূরের চেয়ে সুন্দরী ৩৮
এক মজার ঘটনা ৩৮
আমলের নূরে সুন্দরী হইবে ৩৮
দুনিয়া তো মুসাফিরের রেলষ্টেশন ৩৯
স্ত্রীর প্রাণের জ্বালা ৪০
প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
মুচকি হাসির সহিত অন্দর মহলে ৪০
স্ত্রীদের ব্যাপারে বেদ্বীন ও দ্বীনদারদের অপরাধ ৪০
স্ত্রীর সহিত অবস্থান, সদালাপ এবং সহাস্য সাক্ষাতও এবাদত.....৪১
স্ত্রীদের পক্ষে রব্বুল আলামীনের সুপারিশ ৪১
স্ত্রী কি গৃহ পরিচারিকা ?.....৪২
জেদ্দা হইতে ক্রোধের চিঠি ও কিছু দাওয়াই.....৪২
বুযুর্গদের সহিত পরামর্শ তো কর ৪৩
স্বামীর ভালবাসার প্রতি ক্ষুধার্তের বেদনা ৪৩
নির্যাতিতার বেদনার আগুনের প্রতিক্রিয়া ৪৪
মযলুমের বদদোআ ভয়ঙ্কর ৪৪
জীবনসঙ্গীনির ভুলত্রুটি ক্ষমা করার পুরস্কার ৪৫
ক্ষমার বদলে আসমানী ক্ষমা ৪৬

অপরাধ ক্ষমার জন্য স্বয়ং রব্বুল আলামীনের সুপারিশের ঘটনা ৪৬
পিঁপড়ার সহিত এক ওলীর আচরণ ৪৭
স্ত্রীর প্রতি ক্ষমা ও উদারতার চমৎকার যুক্তি ৪৭
স্ত্রীর দুর্ব্যবহার সহ্য করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ ঃ
হযরত মির্য মাযহার (রহ.)এর ঘটনা ৪৮
স্ত্রীর উপর স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাব খাটানো
নিষ্ফল, ধৈর্য ও সদাচারেই মঙ্গল ৫০
জীবনসঙ্গীনির জ্বালাতন সহ্যকারীর উপর অবতীর্ণ হয়
কত বড় রহমত ৫১
স্ত্রীর ত্রুটি ও অসদাচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের প্রিয় শিক্ষা ৫২
ভদ্র ও অভদ্র স্বামীর পরিচয় ৫৪
স্বামীর সহিত অভিমান করাও স্ত্রীর অধিকার ৫৪
নিজ হাতে একটি মিষ্টি তুলিয়া দিন তাহার মুখে ৫৫
হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সহিত
আমাদের আম্মাজানদের অভিমানী আচরণ ৫৬
দ্বীনের ব্যাপারে কঠোরতা ৫৭
হেকমতের সাথে কঠোরতা ৫৭
মানুষ বৃদ্ধ হইলেও মন বৃদ্ধ হয় না ৫৮
স্ত্রীকে কাঁদাইয়াছ, তো এখন তাহার মুখে হাসি ফুটাও ৫৮
স্ত্রীকে মাসিক হাত খরচ.....৫৯
স্ত্রীর মত সেবা-যত্ন আর পাইবে না ৫৯
দয়াময়ের হুযূরে দোআ ৬০
পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় ৬২
স্বামী-স্ত্রীর হক সমূহ ৬২
স্বামীর উপর স্ত্রীর হক সমূহ ৬২
স্ত্রীর উপর স্বামীর হক সমূহ ৬৩
নেক স্ত্রী ৬৪
ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর সুখের জীবন.....৬৫
ওলী হওয়ার চারটি আমল.....১০৫

সূচী সমাপ্ত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْد : فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : اَلْمَرْاَةُ كَالضِّلْعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ (رواه البخارى)

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী, শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরাম ও তোলাবায়ে কেরাম,

আমি আপনাদের সম্মুখে খুব সহজ ভাষায় আমার বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা করিব। আমি আশা করি, আপনারা খুব সহজেই তা বুঝিতে সক্ষম হইবেন, ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমি আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করিব, যাহা আলেম, গয়ের-আলেম, পীর, মুরীদ, ব্যবসায়ী, সাধারণ লোক সকলের জন্যই অত্যন্ত জরুরী। এবং এ বিষয়ে আমরা সকলেই কম-বেশী অপরাধে লিপ্ত আছি। সে বিষয়টি হইল, আল্লাহর মাখ্লূকের সহিত, আল্লাহর সকল সৃষ্টির সহিত সদাচার করা, ভাল ব্যবহার করা।

হযরত খাজা হাসান বস্‌রীর মর্তবা

আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন আইনী (রহ.) 'ওম্‌দাতুল কারী' নামে বোখারী শরীফের একটি অমূল্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। উক্ত কিতাবে তিনি হযরত খাজা হাসান বস্‌রী (র.)এর একটি মূল্যবান কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কথাটি শুনানোর পূর্বেই আমি আরয করিতে চাই যে, হযরত খাজা হাসান বস্‌রী সম্পর্কে মোহাদ্দেছগণ লিখিয়াছেন ঃ اِنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِىَّ قَدْ رَاٰى مِاَةً وَّعِشْرِيْنَ صَحَابِيًّا

খাজা হাসান বসরী সেই মহান তাবেঈ যিনি একশত বিশ জন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মের পর স্বয়ং হযরত ওমর-ই ফারূক (রাঃ) তাঁহার তাহ্‌নীকের সুন্নত আদায় করিয়াছেন। সন্তান জন্ম হওয়ার পর খান্দানের কোন নেক ব্যক্তি নিজ মুখে মধু নিয়া বা খেজুর চিবাইয়া মুখ হইতে কিছু লালা বাহির করতঃ উক্ত শিশুর মুখে দিয়া দেওয়াকে সুন্নতে- তাহ্‌নীক বলে। হযরত খাজা হাসান বসরী (রহ.)এর কত বড় সৌভাগ্য যে, তাঁহার তাহ্‌নীকের সুন্নত আদায় করিলেন খলীফাতুল-মুসলিমীন, আমীরুল-মোমিনীন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হু। সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি আমীরুল-মোমিনীন উপাধি লাভ করিয়াছেন তিনি হযরত ওমর (রাঃ)।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ ও আসমানে আনন্দোৎসব উদযাপন

তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ফলে আসমানের উপর আল্লাহর ফেরেশতারা আনন্দোৎসব উদযাপন করিয়াছেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পর হযরত জিবরাঈল আসমান হইতে যমীনে অবতীর্ণ হইলেন এবং বলিলেন, হে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, اِسْتَبْشَرَ اَهْلُ السَّمَاءِ بِاِسْلَامِ عُمَرَ আজ ওমরের ইসলাম গ্রহণের জন্য ফেরেশতাগণ আসমানে আনন্দ উদযাপন করিতেছেন।

চিন্তা করুন যে, কত বড় মর্যাদা ছিল এই সকল মহা মানবদের যাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে, কালেমা পড়ার ফলে আসমানের উপর নূরের ফেরেশতারা আনন্দ উদযাপন করিয়াছেন। আর এই সংবাদ দাতা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তখন একখানা আয়াত লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহা হইল–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ ঃ হে নবী, আপনার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং আপনার তাবেদার ও অনুগত এই মোমেনগণও আপনার জন্য যথেষ্ট।

এই আয়াত ইতি পূর্বে নাযিল হয় নাই। অথচ, ইতিপূর্বেই ত ঊনচল্লিশ জন ঈমান গ্রহণ করিয়াছিল। হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের পরপরই এই আয়াত নাযিল হইল। তাঁহার ইসলাম কবূলই এই আয়াতের শানে-নুযূল। যাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হে নবী, ওমরের মত বাহাদুর, শক্তিশালী, বীর পুরুষকে আজ আপনার অনুগত সাহাবী করিয়া দিলাম। আপনার এমন তাবেদার ও অনুগত মোমেনগণ আপনার জন্য যথেষ্ট।

হাকীমুল-উম্মত মোজাদ্দেদুল-মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানভী (র.) এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, স্বয়ং আল্লাহপাক যেখানে এই ঘোষণা দিতেছেন যে, হে নবী, আপনার জন্য আমিই যথেষ্ট, সেখানে এই কথা বলার আর কি প্রয়োজন ছিল যে, আপনার জন্য এই তাবেদার মোমেনগণও যথেষ্ট? আল্লাহ যাহার জন্য যথেষ্ট, তাহার জন্য আর কাহারও কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে ? অতএব, এই ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল হযরত ওমরের শান ও মর্যাদা প্রকাশ করা যে, এখন সকলে দেখিতে পাইবে, এই বীর পুরুষের উসীলায় ইসলাম কিভাবে প্রসার লাভ করে এবং ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিভাবে ছড়াইয়া পড়ে। তাই ত তাঁহার আগমনের সাথে সাথে আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফে আযান ধ্বনিত হইল এবং সেখানে জামাতের সহিত নামায আদায় করা হইল।

তাঁহার মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে সাহাবীগণ এত বুলন্দ আওয়াজে তাকবীর-ধ্বনি দিলেন যে, সেই আওয়াজ কা'বা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। হযরত ওমর হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল,যেহেতু

আমরা হকের উপর আছি, অতএব, কেন আমরা গোপনে নামায পড়িব ? অতঃপর সাহাবীগণকে দুই সারিতে দাঁড় করানো হইল। এক সারিতে সাইয়েদুশ-শোহাদা হযরত হামযাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রাখিলেন এবং হযরত ওমর নিজে অপর সারিতে থাকিলেন। আর মধ্যখানে রাখিলেন নবূয়তের প্রখর সূর্য মোহাম্মাদুর-রাছূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে। এভাবে দুই সারিতে সুবিন্যস্ত এই কাফেলা নবীকুলসেরা প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে লইয়া পবিত্র কা'বা শরীফে হাযির হইল এবং প্রকাশ্যে নামায আদায় করিয়া ইসলামের শির উন্নত করিয়া দিল।

كَانَ الْاِسْلَامُ قَبْلَ عُمَرَ فِيْ غَايَةِ الْخَفَاءِ وَبَعْدَهُ عَلٰى غَايَةِ الْجَلَاءِ

ইসলাম হযরত ওমরের পূর্বে খুবই গোপন ছিল এবং তাঁহার আগমনের পর খুবই প্রকাশ ও প্রসার লাভ করিল। আগে যতটা গোপন ছিল, পরে ততোধিক বিকাশ লাভ করিল।

যাহেরী আসবাব-উপকরণও আল্লাহর খাছ নেআমত

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এই আয়াতে স্বীয় নবীর জন্য আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা করার পাশাপাশি মোমেনগণও যথেষ্ট হওয়ার কথা এজন্য উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদিও প্রকৃতপক্ষে বান্দার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহর শক্তি-সাহায্যই সবকিছু, কিন্তু তাহা প্রকাশ পাওয়ার জন্য কিছু বাহ্যিক-ব্যবস্থাও থাকে। যেমন, অস্ত্রবল, সৈন্যবল ইত্যাদি। যাহাতে শত্রুদের উপর ইহার প্রভাব পড়ে এবং তাহাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হয়। কাজ ত করিবে সম্পূর্ণ আল্লাহর শক্তি এবং আল্লাহর মদদই। তবে তাহার বহিঃপ্রকাশ ঘটিবে এ সকল আসবাবের মাধ্যমে। খোদায়ী শক্তি ও সাহায্য প্রকাশ পাইবে এই মোমেনদের মাধ্যমে।

অতএব, আল্লাহর শক্তি ও সাহায্য হইল কেফায়েতে-হাকীকী বা আসল ব্যবস্থাপনা, আর মোমেনগণ হইতেছে কেফায়েতে-যাহেরী বা বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা। সুতরাং আল্লাহপাক বলিতেছেন, হে নবী! আসলে ত আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট। তবুও ওমরের মত বাহাদুর সাহাবী এবং আরও অন্যান্য আত্মোৎসর্গকারী সাহাবীও আপনাকে দান করিতেছি, যাহাতে এই প্রকাশ্য শক্তি ও শৌর্য-বীর্য দেখিয়া দুশমনেরা প্রভাবিত ও ভীতিগ্রস্ত হইয়া যায়।

ইহা দ্বারা বুঝা গেল, যাহেরী আসবাব (তথা বাহ্যিক উপায়-উপকরণও) নেআমত। অতএব, নিজের দোস্ত-আহবাবের সংখ্যার উপরও শোকর আদায় করুন। যদি আপনি কোন মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল হন বা কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হন, আর আল্লাহপাক আপনাকে আপনার দ্বীনী কাজে সহযোগীতাকারী লোকজন দান করেন, তবে আপনি আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করুন। কারণ, ইহা কেফায়েতে-যাহেরী (বাহ্যিক ব্যবস্থা)। আর কেফায়েতে-হাকীকী বা

প্রকৃত ব্যবস্থা ত সম্পূর্ণই আল্লাহর হাতে। আল্লাহই বান্দার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক। তবে যাহেরী আসবাবও নেআমত। বাহ্যিক ব্যবস্থাপনাও তাঁহারই অনুগ্রহ। দেখুন না, হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর দ্বারা ইসলামের কি পরিমাণ অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে।

নবীর ঘরে চাকরানী হওয়ার সৌভাগ্য

হাঁ, তো হযরত হাসান বস্‌রী (র.)এর তাহ্নীকের সুন্নত আঞ্জাম দিয়াছেন হযরত ওমর-এ-ফারূক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্হু। কী সৌভাগ্যবান এই শিশু ! আমীরুল মোমিনীন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর মুখের লালা যাহার সীনায় প্রবেশ করিয়োছে, তাহার এল্‌ম ও বুযুর্গীর কি অবস্থা হইতে পারে ? তাঁহার আম্মাজান, উম্মুল-মোমিনীন হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আন্হার ঘরের চাক্‌রানী ছিলেন। ঘর ঝাড়ু দিতেন, সওদা-সামান আনিয়া দিতেন। সুবহানাল্লাহ, কি ভাগ্যবান এই শিশু যাহার মা নবীব ঘরে, নবীর পরিবারে চাকুরী লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন।

অলৌকিক বুকের দুধ

শিশু খাজা হাসান বসরী যখন কাঁদিতেন, অথচ তাঁহার মা সেখানে অনুপস্থিত , তখন খোদ হযরত উম্মে-সালামা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) তাহাকে নিজের দুধ পান করাইতেন। (বিধবা হযরত উম্মে সালামা কিভাবে দুধ পান করাইতেন, ইহার উত্তরে) হাদীছবিশারদগণ বলিয়াছেন যে, হয়তবা শুধু সান্ত্বনা দানের জন্য তাহাকে স্তন্য চোষাইতেন, অথবা অলৌকিক ভাবে সত্য-সত্যই স্তন্য হইতে দুধ বাহির হইত।

মুসলমানের পরিচয়

খাজা হাসান বস্‌রী (র.) আবরারের (অর্থাৎ নেক্ লোকের) যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা পরে আসিতেছে। এখানে আমি আর একটি হাদীছ শুনাইতেছি। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

অর্থ ঃ কামেল ও পাক্কা মুসলমান এবং আল্লাহপাকের বহুত পেয়ারা মুসলমান তো ঐ ব্যক্তি যাহার রসনা (মুখ) ও হাতের দ্বারা কোন মসলমান কষ্ট না পায়।

আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন আইনী (রহ.) এখানে একটি এল্‌মী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, এই হাদীছে মুখের দ্বারা ও হাতের দ্বারা কষ্ট দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তবে কি পায়ের দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অনুমতি আছে ? মুহাদ্দিছগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, আসলে যেকোন ভাবেই হউকনা কেন, কোন মুসলমানকে কোন রূপ কষ্ট দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। তবে যেহেতু অধিকাংশ সময় এই অঙ্গদ্বয় অর্থাৎ মুখ ও হাতের দ্বারাই কষ্ট দেওয়া হয়, তাই বিশেষভাবে এই দুইটির কথাই উল্লেখ

করা হইয়াছে। পায়ের দ্বারা লাথি মারার ঘটনা ত খুব কমই ঘটিয়ে থাকে। অতএব, কষ্ট দেওয়ার জন্য সাধারণতঃ যেই অঙ্গদ্বয় ব্যবহার করা হয়, উহাদের নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস হইয়া গেলে পায়ের নিয়ন্ত্রণ তো আরও সহজ হইয়া যাইবে। কারণ, পায়ের দ্বারা আঘাত করার অভ্যাস তো খুব কমই হইয়া থাকে।

অমুসলিমদের উপর নির্যাতন কি বৈধ ?

(প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।) জনৈক হিন্দুলোক হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেবকে প্রশ্ন করিয়াছিল, আপনারা বলেন, মুসলমান ঐ ব্যক্তিকে বলে, যাহার জ্বালাতন-নির্যাতন হইতে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকেন। ইহার অর্থ ত এই হয় যে, যাহারা অমুসলমান, যেমন হিন্দু ও অন্যান্য কাফের সম্প্রদায়, তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া উচিত। হযরত ইহার উত্তরে বলিয়াছেন, যেহেতু সাধারণতঃ মুসলমানদের উঠা-বসা, লেন-দেন ইত্যাদি মুসলমানদের সঙ্গেই হইয়া থাকে, তাই যাহাদের সহিত বসবাস করা হয়, দিন-রাত উঠাবসা করা হয়, তাহারাই যদি পরস্পর একে-অপরকে কষ্ট না দেয়, তবে হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভৃতি অমুসলিম যাহাদের সহিত মুসলমানদের সাক্ষাত ও লেনদেন খুব কমই হইয়া থাকে, তাহারা ত মুসলমানদের পক্ষ হইতে আরও বেশী নিরাপদ থাকিবে। যেমন, দুইটি পাত্র পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও যদি উহাদের মধ্যে সংঘর্ষ না হয়, তবে যে পাত্রসমূহ পরস্পর দূরে দূরে রহিয়াছে,উহাদের মধ্যে কোন রূপ সংঘর্ষের তো প্রশ্নই উঠে না। তবে, জেহাদ কালীন অবস্থা এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। উহার বিধান ভিন্ন। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় অমুসলিমগণ যদি মুসলমানদের সহিত সন্ধি স্থাপন করে অথবা মুসলমানদিগকে নির্যাতন না করে, তাহা হইলে তাহারা মুসলমানদের হাত ও মুখের অত্যাচার তথা সর্বপ্রকার নির্যাতন হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিবে। এই প্রশ্ন-জওয়াবের কথা হযরত নিজে আমাকে শুনাইয়াছেন।

আল্লামা আইনী (রহ.) আরও একটি এল্‌মী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন যে, কেহ কাহাকে জিহ্বা দ্বারা কোন কষ্ট দিতে পারে কি ? কারণ জিহ্বার মধ্যে ত কোন হাড্ডি নাই। জিহ্বা হইল গোশতের একটি নরম টুকরা। কেহ যদি জিহ্বার দ্বারা কাহারও শরীরে আঘাত করে, তবে ইহাতে কোন কষ্ট হইবে কি ? কষ্ট যদি হয় তবে তাহা হইবে রসনার ভাষার দ্বারা। তাহা হইলে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কেন এই রূপ বলিলেন না যে,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ اَلْفَاظِ لِسَانِهٖ

অর্থঃ মুসলমান ভাই ত সে, যাহার রসনার (কষ্টদায়ক) ভাষা হইতে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদে থাকে ? ।

ইহার উত্তরে তিনি বলেন যে, কোন কোন সময় ভাষা ছাড়া শুধু রসনার দ্বারাও কষ্ট দেওয়া হয়। যেহেতু আল্লাহপাক হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াছাল্লামকে এল্‌মেদ্বীন পেশ করার জন্য সর্বোচ্চ মানের সাহিত্যশক্তি দান করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এক-একটি কথা অতি উচ্চ মানের ও ব্যাপকার্থবোধক হইত। তাই তিনি এখানে ভাষা না বলিয়া রসনা বলিয়াছেন। কারণ, কোন কোন সময় লোকেরা তিরষ্কারের উদ্দেশ্যে জিহ্বা বাহির করিয়া তাহা নাড়িয়া নাড়িয়া দেখায়। তখন সে রসনা দ্বারা কোন ভাষাই ব্যবহার করে না। চেতানোর জন্য জিহ্বা বাহির করিয়া ডানে-বামে নাড়িয়া নাড়িয়া ভাগিয়া যায়। সাধারণতঃ ছোট বাচ্চারা এরূপ বেশী করিয়া থাকে।

যখন কেহ তাহাকে মারধর করে, আর সে প্রতিশোধ নিতে না পারে, তখন জিহ্বা দ্বারা ব্যঙ্গ করিয়া ভাগিয়া যায়। কখনও কখনও বড়রাও এভাবে অন্যের প্রতি উপহাস করে। এ ধরণের উপহাসকারীরাও হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর উক্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। কারণ, তিনি বলিয়াছেন, যাহার রসনা (জিহ্বা) হইতে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। যদি তিনি তাহা না বলিয়া এরূপ বলিতেন যে, যাহার রসনার কথার আঘাত হইতে নিরাপদ থাকে, তাহা হইলে জিহ্বা দ্বারা উপহাসকারী শ্রেণীটি এই হাদীসের আওতায় পড়িত না। দেখুন, নবীর কথা কিরূপ ব্যপকার্থবোধক হয় এবং কিরূপ সাহিত্যরসপূর্ণ হয়।

নেক লোক কাহারা ?

যাক, আমি আবরার (বা নেক্ লোকদের) সম্পর্কে আলোকপাত করিতেছিলাম। মানুষ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত, আবরার এবং ফুজ্জার। সৎ লোকেরা আবরার, আর অসৎ ও পাপিষ্ঠ শ্রেণীকে বলে ফুজ্জার । পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হইয়াছে–

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ

অর্থঃ নেক মানবগণ বেহেশতের সুখ ও আনন্দে ডুবিয়া থাকিবেন। (ইহারা আবরার)।

وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ

অর্থঃ আর পাপিষ্ঠ লোকেরা জাহান্নামের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে (আগুনে প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকিবে)। (ইহারা ফুজ্জার)।

তাই আমাদের ফিকির করা দরকার যে, কিভাবে আমরা নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি এবং পাপিষ্ঠ জাহান্নামীদের পথ হইতে মুক্তি পাইতে পারি। এজন্য আমাদিগকে নেক লোকের পরিচয় জানিতে হইবে। এ সম্পর্কে খাজা হাসান বস্‌রী (র.) বলেন–

اَلْاَبْرَارُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْذُوْنَ الذَّرَّ وَلَا يَرْضَوْنَ الشَّرَّ

অর্থঃ নেক লোক তাহারা যাহারা পিপীলিকাকেও কষ্ট দেয় না এবং যাহারা কোন খারাপ কাজে, কোন নাফরমানীর কাজে আনন্দিত হয় না।

না নিজে গুনাহ করিয়া আনন্দ পায়, না অন্যকে গুনাহ করিতে দেখিয়া আনন্দিত হয়। বরং আল্লাহর নাফরমানীর কাজ দেখিয়া অন্তরে আঘাত লাগে, চাই সে নাফরমানী নিজের দ্বারাই সংঘটিত হউক কিংবা অন্যের দ্বারা। বস্তুতঃ ইহা আল্লাহর সহিত ভাল সম্পর্কের দলীল। যেই সন্তান নিজের পিতাকে খুব মহব্বত করে, স্বীয় ভাইদিগকে পিতার সহিত নাফরমানী করিতে দেখিলে তাহার মনে আঘাত লাগে যে, তোমরা আমার কেমন ভাই, তোমরা আব্বাকে কষ্ট দাও। অনুরূপ, যেই মোমেনের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত বিদ্যমান, কাহাকেও আল্লাহর নাফরমানীর কাজ করিতে দেখিয়া তাহার অন্তরেও আঘাত লাগে।

নাফরমানী দেখিয়া মানসিক আঘাতে পেশাবের সঙ্গে রক্ত

আমার পহেলা মোর্শেদ হযরত শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (র.) বলিয়াছেন, এক ওলীআল্লাহ কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত দেখিয়া অন্তরে এতটা আঘাত পাইলেন যে, তাঁহার চলার শক্তি রহিত হইয়া গেল। ফিরিয়া গিয়া চাদর গায়ে দিয়া খাটের উপর শুইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে একই ব্যথা, হায়, আমার মাওলার নাফরমানী করিতেছে এই লোকটি ! দুই ঘন্টা পর যখন তিনি পেশাব করিতে গেলেন, তাঁহার পেশাবের সহিত রক্ত বাহির হইল। এতটা আঘাত পাইয়াছেন তিনি নাফরমানীর কাজ দেখিয়া। বস্তুতঃ ইহারাই আল্লাহওয়ালা।

অথচ, আজ আমরাও গুনাহ করি, কিন্তু আমাদের ত একটা ঢেকুরও আসে না। আমরা খানকার পরিবেশে থাকিয়া, আল্লাহর ওলীদের সংসর্গে থাকিয়াও গুনাহ করি। চিন্তা কর যে, কিয়ামতের দিন যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আল্লাহপাক তোমাদিগকে দ্বীনী পরিবেশ দিয়াছিলেন। এইরূপ দ্বীনী পরিবেশে, নেক্ লোকদের মধ্যে থাকিয়াও কিভাবে তুমি এতসব বদমাশী করিতে পারিলে ? এই প্রশ্নের তখন কি উত্তর দিবে ? চিন্তা কর এবং নিজেই নিজের হিসাব গ্রহণ কর। ইহা একমাত্র আল্লাহপাকের দয়া ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, এতসব নাফরমানী সত্ত্বেও আমাদিগকে তিনি আযাবে আক্রান্ত করিতেছেন না। তিনি সীমাহীন দায়ালু, সীমাহীন সহিষ্ণু। সুযোগ দিতেছেন যে, হয়তঃ এখন তওবা করিবে, হয়তঃ এখন তওবা করিবে।

অনুতাপ-অনুশোচনায় মোটেও বিলম্ব করা চাইনা

পাকিস্তানের মুফতী-আযম হযরত মুফ্তী শফী ছাহেব (রহ.) একবার আমাকে তাঁহার একটি ছন্দ শুনাইয়াছিলেন। আল্লাহর শোকর যে, যে-ব্যক্তি এখন আপনাদের সম্মুখে কথা বলিতেছে, নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহপাক তাহাকে বড় বড় বুযুর্গদের সঙ্গে থাকার তওফীক দান করিয়াছেন। মুফতী ছাহেব

তাঁহার ঐ ছন্দের মধ্যে বলেন–

ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا

অর্থঃ হে পাপী, হে অত্যাচারী, এখনও তওবার সুযোগ আছে। তাই বিলম্ব করিওনা, জল্‌দি তওবা কর। যে পড়িয়া গিয়া উঠিয়া পড়িয়াছে, কেহ তাহাকে পড়িয়া আছে বলিয়া বলে না।

গুনাহ্‌গার বান্দার চোখের পানির মূল্য

মানুষ যখন আল্লাহপাকের নিকট তওবা করে, গুনাহ্‌ হইয়া যাওয়ার পর কান্নাকাটি করে, আহাজারী করে, তাহার এই অনুতাপ, ক্রন্দন ও চোখের পানির আল্লাহপাকের নিকট কত যে উচ্চ মূল্য, তাহা কিভাবে বুঝাইয়া বলি।

শুনুন, গুনাহ্‌গার বান্দা যখন স্বীয় গুনাহের কথা স্মরণ করিয়া আল্লাহপাকের সম্মুখে কাঁদে যে, আয় খোদা, আমার অন্যায় হইয়া গিয়াছে, আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন, আমার প্রতি আপনার করুণার হাত প্রসারিত করুন। আমাকে লাঞ্ছিত-অপদস্ত করিবেন না। আমাকে শাস্তি দিয়েন না। আমি দুর্বল। আপনার দোযখের আযাব সহ্য করার শক্তি আমার নাই। তো দয়াময় আল্লাহ তাহার গুনাহগার বান্দার এই চোখের পানিকে শহীদের রক্তের সমতুল্য গণ্য করেন। স্বয়ং মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র.), বিশ্বের সমস্ত আলেমগণ যাঁহাকে একবাক্যে স্বীকার করেন, তাঁহার মুখে শুনুন, তিনি বলেন–

کہ برا بر می کند شاہ مجید اشک را در وزن با خون شہید

অর্থঃ কোন বান্দা যদি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে কিংবা গুনাহ করার পর অনুতাপ করিয়া কাঁদে, তবে তাহার ভয় ও অনুতাপের এই অশ্রুকে আল্লাহপাক শহীদের রক্তের সমতুল্য গণ্য করেন।

(এই বয়ানের সংকলক মীর ইশ্‌রত জামীল-এর আরয, আমার প্রিয় মোর্শেদ দামাত বারাকাতুহুম যাঁহার বয়ান আপনারা পাঠ করিতেছেন, তাঁহারও অনুরূপ জ্বালাময়ী দুইটি ছন্দ আছে যাহা হৃদয়-মনে বেদনার উদ্রেক করে এবং যাহা পাঠ করিলে মনে হয়, ইহা যেন হুবহু মাওলানা রূমীরই ছন্দ। তাহা এই ঃ

قطرۂ اشک ندامت در سجود ہمسر خون شہادت می نمود

অর্থঃ অনুতাপের ঐ অশ্রুফোঁটা যাহা সেজদার মধ্যে গুনাহগারের চক্ষুদ্বয় হইতে প্রবাহিত হয়, আল্লাহপাকের নিকট তাহা এত বেশী দামী যে, তাহার অপার দয়া ঐ অশ্রুফোঁটাকে শহীদের রক্তের সমান মূল্যায়ন করে।

যেমন, হাদীছ শরীফে আছে–

لَيْسَ شَيْءٌ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ ..... قَطْرَةِ دُمُوْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقَطْرَةِ دَمٍ يُهْرَاقُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থঃ আল্লাহপাকের নিকট দুইটি ফোঁটার মত এত প্রিয় জিনিস আর নাই। একটি ঐ অশ্রুফোঁটা যাহা আল্লাহর ভয়ে প্রবাহিত হয়। অপরটি ঐ রক্তফোঁটা যাহা আল্লাহর রাস্তায় দেহ হইতে পতিত হয়।

দ্বিতীয় ছন্দটি হইল–

هرجا گريد بسجده عاشقے آں زميں باشد حريم آں شهے

অর্থঃ যেই যমীনের উপর আল্লাহর কোন আশেক চোখের পানি ফেলে, যমীনের ঐ টুকরা আশেকের জন্য রব্বুল আলামীনের রাজমহলে পরিণত হয়। বান্দা ঐ যমীনে আল্লাহপাকের খাছ নৈকট্য লাভ করে। সেখানে আল্লাহর খাছ তাজাল্লী বর্ষণ হয়।

হাদীছে-কুদ্‌ছীতে কাকুতি-মিনতির আশ্চর্য দাম

যারা কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহপাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লামা আলূছী (র.) তাফসীর রূহুল-মাআনীতে তাদের সম্পর্কে একটি হাদীছে-কুদ্‌ছী উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছে-কুদ্‌ছী ঐ হাদীছকে বলে যাহা নবী নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন, কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়া দেন যে, আল্লাহপাক এইরূপ বলিয়াছেন। তো হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, আল্লাহপাক বলিতেছেন, যখন কোন বান্দা কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহপাকের নিকট ক্ষমা চায় যে, আয় আল্লাহ, আমার দ্বারা বিরাট গুনাহ হইয়া গিয়াছে। আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিন। কবরে আমি কোন্ মুখ লইয়া আসিব। কিয়ামতে আমি কিভাবে আপনাকে মুখ দেখাইব। তবে তাহার এই কাকুতি-মিনতি আল্লাপাকের নিকট এত প্রিয় লাগে যে, তাহার এই মিনতিপূর্ণ ফরিয়াদকে তিনি ছুবহানাল্লাহ্-ছুবহানাল্লাহ্‌র তছবীহ অপেক্ষা বেশী পছন্দ করেন।

হাদীছে-কুদ্‌ছীটির ভাবার্থ শোনার পর এখন হাদীছটি হুবহু শুনিয়া নিন। সম্মানিত আলেমগণ তাফসীর রূহুল-মাআনীর ৩০ পারায় সূরায়ে ইন্না আন্‌যালনার নীচে এই হাদীছটি দেখিয়া নিবেন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, আল্লাহপাক বলিতেছেন–

لَاُنِيْنُ الْمُذْنِبِيْنَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِيْنَ (تفسير روح المعانى پ ٣٠ صـ ١٩٢)

অর্থঃ গুনাহগারদের কান্নাকাটি , বেদানাভরা আর্জি, কাকুতি-মিনতি আমার নিকট তছ্‌বীহ পাঠকারীদের ছুবহানাল্লাহ-ছুবহানাল্লাহ্‌র আওয়াজ হইতে অধিক প্রিয়।

আরশে-আযমের ভাণ্ডারে চোখের পানির চাহিদাঃ

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী (রহ.) ত এ সম্পর্কে একটি আশ্চর্যকর কথা শুনাইয়াছেন। যাহা আমি আমার প্রথম পীর ও মোর্শেদ শাহ্ আবদুলগণী ছাহেব ফুলপুরী আযমী (রহ.)এর মুখে বারবার শুনিয়াছি। তিনি ছিলেন হযরত হাকীমুল-উম্মত থানবী (রহ.)এর উচ্চশ্রেণীর খলীফাদের একজন। এবং তিনি হযরত মাওলানা আছ্গর মিয়া দেওবন্দী (র.)এর সমকালীন ছিলেন। এই উভয় বুযুর্গ অর্থাৎ আমার শায়েখ শাহ্ আবদুল গণী ছাহেব (রহ.) এবং মাওলানা আছ্গর মিয়া ছাহেব দেওবন্দী (রহ.) একসাথে জৌনপুরে পড়াইতেন। পাকিস্তানের মুফতীয়ে-আযম মুফ্তী শফী ছাহেব (রহ.) এজন্যই বলিতেন, হযরত, আপনি শুধু আমার পীরভাই নন, আপনাকে আমি আমার ওস্তাদতুল্য মনে করি। কারণ, আপনি আমার ওস্তাদ মাওলানা আছ্গর মিয়া ছাহেব দেওবন্দী (রহ.)এর সঙ্গে একই মাদ্রাসায় পড়াইতেন।

আমি বলিতেছিলাম, মাওলানা কাসেম নানূতবী (রহ.) বলিয়াছেন, কোন বাদশা নিজের দেশে না-থাকার কারণে যে-জিনিসটি বিদেশ হইতে আমদানী করেন, বাদশা উহার খুবই কদর করেন। কারণ, তাহা নিজের দেশে নেই। তিনি বলেন, আল্লাহপাকের মহামহিম রাজ-দরবারে কোন অশ্রু নাই। তাই তিনি আমাদের চোখের পানির খুবই কদর করেন। অশ্রু ত গুনাহগার বান্দাদের কান্নাকাটির দ্বারা বাহির হয়। ফেরেশতাগণ ত কাঁদিতে জানেন না। কারণ, তাদের কোন অনুতাপ-অনুশোচনা নাই। অতএব, তাহারা শুধু ইবাদতের নৈকট্য লাভ করিয়া থাকেন। অনুতাপের নৈকট্য তাহারা লাভ করিতে পারেন না। অন্যকথায়, তাহারা শুধু ইবাদতলব্ধ নৈকট্যের অধিকারী, কিন্তু অনুতাপলব্ধ নৈকট্য হইতে তাহারা বঞ্চিত। অনুতাপের দ্বারা মাওলার নৈকট্য লাভ তো আমরা-গুনাহগারদের হিস্সা।

ক্রন্দন ও অনুতাপের নৈকট্য পাপীদেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য

যেমন হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব (রহ.) বলেন–

کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے

ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے

অর্থাৎ কখনও আমরা এবাদতের দ্বারা প্রাপ্ত নৈকট্যের আনন্দে বিভোর হই, কখনও নিজের দোষ স্বীকার করিয়া অনুতাপ-অনুশোচনার দ্বারা মাওলাকে রাযী করার চেষ্টা করি। এই অনুতাপ ও দোষ স্বীকারের বিনিময়ে আল্লাহপাক আমাদিগকে এমন এক নিবিড় সান্নিধ্য ও নৈকট্য দান করেন এবং হৃদয়ের গহীনে তাহাকে এত-বেশী কাছে পাওয়া যায়, যাহা সম্পর্কে এমনকি, ফেরেশতাদেরও কোন খবর থাকে না।

তাই, অনুতাপের নৈকট্য ও দোষ স্বীকারের নৈকট্য ফেরেশতারা অর্জন করিতে পারে না। কারণ, তাহাদের ভুল-ত্রুটি নাই, কোন গুনাহ্ই নাই। তাহারা অনুতাপ করিবে কিসের জন্য ? তাহারা ত সর্বদা ছুবহানাল্লাহ ছুবহানাল্লাহ পড়িতেছে। তাহারা এক পূত-পবিত্র মাখলূক। আল্লাহপাক তাই এমন এক মাখলূক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের অনুতাপ ও কাকুতি- মিনতি দেখিয়া দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। খুশী হইবেন। অর্থাৎ কোন কোন বান্দা এমন হইবে যে, তাক্ওয়ার উপর অটল ও গুনাহ হইতে মুক্ত থাকার দৃঢ় সংকল্প সত্ত্বেও মানবিক দুর্বলতা বশতঃ কখনও নফছের দ্বারা পরাজিত হইয়া গুনাহ করিয়া বসিবে। অতঃপর এই দুঃখ ও বেদনায় যে, হায়, আমি আমার আল্লাহকে নারাজ করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার অন্তর খুন হইয়া যাইবে এবং অনুতাপের সহিত কান্নাকাটি করিয়া ক্ষমা চাহিয়া আমাকে রাযী ও সন্তুষ্ট করিবে । তাহার এই অনুতাপের পথে আমি তাহাকে আমার নৈকট্য প্রদান করি ব।

কোরআনে বাদশার নাম !

আল্লামা সাইয়েদ মাহ্মূদ আলূসী বাগদাদী (রহ.) তাফসীর রূহুল মাআনীতে সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) সম্পর্কে একটি ঘটনা লিখিয়াছেন। আল্লাহর কোরআনের তাফসীরে দুনিয়াবী রাজা বাদশাদের এরূপ সম্মানজনক আলোচনাও কি আসিতে পারে ? ইনি সেই সুলতান যিনি বলখের বাদশাহী আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। আজ কোরআনের তাফসীরের মধ্যে তাঁহার আলোচনা হইতেছে। রাজত্ব বিসর্জন দিয়া খোদার জন্য উৎসর্গ হইয়া গিয়াছেন। বিনিময়ে খোদার নামের সঙ্গে আজ তাঁহার নামও উচ্চারণ হইতেছে। খোদার গুণকীর্তনের পাশাপাশি তাঁহারও গুণকীর্তন হইতেছে। আল্লাহর জন্য উৎসর্গ হওয়ার কি আশ্চর্যকর পুরস্কার ইহা।

শয়তান অন্ধকার অন্তরে হামলা করে

দেখুন, চতুর্থ পারায় সূরায়ে আলে ইমরানে ইরশাদ হইতেছে–

إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا

অর্থাৎ শয়তান তোমাদের পদস্খলন কখন ঘটায় ? কখন সে তোমাদের উপর এহেন শক্তি পায় ? যখন তোমরা কোন গুনাহে লিপ্ত হও। (নফছের ধোকায় পড়িয়া কোন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর রূহের শক্তি যখন কিছু দুর্বল হইয়া যায়, তখন শয়তান আসিয়া তাহাকে বিভিন্ন গুনাহের মধ্যে জড়াইয়া ফেলে।) ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, যেভাবে একটি নেক কাজের ফলে আরেকটি নেক কাজের তওফীক লাভ হয়, তদ্রূপ, একটি পাপের দ্বারা আরেকটি পাপের জন্ম হয়। মানুষ যখন কোন গুনাহ করে, খারাপ কাজ করে , ইহাতে তাহার অন্তরে অন্ধকার পয়দা হয়। তখন শয়তান আসিয়া ঐ অন্ধকারের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। নতুবা শয়তানের কোন শক্তি নাই যে, মোমেনের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং তাহা দখল করিয়া বসিবে।

لَا مَجَالَ لَهُ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ بِالْوَسْوَسَةِ اِلَّا اِذَا وَجَدَ ظُلْمَةً فِى الْقَلْبِ

অর্থঃ শয়তানের শক্তি নাই মানুষের অন্তরে প্রবেশ করিয়া গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার। তবে হাঁ, যখন সে অন্তরের মধ্যে অন্ধকার দেখিতে পায় তখন বাদুরের মত অন্ধকারের ভিতর ঢুকিয়া গুনাহের প্ররোচনা দিতে শুরু করে।

কিন্তু বান্দা যখন অনুতপ্ত হইয়া তওবা করে, সেই তওবা ও অনুতাপের নূরে অন্তর আবার আলোকিত হইয়া যায় এবং শয়তান তৎক্ষণাৎ ভাগিয়া যায়। যাহার মন চায় শয়তানকে জল্‌দি ভাগাইয়া দিতে, সে যেন জল্‌দি তওবা করে, দেরী না করে। নতুবা শয়তান তাহার অন্তরকে নিজের আড্ডা ও কেন্দ্র বানাইয়া ফেলিবে।

ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)এর ঘটনা

আল্লামা আলূসী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুলতান ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)এর একটি ঘটনা লিখিয়াছেন যে, একবার তিনি তাওয়াফ করিতেছিলেন এবং আল্লাহপাকের নিকট দরখাস্ত করিতেছিলেন, আয় আল্লাহ, আমাকে মা'ছূম বানাইয়া দিন,'সম্পূর্ণ নিষ্পাপ জীবন' দান করুন। যেন আমার দ্বারা কখনও কোন গুনাহ না হয়। তখন তাঁহার অন্তরের মধ্যে এক গায়বী আওয়াজ আসিল, হে ইব্রাহীম ইবনে আদহাম!

كُلُّ عِبَادِهٖ يَسْئَلُوْنَهُ الْعِصْمَةَ ....

আল্লাহর সমস্ত বান্দাগণই সম্পূর্ণ নিষ্পাপ থাকিতে চায়। যদি তিনি সকলকেই মা'ছূম ও নিষ্পাপ বানাইয়া রাখেন,

فَعَلٰى مَنْ يَتَكَرَّمُ وَعَلٰى مَنْ يَتَفَضَّلُ

তবে তিনি কাহার প্রতি দয়া করিবেন ? কাহার প্রতি করুণা করিবেন ? সকলেই যদি পূত-পবিত্র ফেরেশতা হইয়া যায় তবে কাহাকে তিনি ক্ষমা করিবেন ? কাহার উপর তাহার ক্ষমাশীলতার গুণ প্রকাশিত হইবে ?

হযরত ইমাম গায্‌যালী (রহ.)এর ওস্তাদের ঘটনা

ইমাম গায্‌যালীর ওস্তাদ আল্লামা আবূ ইস্‌হাক ইছ্‌ফেরায়েনী (রহ.) সম্পর্কে মোল্লা আলী কারী (রহ.) মেশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মের্‌কাতে লিখিয়াছেন, ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি এই দোআ করিতেছিলেন যে, আয় আল্লাহ, আমাকে মা'ছূম (বে-গুনাহ) বানাইয়া দিন। আমার দ্বারা যেন কখনও কোন গুণাহ না হয়, কোন অন্যায় না হয়।

ত্রিশ বৎসর পর একদিন তাঁহার অন্তরে এরূপ খেয়াল আসিল যে, আল্লাহপাক এত দয়ালু, অথচ আমার ত্রিশ বৎসরের এই দোআ তিনি কবুল করিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে আসমান হইতে তাঁহার অন্তরের মধ্যে আওয়াজ আসিল, হে আবূ ইসহাক ইছ্‌ফেরায়েনী, তুমি যে নিষ্পাপ হইতে চাও, ইহা দ্বারা তোমার

উদ্দেশ্য কি ? ইহাই ত যে, তুমি আমার প্রিয়পাত্র হইতে চাও? তুমি কি ইহা জাননা যে, আমার প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য আমি দুইটি দরজা খুলিয়া রাখিয়াছি, একটি হইল তাকওয়া বা গুনাহ্মুক্ত থাকার দরজা, আর একটি হইল তওবার দরজা ? তুমি কি আমার কোরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত কর না ?

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীদিগকে ভালবাসেন। তওবাকারীদিগকে তিনি তাঁহার প্রিয়পাত্র বানাইয়া নেন।

অতএব. যখন আমি তওবার দরজাও খুলিয়া রাখিয়াছি, কেন তুমি এই দরজা দিয়া আসিতেছনা ? যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি হইয়া যায় তবে তওবা করিয়া আমাকে রাযী করিয়া লও। যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে তওবা করে এবং দৃঢ় সংকল্প করে যে, আয় আল্লাহ ! ভবিষ্যতে আর কখনও কোন গুনাহ করিব না, জান্ দিয়া দিব, তবু আপনাকে নারাজ করিব না। কিন্তু পূর্ণভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আবার তাহার তওবা ভঙ্গ হইয়া যায়। ফলে, আবার সে অনুতপ্ত হইয়া, লজ্জিত হইয়া আল্লাহপাকের নিকট তওবা করে, কান্নাকাটি করে, কাকুতি-মিনতি করে এবং গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করে। হাদীস শরীফে আছে, এমন লোক আল্লাহপাকের নিকট গুনাহগার বলিয়া, গুনাহের উপর স্থির আছে বলিয়া গণ্য হয় না, যদিও এক দিনের মধ্যে সত্তর বারও তাহার তওবা ভঙ্গ হইয়া যায়। অতএব, তওবাকারী বান্দাগণের নিরাশ না হওয়া চাই।

ভারতের কবি মীর্যা গালেব বলিয়াছিল–

کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی

অর্থাৎ, এত পাপের বোঝা লইয়া কোন্ মুখে তুমি কা'বা যাইতে চাও? তোমার কি একটুও লজ্জা হয় না ?

ইহার উত্তরে এলাহাবাদের এক বুযুর্গ, যাঁহার দরবারে গমন করেন মুছান্নাফে-আবদুর রায্যাক এর আরবী টীকাকার মাওলানা হাবীবুর রহমান আ'যমী, মাওলানা আলী মিয়া নদভী এবং আমার শায়েখ মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)এর মত বড় বড় আলেমগণ, সেই হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্মদ ছাহেব (রহ.) বলেন, গালেব তাহার কবিতার দ্বারা গুনাহগার উম্মতকে নিরাশ করিয়া দিয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া গুনাহ্গার বান্দারা কা'বা গমন ত্যাগ করিয়া দিবে। তাহারা মনে করিবে, কোন্ মুখে আমরা কা'বায় যাইব। আমরা ত নানাহ পাপের মধ্যে ডুবিয়া আছি। তাই শরীঅতের দৃষ্টিতে তাহার এই কবিতার সংশোধন করা ওয়াজিব ছিল। এজন্য আমি উহা সংশোধন করিয়া দিয়াছি।

আপনাদের সমীপে নিবেদন, এক ওলীআল্লাহর কবিতা খুব মনোযোগ সহকারে শুনুন, তারপর ফয়সালা করুন, একজন দুনিয়াবী কবির কবিতা ও

আল্লাহর ওলীর কবিতার মধ্যে কি আকাশ-পাতাল ব্যবধান। তিনি বলেন–

یوں ہی منہ سے عبہ جاؤں گا　　شرم کو خاک میں ملاؤں گا
ان ورد رو کے میں مناؤں گا　　اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا

অর্থঃ এই মুখ নিয়াই আমি কা'বা যাইব। দয়াময় মাওলার দুয়ারে যাইতে আমি কোন সংকোচের পরোয়া করিব না। আমি তাহাকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাযী করিয়া লইব। এই ভাবে আমার বরবাদ জীবনকে আমি তাহার পসন্দ মোতাবেক গড়িয়া তুলিব।

আল্লাহর রহ্মতের কোলই আমাদের জীবন

আপনি যদি কোন একটি মাছকে বড়শি দ্বারা শিকার করিয়া দশ দশ বারও পানির বাহিরে নিয়া আসেন এবং প্রতিবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আচ্ছা, পানিতে ফিরিয়া যাইতে কি তোমার লজ্জা বোধ হয়? তুমি ত বারংবার বোকামী করিয়াছ। একবার নয়, দুইবার নয়, দশ-দশবার তুমি বোকামী করিয়া পানির বাহিরে আসিয়াছ। মাছ বলিবে, হুযূর, আমি হাজার বারও যদি বোকামী করিয়া থাকি, কিন্তু পানিই আমার প্রাণ, পানিই আমার জীবন ধারণের একমাত্র সম্বল।

বন্ধুগণ, তদ্রূপ, আল্লাহর রহ্মতের কোলই মোমেনের জীবন। আর কত কাল আমরা এভাবে আল্লাহ হইতে দূরে সরিয়া থাকিব? আর কতকাল আল্লাহ হইতে দূরে পড়িয়া থাকিব? শয়তান যদি আমাদিগকে লক্ষ লক্ষ পাপ-কার্যেও লিপ্ত করিয়া দেয়, তবুও তওবা-তিল্লা করিয়া, কাকুতি-মিনতি করিয়া, সেজ্দার মধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আল্লাহকে আমরা রাযী করিয়া লইব। তাই ত হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজ্যূব (রহ.) বলেন–

جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی　　بہر حال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے
یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے　　جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے

অর্থঃ সারা জীবনও যদি তুমি শুধু ব্যর্থ আর ব্যর্থই হইতে থাক, তবুও তোমাকে অবিরাম চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে, যদি তুমি সত্যিকার খোদাপ্রেমিক হইয়া থাক। মাওলার সহিত ভালবাসার বাঁধন তোমাকে অটুট রাখিতেই হইবে। শত বারও যদি টুটিয়া যায় তবে শতবার তাহা জুড়িয়া লইতে হইবে।

তওবা-ভঙ্গকারীরা নিরাশ হইওনা

তওবা ভঙ্গ হইয়া গেলে মানুষ নিরাশ হইয়া যায় যে, হায়, আমার তওবা নিষ্ফল হইয়া গেল। আরে, নিষ্ফল নয়। তুমি আবার তওবা করিয়া নাও। তাহার সহিত ছিন্ন হইয়া যাওয়া সম্পর্ক আবার তুমি জুড়িয়া নাও।

یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے

ভালবাসার এই যে বাঁধন না যায় কভু ছিঁড়ে
শতবারও গেলে টুটি আবার নিও জুড়ে।

চেষ্টা ত করুন যে, কোনক্রমেই যেন তওবা ভঙ্গ না হয়। গুনাহ হইতে বাঁচার জন্য জানের বাজি রাখিয়া চেষ্টা করুন। তারপরও যদি বার বার তওবা ভঙ্গ হইয়া যায়, তবে নিরাশ হইবেন না, হতোদ্যম হইবেন না। আপনি বার বার তওবা করিয়া যাইতে থাকুন। তওবা কবূল হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, পাপ কাজ হইতে পৃথক হইয়া যাইবে, মনে মনে অনুতপ্ত হইবে এবং দৃঢ় সংকল্প করিবে যে, ভবিষ্যতে আর কখনও পাপ করিব না। অর্থাৎ তওবা করার মুহূর্তে অন্তরের মধ্যে পুনরায় গুনাহ্ করার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় না থাকা চাই। এতটুকু হইলেই আল্লাহপাক এই তওবা কবূল করিয়া নেন।

অতএব, কস্মিনকালেও নিরাশ হইবেন না। কোন গুনাহ্ হইয়া গেলে কান্নাকাটি ও কাকুতি-মিনতি শুরু করিয়া দিন। আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে যে গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবে ? তাহার দুয়ার ব্যতীত আর কোন্ দুয়ার আছে যেখানে আমরা হাযির হইব ? তাই জীবনভর চেষ্টায় লাগিয়া থাকা চাই। তাহাকে রাযী করার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়া প্রাণে বাঁচিতে হইবে। তাহার জন্য প্রাণ বিলাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে হইবে।

تمام عمر تڑپنا ہے موج مضطر کو کہ اس کا رقص پسند آ گیا سمندر کو

অর্থঃ তরঙ্গায়িত ঢেউকে আজীবন এভাবে তড়পাইয়াই কাটাইতে হইবে। কারণ, তাহার এই নাচ সাগরের চোখে খুবই ভাল লাগিয়াছে।

নর্তিত ঊর্মিকে নাচিতেই হইবে চিরকাল সমুদ্র বুকে
তাহার নাচন ভালো লাগিয়াছে সমুদ্রের প্রিয় চোখে।

অমূল্য উপদেশ

বুযুর্গদের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করুন। আল্লাহর ওলীদের সংসর্গে বসুন, ঈমান ও ইয়াকীন তৈরী করুন। মৃত্যুর মোরাকাবা করুন। কিয়ামত ও দোযখের মোরাকাবা করুন। গুনাহ হইতে বাঁচার উপায় বা নিয়ম-পদ্ধতি আল্লাহওয়ালাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। তাঁহাদের সংস্পর্শে থাকুন। পাপের পরিবেশ ও উপকরণাদি হইতে দূরে থাকুন। নতুবা মানুষ পাপের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পাপে জড়াইয়া পড়ে। যেমন কোন বিড়ালকে যদি তুমি দশ দশবারও হজ করাইয়া দাও, অতঃপর কখনও যদি তাহাকে একটি ইঁদুর দেখাইয়া দাও, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার গোঁফ খাড়া হইয়া যাইবে। তাহার মোচে তাও আসিয়া যাইবে। তারপর গুর্‌গুর্ শুরু করিয়া দিবে।

তদ্রূপ, নফ্স্ও বিড়ালের মত। যদি গুনাহ্ হইতে বাঁচিতে হয় তবে যেসব জিনিস গুনাহে লিপ্ত করে, গুনাহের ঐ সকল আসবাব ও উপকরণ হইতে দূরে থাকুন। নতুবা নফ্ছ বিড়ালের মত গুনাহের প্রতি ঝাপ মারিতে শুরু করিবে। যে ব্যক্তি নিজেকে গুনাহের আসবাব-উপকরণের নিকটবর্তী করে, যেন সে নিজেকে আল্লাহর গযব ও লা'নতে আক্রান্ত হওয়ার জন্য পেশ করিতেছে। আল্লাহপাক বলেন–

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا

অর্থঃ এইসব আল্লাহর সীমানা। অতএব, তোমরা উহার নিকটেও যাইও না।

পাপের উপকরণ হইতে দূরত্ব জরুরী

মনে করুন, কেহ যদি কোন উঠতি-বয়সের তরুণী মেয়েকে চাকরাণী রাখে (এবং তাহার সহিত পর্দা না করা হয়), তবে নিশ্চয় ইহা খুবই বিপজ্জনক। আজকাল এখানে (দক্ষিণ আফ্রিকায়) মুসলমান-চাকর পাওয়া দুষ্কর। খৃষ্টান চাকর-বাকর পাওয়া যায়। এখানকার বস্তি সমূহের মধ্যে বসবাসকারিণী বহু খৃষ্টান-মেয়ে পাওয়া যায়। দেখা যায়, ১৫/২০ বৎসর বয়সের মেয়েকে চাকরাণী রাখিয়া তাহার দ্বারা (বেপর্দা অবস্থায়) কাপড় ধৌত করানো হয়। আরও অন্যান্য কাজ করানো হয়। বারবার তাহার উপর সংশ্লিষ্ট পুরুষদের নজর পড়িতেছে। বলা হয় যে, ইহারা তো কালো, কদাকার, বদ্ছূরত। মনে রাখিবেন, যেরূপই হউকনা কেন, অবশ্যই ইহারা বিপজ্জনক।

খুব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুন, বিড়াল যতই বৃদ্ধ হউক, চলার সময় যতই কাঁপিতে থাকুক, ইঁদুর দেখা মাত্রই তাহার মাথা খারাপ হইয়া যায়। তাই, বুযুর্গগণ বলিয়াছেন–

بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد

فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا

অর্থঃ হে দরবেশ, এই নফ্ছে-আম্মারার উপর কোন ভরসা করা যায় না। কুমন্ত্রণাদানকারী নফ্ছ্ ফেরেশতাও যদি হইয়া যায়, তবুও, অবশ্যই তুমি উহাকে অবিশ্বাস করিবে, অবশ্যই উহার প্রতি খারাপ ধারণা রাখিবে।

তাই, নফ্ছ্ যদি ফেরেশতাও হইয়া যায়, রীতিমত তাহাজ্জুদও পড়ে, তবু আপনি মেয়েদের নিকট কিংবা দাড়ি-মোচ বিহীন বালক তরুণরে কাছে যাইবেন না। বরং দূরে থাকুন। বেচাকেনার স্থানে, দোকানে, ঘরে, বাজারে-অফিসে, সর্বত্রই নারী ও বালক-তরুণ হইতে বাঁচিয়া চলুন। বিশেষ করিয়া হজ্জ-ওমরা-শেষে ফেরার পথে বিমানে বিমানবালাদের সঙ্গে আপা-আপা করিয়া কথা বলিবেন না। কেহ কেহ বলে, আপা বলিয়া ডাকিলে উহারা কোক ইত্যাদি

পান করাইয়া দিবে। আমি বলিব, ভাই, আপনি ছবর করুন, দেহের কষ্ট সহ্য করুন। তবুও উহাদের দিকে তাকাইয়া কোন কথা বলিবেন না। নজর হেফাজত করুন। দৃষ্টি সংযত রাখুন। নতুবা হজ্জ-ওমরার সমস্ত নূরই অন্তর হইতে বাহির হইয়া যাইবে।

মনে করুন, সরকারের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইল যে, তিন দিন পর্যন্ত পানি সরবরাহ করা হইবে না। ইহা শুনিয়া আপনি উপর হইতে টাংকীতে পানি ভরিতে শুরু করিলেন। কিন্তু টাংকীর নীচে একটি চুঙ্গি খোলা রাখিয়া দিলেন। সারা রাত আপনি কষ্ট করিয়া পানি ভরিলেন। সকালে উঠিয়া দেখিতেছেন, সমস্ত পানি ছাদের উপর পড়িয়া আছে। টাংকীতে একটু পানিও নাই। তদ্রূপ, আমরা হজ্জ-ওমরা, যিকির, তেলাওয়াত ইত্যাদি এবাদত-বন্দেগী তো খুব করি। কিন্তু পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি চুঙ্গি আমরা খোলা রাখিয়া দেই। কানের চুঙ্গি দ্বারা গান শুনিলাম, গীবত শুনিলাম। চোখের চুঙ্গি দ্বারা নামাহ্‌রাম মেয়েদের প্রতি দৃষ্টি করিলাম। যবানের চুঙ্গি দ্বারা গীবত করিলাম, মিথ্যা বলিলাম। এভাবে এবাদতের সমস্ত নূর এ সকল ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যায়। এজন্যই আমরা আল্লাহ্‌র নামের মজা পাইনা। আমাদের নূর পূর্ণ হয় না। হাদীছ শরীফে একটি দোআ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে- رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا (অর্থ, হে আল্লাহ! দয়া করিয়া আমাদের নূরকে আপনি পূর্ণ করিয়া দিন) পূর্ণ নূর লাভ যে মস্ত বড় নেআমত, এই হাদীস হইতে তাহা পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে।

আমাদের অবস্থা এই চোরের মত

মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন, যেসকল লোক গুনাহ্ ত্যাগ করে না, তাহাদের যিকির, তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য এবাদতের দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন রাত্রিবেলা ঘরে চোর প্রবেশ করিল। ঘরের মালিক ধনপতি অনুভব করিতে পারিয়াছেন যে, ঘরে চোর ঢুকিয়াছে। প্রাচীন যুগে এক ধরণের পাথর ঘষিয়া আলো করা হইত এবং আগুন জ্বালানো হইত, যাহাকে চকমক পাথর বলে। ধনপতি আলো জ্বালানোর জন্য চকমকি-পাথরে ঘষা দিল, যাহাতে চোরকে চিনিতে পারা যায়। কিন্তু চোর ছিল খুবই চতুর। একদিকে সে গাঁঠরীতে মাল ভরিতেছিল। অপরদিকে ঐ পাথরটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছিল। মালিক আলো জ্বালানোর জন্য পাথরের উপর ঘর্ষণ করিতেই সে উহার উপর আঙ্গুল রাখিয়া দিত। যেইবা আলো জ্বলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সে উহার উপর আঙ্গুল রাখিয়া দিল। যাহার ফলে আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিভিয়া যাইত। ঐদিকে সে এভাবে অন্ধকারের মধ্যে আরামছে চুরি করিতে থাকিল। অবশেষে সমস্ত মালামাল লইয়া চলিয়া গেল ।

অনুরূপ, শয়তান আমাদের নেক্ কাজ সমূহের নূরের উপর আঙ্গুল রাখিতে থাকে। অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের পাপে লিপ্ত করাইয়া আমাদের এবাদত-আরাধনার দ্বারা অর্জিত সমস্ত নূরের দৌলত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়।

গোলায় ফসল তোলার পাশাপাশি ইঁদুর হইতে হেফাযতেরও ফিকির জরুরীঃ

মাওলানা রূমী (র.) বলেন, যতটা জরুরী চাষাবাদ করা, ধান-চাউল-গম উৎপাদন করা ও ফসল সঞ্চয় করা, ইঁদুর হইতে সতর্ক থাকাও ঠিক ততটাই জরুরী। নতুবা ইঁদুরের দল গোলার সমস্ত ফসল টানিয়া লইয়া যাইবে। এজন্যই আমাদের বুযুর্গানেদ্বীন কোরআন ও হাদীছের আলোকে তাকওয়ার তাকীদ করেন এবং তাক্ওয়ার গুরুত্ব শিক্ষাদান করেন। (তাকওয়া অর্থ, সর্বপ্রকার গুনাহ বর্জন করা, গুনাহ হইতে বিরত থাকা।) এবাদত যদি অল্পও হয়, কিন্তু লোকটি মোত্তাকী হয় (তাকওয়ার উপর থাকে) তাহা হইলে অবশ্যই সে ওলীআল্লাহ হইয়া যাইবে।

কেহ যদি নফল বেশী না-ও পড়ে, রাতভর তাহাজ্জুদ না-ও পড়ে। শুধু এশার নামায পড়িয়া ঘুমাইয়া যায় এবং ফজরের নামায জামাআতের সহিত আদায় করে। সেই-সঙ্গে কিছু কোরআন তেলাওয়াত করে এবং অল্প কিছু যিকির করিয়া নেয়। কিন্তু কোন গুনাহ্ করে না। সকল গুনাহ হইতে দূরে থাকে, সব সময় নফছের উপর সর্তক নজর রাখে। তবে অবশ্যই লোকটি আল্লাহর ওলী।

ইহার বিপরীতে এক লোক রাতভর তাহাজ্জুদ পড়ে, কিন্তু সকালবেলা যখন দোকানে গেল, সেখানে মাল খরিদ করার জন্য কোন এক টেডী আসিল। সে ঐ টেডীর উপর ষ্টাডী শুরু করিয়া দিল। অর্থাৎ তাহার উপর কুদৃষ্টি করিল। কখনও তাহাকে আপা ডাকিল। কখনও খালাম্মা বানাইল। মজা নিয়া নিয়া তাহার সহিত আলাপ-সালাপ করিতে থাকিল। এই লোক কিছুতেই ওলীআল্লাহ হইতে পারে না। পাপ কাজের দ্বারা নেক কাজের সমস্ত নূর ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব, হে বন্ধুগণ, তাক্ওয়ার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার এবং তাকওয়ার উপর কায়েম থাকার জন্য সযত্ন চেষ্টা করা অত্যন্ত জরুরী।

সকলের প্রতি সদাচার ও মঙ্গলকামিতা

যাক, আমি আরয করিতেছিলাম যে, সমস্ত মানুষ, সমস্ত মাখ্লূক আল্লাহ্র পরিবার সদৃশ। তাই আল্লাহর সবচেয়ে বড় ওলী ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র কোন মাখ্লূককে কষ্ট না দেয়। আন্তরিকভাবে সকলের শুভাকাঙ্খী, সকলের সহিত সদাচারী হইয়া থাকে। এমনকি, কাফেরের সঙ্গেও সদাচার, সদ্ব্যবহার করে। অর্থাৎ কাফেরের বেলায়ও আল্লাহপাকের হুকুমের প্রতি খেয়াল রাখে। তাই কোন কাফের-নারীর সঙ্গেও যিনা করা জায়েয নাই। শয়তান কোন কোন লোককে ধোকা দেয় যে, সে ত কাফের, গণীমতের মাল। অতএব, লুটপাট করিয়া নিয়া যাও। এই শ্রেণীর লোকেরা (নফছের ধোকায় পড়িয়া) এ বিষয়টিকে জেহাদের সহিত তুলনা করে। মনে করে, জেহাদের সময় কাফের-মেয়েদিগকে বন্দী করা হয় এবং গণীমতের মাল স্বরূপ মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া

হয়। (তদ্রুপ, জেহাদ কালীন অবস্থা ছাড়াও হয়তঃ আমরা তাহা করিতে পারি।) অবশ্য, ইসলামের এ বিধানটি পরবর্তীতে রহিত হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক চুক্তির কারণে দাস-দাসী বানানোর প্রথাটি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সারকথা এই যে, কোন কাফের-নারীর প্রতিও কুনজর করা জায়েয নয়, যিনা-ব্যভিচার জায়েয নয়। আল্লাহর প্রতিটি মাখ্লূকের হক্ ও অধিকার সংরক্ষণ করা, (যে-কাহারও হকের প্রতি খেয়াল রাখা) মুসলমানের দায়িত্ব।

সাহাবাগণের সিরিয়া বিজয়ে তাক্ওয়ার প্রভাব ঃ

সাহাবাগণ যখন সিরিয়া বিজয়ের অভিযানে যাইতেছিলেন তখন খৃষ্টানগণ তাহাদের সুন্দরী মেয়েদিগকে রাস্তার পাশে-পাশে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে যে, মুসলিম সৈন্যগণ যখন ইহাদের প্রতি কুদৃষ্টি করিবেন, ইহাতে তাহাদের ঈমান দুর্বল হইয়া যাইবে। ফলে, আল্লাহর মদদ সরিয়া যাইবে (এবং ইহাদের অভিযান ব্যর্থ হইয়া যাইবে)। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন্চীফ মুজাহিদদের সম্মুখে এই আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিলেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

(হে নবী, আপনি মোমেনদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন স্বীয় দৃষ্টি নিম্নদিকে রাখে।

সেমতে উক্ত বাহিনীর সকল সাহাবীগণ দৃষ্টি নীচু করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া গেলেন। কেহই কোনও খৃষ্টান মেয়ের সৌন্দর্যের প্রতি একটি বারও তাকাইয়া দেখেন নাই। ঐ মেয়েরা ফিরিয়া গিয়া তাহাদের পিতা-মাতার নিকট বলিল, আপনপারা আমাদিগকে যে উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য অর্জনে আপনারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছেন। আরে! তাঁহারা তো সব ফেরেশতা আর ফেরেশতা! তাঁহাদের কেহ আমাদের প্রতি চোখ তুলিয়াও দেখেন নাই।

সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সদাচার

অতএব, আমার দোস্তগণ, আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী ও সদাচারী থাকুন। আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে দোআর মধ্যে শামিল করুন। তবে তাহা কিভাবে ? এভাবে বলুন, হে আল্লাহ, সমস্ত কাফেরদিগকে ঈমান নসীব করিয়া দিন। যেমন কোন নালায়েক পুত্রের জন্য তাহার পিতার নিকট অনুরোধ করা হয় যে, আপনি ইহার প্রতি দয়া করুন। তদ্রূপ, আপনি আল্লাহর নিকট বলুন, আয় আল্লাহ, দুনিয়ার সমস্ত কাফেরদেরকে ঈমান নসীব করিয়া দিন। আর ঈমানদারদের জন্য দোআ করুন, হে আল্লাহ্, সকল ঈমানদারকে আপনি তাকওয়া নসীব করিয়া দিন, আপনার খাছ ওলী বানাইয়া নিন। আয় আল্লাহ, বিপদগ্রস্তকে বিপদমুক্ত করিয়া দিন। যাহারা অসুস্থ আছে, তাহাদিগকে সুস্থ করিয়া দিন। এমনকি, পিপীলিকাদের জন্যও দোআ করুন যে, আয় আল্লাহ, গর্তের মধ্যে পিঁপড়াদের উপরও রহমত বর্ষণ করিয়া দিন। মৎস্যকুলের জন্যও দোআ করুন যে, আয় আল্লাহ, সাগরে-নদীতে পুকুরে-নালাতে যত মাছ আছে, উহাদের প্রতিও রহ্মত নাযিল করুন।

আল্লাহর ওলীদের ত ইহাই কাজ ছিল যে, তাহারা সকল মাখলূকের মঙ্গল কামনা করিতেন, সকলের প্রতি দয়াদ্র থাকিতেন, সকলের এক্‌রাম করিতেন, কদর ও সম্মান করিতেন। দেখুন, আপনার যদি কাহারও সহিত বন্ধুত্ব থাকে, তবে আপনি তাহার বিড়ালেরও এক্‌রাম করেন, তাহার কুকুরেরও এক্‌রাম করেন। উহাদের প্রতি মায়া-দয়া করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সমস্ত মাখ্‌লূকের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সদাচারী হইয়া যায়, আল্লাহ্‌পাক তাহাকে নিজের প্রিয়পাত্র বানাইয়া নেন।

তাই, কোন নারীর প্রতি কুদৃষ্টি করিবেন না। কোন কাফেরের প্রতিও কুদৃষ্টি করিবেন না। সকল মানুষের সহিত, সকল সৃষ্টির সহিত মঙ্গলকামী ও সদাচারীর পরিচয় দিন। ইন্‌শাআল্লাহ, তাহা হইলে খুব তাড়াতাড়ি আপনি আল্লাহপাকের প্রিয়জন হইয়া যাইবেন। (যদি সকলের ক্ষেত্রে নিজেকে 'মোখলেছ' প্রমাণ করিয়া দেন তবে অবশ্যই আপনি এ মহা সম্মানে ভূষিত হইবেন। এখানে মোখলেছ্ অর্থ, আন্তরিকভাবে হিতাকাংখী, সদাচারী ও মঙ্গলকামী।) হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন–

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ وَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ

"সমস্ত মাখ্‌লূক (সৃষ্টি) আল্লাহর পরিবার। আর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পরিবার-পরিজন তথা তাহার মাখ্‌লূকের সহিত সদাচার করে।"

বোবা মাখ্‌লূকের কারণে এক ওলীর সহিত আল্লাহ্‌র আচরণ

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানভীর বিশিষ্ট খলীফা হযরত ডাক্তার আবদুল হাই ছাহেব (রহ.) একদা বলিতেছিলেন যে, একবার হযরত পীরানী ছাহেবা হযরত হাকীমুল উম্মতকে বলিলেন, আগামী কাল আমি আমার এক আত্মীয়-বাড়ীতে যাইতেছি। আপনি সকাল আটটা বাজে আমার মুরগীগুলি ছাড়িয়া দিবেন এবং কিছু দানা-পানি খাইতে দিবেন। হযরত থানবী পরের দিন তাহা ভুলিয়া গেলেন এবং প্রাতঃভ্রমণের পর খান্‌কায় আগমন করিলেন। প্রত্যহ আনুমানিক ষাটটি (এছ্‌লাহী) চিঠি আসিত। উহার মধ্যে বড় বড় আলেমদের চিঠিও থাকিত। তিনি সবগুলি চিঠির উত্তর লিখিতেন। আজ উত্তর দিতে চাহিতেছেন, কিন্তু কি লিখিবেন, কিছুই তাহার মাথায় আসিতেছেনা। তাফসীর বয়ানুল-কোরআন লিখিতে চাহিতেছেন, কিন্তু কিছুই লিখিতে পারিতেছেননা। কিছুই যেহেনে আসিতেছে না। কলম থামিয়া গিয়াছে। অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে শুরু করিয়াছে

তিনি আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করিলেন, আয় আল্লাহ, আশরাফ আলীর দ্বারা কোন্ অপরাধ হইয়া গিয়াছে, দয়া করিয়া তাহা বুঝিবার তওফীক দান করুন, যেন আমি তাহা হইতে তওবা করিয়া লইতে পারি। বস্, অন্তরের মধ্যে

এক এল্‌হামী আওয়ায আসিল, হে আশরাফ আলী,.....

হযরত থানবী বলিতেন, যখন আল্লাহর সহিত সম্পর্ক গভীর হইয়া যায় তখন অন্তরে আসমান হইতে আওয়ায আসিতে শুরু করে যে, ইহা কর, ইহা করিও না।

تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے

অর্থঃ হে মাওলা ! তোমার মত এমন বন্ধু, এমন প্রাণের সাথী আর নাই। তোমার-আমার মধ্যে গোপনে-গোপনে কত কথা হয়, কিন্তু উহার কোন আওয়ায নাই।

সর্বদমের সাথী তুমি, প্রাণের প্রিয় সাথী,
শব্দ বিহীন গোপন কথা শুনবে কে কান পাতি ?

যাক, হযরতের অন্তরের মধ্যে আওয়াজ আসিল (শব্দবিহীন এল্‌হাম আসিল), হে আশরাফ আলী, তুমি আমার কিছু বোবা জীবকে আটকাইয়া রাখিয়াছ। তোমার স্ত্রীর মুরগীগুলি খাঁচার মধ্যে কষ্ট পাইতেছে। আটটার জায়গায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। এক ঘন্টা যাবত উহারা ছটফট করিতেছে। তোমার কারণে আমার এ জীবগুলি কষ্টের মধ্যে আছে। এমতাবস্থায় কিভাবে আমি তোমাকে আসমানী এলেম দান করিব ? কিভাবে তোমার দ্বারা এই হালতে সরকারী কাজ নেওয়া যাইতে পারে ? যাও, তাড়াতাড়ি মুরগীগুলিকে ছাড়িয়া দাও। (হযরত থানভী দৌড়াইয়া গেলেন। খান্‌কাহ্‌ হইতে গিয়া মুরগীগুলি ছাড়িয়া দিলেন। তাড়াতাড়ি কিছু দানা খাইতে দিলেন, পানি পান করাইলেন। যখন ফিরিয়া আসিয়া আবার লিখিতে বসিলেন, অন্তরের মধ্যে এল্‌ম্‌ জারী হইয়া গেল, আসমানী এল্‌মের আগমন ফের চালু হইয়া গেল।

স্ত্রীর উপর নির্যাতন আল্লাহ্‌র গযবের কারণ হয়ঃ

বন্ধুগণ, আপনারা মুরগীদের কষ্ট সম্পর্কিত এই ঘটনা শুনিতেছেন! অথচ, আজ আমরা আমাদের স্ত্রীদিগকে কষ্ট দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া রাখিয়াছি। বলুন, আমরা কি-পরিমাণ আল্লাহর গযব ও রোষানলে পতিত হইতেছি? আজ ত আমি এ বিষয়েই কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম। আল্লাহপাকের মেহেরবাণী যে, ইহার সহিত উপরোক্ত বিষয়গুলিও বয়ান হইয়া গেল। এখন আমি মূল আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে আমাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে সুপারিশ করিয়া বলিতেছেন–

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

অর্থঃ " তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচারের সহিত জীবন যাপন কর ।

বলুন, দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি আপনাকে এই মর্মে পত্র দেয় যে, হে অমুক,

তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সদাচার করিবে। কারণ, তোমার স্ত্রী আমার মেয়ের সহপাঠীনি। উহারা একসাথে পড়াশুনা করিয়াছে। বলুন, অতঃপরও আপনি তাহার উপর কোন নির্যাতন করিতে পারিবেন ?

বাঘকে ভয় করি, অথচ–

আমার ভাই, একটি বাঘ আসিয়া যদি আপনার পাশাপাশি হাটিতে শুরু করে এবং আপনাকে বলে, আজ যদি কোন মেয়ের দিকে তাকাও তবে, আমি শুধু একটু 'হুঁ' শব্দ করিব যাহা শুনিয়া তোমার কঠিন পায়খানা মুহূর্তের মধ্যে লিকুইড হইয়া যাইবে, তখন আপনি কি করিবেন ? দুই হাতে স্বীয় চোখ-মুখ ঢাকিয়া বলিবেন, হে বাঘ, দয়া করিয়া আমার প্রতি তুমি কুধারণা করিও না, আমি কিন্তু কাহারও প্রতি কুদৃষ্টি করিতেছি না।

হায় ! একটি সৃষ্টজীবকে আমরা এতটা ভয় করি, (অথচ, শক্তিধর এ জীবের স্রষ্টাকে আমরা ভয় করিতেছি না!)

চিড়িয়াখানায় সিংহের ভয়ে ছুটাছুটি !

আমি সিন্ধুর হায়দারাবাদে সিংহ দেখিতে গিয়াছিলাম। আমার বাঘ ও সিংহ দেখার বড় শখ। বিশেষ করিয়া ঐ সিংহ যাহার দাড়ি আছে এবং বাব্‌রি চুলও আছে। দেখিলে মনে হয়, যেন কোন এক পীর সাহেব হুযূর। আল্লাহর কি ইচ্ছা, সংশ্লিষ্ট চাকর সেদিন সিংহের খাঁচার দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। মাইকে ঘোষণা করা হইল, চিড়িয়াখানায় যত লোক আছেন, সকলে দ্রুত সরিয়া পড়ুন। কারণ, সিংহ এখন খাঁচার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। যেকোন মুহূর্তে যেকোন লোকের উপর হামলা করিতে পারে। বিশ্বাস করুন, এই ঘোষণা শোনার পর ঐ সকল বৃদ্ধ বৃদ্ধ মানুষ যাহারা লাঠি ভর দিয়া খুব কষ্ট করিয়া হাটিতেছিল,তাহারা সকলে এত জোরে দৌড়াইতেছিল যে, ঐ দৌড় দেখিয়া হরিণও শরমিন্দা হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ পর আবার ঘোষণা করা হইল, সিংহ খাঁচার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। খাঁচার ভিতর গোশত দেওয়া হইয়াছিল, উহা দেখিয়া সিংহ ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে এবং বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দেখুন, সিংহকে আমরা এতটা ভয় করি। তাহা হইলে যিনি সিংহের সৃষ্টিকর্তা, তাহাকে কিরূপ ভয় করা উচিত ? সিংহ যখন গর্জন শুরু করে তখন মাটি পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠে। তাহা হইলে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহপাক যখন ধম্‌কি দিবেন, তখন কিরূপ আওয়াজ হইবে ? কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে হুকুম হইবে خذوه ইহাকে ধর فغلوه এবং শিকলে আবদ্ধ কর।

ثم الجحيم صلوه

অর্থঃ অতঃপর তাহাকে জাহান্নামে ঢুকাইয়া দাও।

হায়, যখন জলদগম্ভীর শব্দে এই হুকুম হইবে, তখন কি ভয়াবহ অবস্থা হইবে! কেমন হইবে সেই কিয়ামতের দিন ! আজ আমরা নফ্ছের হারাম মজার জন্য ষাঁড়ের মত যেকোন ক্ষেতে মুখ দিতে প্রস্তুত। অথচ ইহার পরিণাম যে কি হইবে সেই চিন্তা আমাদের নাই।

বৃদ্ধা-স্ত্রীরও কদর করা চাই

হাঁ, আমি বলিতেছিলাম, আল্লাহপাক নিজেই সুপারিশ করিতেছেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সহিত ভাল ব্যবহার কর, চাই সে যুবতী হউক কিংবা বুড়ী, চাই তাহার মুখে দাঁত থাকুক কিংবা না-ই থাকুক। বরং বৃদ্ধা হইয়া যাওয়ার পর তাহার প্রতি আরও বেশী খেয়াল রাখিও। যখন ভরা যৌবন ছিল তখন তাহাকে খুব ভালোবাসিয়াছ। আজ যখন দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, গাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে ঘৃণা করিতেছ ? ইহা ঠিক নয়। বুড়ীর প্রতি খেয়াল রাখ। কারণ, তোমার সঙ্গে থাকিয়াই সে বুড়ী হইয়াছে। যদি তাহার মাথায় ব্যাথা করে, তবে ঔষধ নিয়া আস। তাহার সহিত সদয় আচরণ কর, তাহাকে মায়া-মমতা কর।

দিল্লীর বুড়া-বুড়ীর মহব্বত

হযরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহী (রহ.) বোখারী শরীফ পড়ানোর সময় জীবনভর একই কাহিনী বারবার শুনাইতেন। অন্য কোন কাহিনী তাঁহার স্মরণও ছিল না। ছাত্ররা যখন পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইয়া পড়িত তখন বলিতেন, আচ্ছা ভাই, একটা কিচ্ছা শোন।

তাঁহার ছাত্র ছিলেন কাহারা ? শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব (রহ.)এর পিতা মাওলানা ইয়াইহ্য়া ছাহেব (রহ.), আমার শায়খের ওস্তাদ মাওলানা মাজেদ আলী জৌনপুরী (রহ.), বিশ্ববিখ্যাত আলেম শায়খুল-হিন্দ মাওলানা মাহ্মূদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.) প্রমুখ বুযুর্গানেদ্বীন। সকলে ঐ কিচ্ছা শুনিয়া খুব হাসিতেন।

কিচ্ছাটি ছিল এই যে, দিল্লীতে এক বুড়া-বুড়ী দম্পতি বসবাস করিত। তাহাদের কোন সন্তান ছিল না। আশি বৎসরের বুড়া, আশি বৎসরের বুড়ী। উভয়ে একই লেপে ঘুমাইত। এত বেশী মহব্বত ছিল তাহাদের মধ্যে। বুড়া মিয়া বুড়ীর অনুমতি ব্যতীত পেশাবও করিতনা। প্রস্রাবের বেগ হইলেই বলিত, "বুড়ী গো, আমি মূত্বো" (অর্থাৎ প্রস্রাব করিবো।) বুড়ী বলিত, "হাঁ হাঁ, মূতিয়া লও।" হযরত গঙ্গুহী এতটুকু বলিয়া চুপ হইয়া যাইতেন। চেহারায় একটু মুচকি হাসির চিহ্নও দেখা যাইত না। ওদিকে ছাত্ররা হাসিয়া খুন হইয়া যাইত।

সুন্দরী-অসুন্দরী সব আল্লাহর কলমে লেখা

কোন কোন লোকের মনে এই দুঃখ যে, হায়, আমার পিতা-মাতা ভুল করিয়াছেন। ফলে, যেরূপ সুন্দরী দরকার ছিল, তাহা আমি পাই নাই। মা ভুল

নির্বাচন করিয়াছেন। মায়ের চোখে ছানি পড়িয়াছিল। এগার নম্বর চশমা পরিয়া গিয়াছিলেন মেয়ে দেখিতে। মাকেও সে বকা-ঝকা করিতেছে যে, এগার নম্বর চশমা পরিয়া গিয়া ধোকা খাইয়া আসিয়াছে।

এ ব্যাপারে আমি ইহা আরয করিতে চাই যে, প্রতিটি জোড়াই আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্ধারিত। খোদার লেখার বাহিরে কিছুই হয় না। আল্লাহপাক যার কিস্‌মতে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন উহার উপর রাযী থাক। বেহেশতের মধ্যে দুনিয়ার এই স্ত্রীদিগকে হূরের চেয়ে অধিক সুন্দরী বানাইয়া দেওয়া হইবে।

দুনিয়ার স্ত্রীরা বেহেশতের মধ্যে হূরের চেয়ে সুন্দরী

আল্লামা আলূছী (র.) তাফসীর রূহুল মাআনীর ২৭ নং পারায় সূরা আর-রাহ্‌মানের ব্যাখ্যায় একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন যে, আম্মাজান হযরত উম্মে-ছালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হা) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, বেহেশতের মধ্যে হূর অধিক সুন্দরী হইবে, নাকি মুসলিম রমণীগণ ? হযরত উম্মে-ছালামাহ্ (রা.) এই প্রশ্ন করিয়া কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মেয়েদের উপর এহ্‌ছান করিয়া গিয়াছেন। বড় উপকার করিয়া গিয়াছেন। আপনারা এই হাদীছ অবশ্যই ঘরের মেয়েদিগকে শুনাইয়া দিবেন, যাহা আখতারের নিকট শুনিয়া যাইতেছেন।

তিনি সমস্ত মেয়েদের উকীল হইয়া প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। কারণ, মেয়েরা ইহাই দেখিয়া থাকে যে, সাধারণতঃ পুরুষলোকেরা যেদিন রাস্তায় কোন সুশ্রী মেয়েকে দেখে, সেদিন স্ত্রীর দিকে ভালভাবে দেখে না। দেখিলেও খানিকটা দৃষ্টি নীচু করিয়া দেখে। ইহা কুদৃষ্টির পাপের পরিণতি। বিরিয়ানী দেখার পর ডালের দিকে তাকাইতে ইচ্ছা করে না।

এক মজার ঘটনা

ডাল প্রসঙ্গে এক মজার ঘটনা মনে পড়িল। জনৈক কবি যে গোশতের প্রতি খুব আসক্ত ছিল, সে তাহার স্ত্রীকে বলিতেছিল–

پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال سمجھ لو اسی دن مرا انتقال

অর্থঃ যেদিন তুমি অড়লের ডাল রান্না করিবে, সেদিনই আমার মৃত্যু মনে করিবে।

আমলের নূরে সুন্দরী হইবে

তো হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, হে উম্মে সালামাহ্, বেহেশতে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, وبم ذاك؟ ইহা কিসের বদৌলতে ? হুযূর বলিলেন, হূরেরা নামায পড়ে নাই, রোযা রাখে নাই, স্বামীর খেদমত করে নাই, সন্তান প্রসবের কষ্ট স্বীকার করে নাই। আর মুসলিম নারীরা নামায পড়িয়াছে, রোযা রাখিয়াছে, হজ্ব করিয়াছে, স্বামীর খেদমত করিয়াছে. সন্তান প্রসবের কষ্ট

সহ্য করিয়াছে। তাই, বিভিন্ন প্রকার নেক আমলের নূরে তাহাদের চেহারা খুবই সুন্দর ও জ্যোতির্ময় হইয়া যাইবে। হাদীছের ভাষা এরূপ–

بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ اَلْبَسَ اللّٰهُ وُجُوْهَهُنَّ النُّوْرَ

তাহাদের নামায, রোযা ও বিভিন্ন এবাদতের ফলে আল্লাহপাক তাহাদের চেহারায় নূর দান করিবেন।

এই নূর হূরদের মধ্যে থাকিবে না। আল্লাহপাক যাহাকে নিজের নূরের জ্যোতি দিয়া জ্যোতির্ময় করিয়া দিবেন, তাহার সৌন্দর্য কিরূপ হইবে ?

দুনিয়া ত মুসাফিরের রেলষ্টেশন

দুনিয়ার এ জিন্দেগী মাত্র কয়েক দিনের। সফরের সময় রেলষ্টেশনে যদি ভাল চা না পাওয়া যায় তখন লোকে বলে, আরে ভাই, যাহা পাইয়াছ পান করিয়া নাও, চাই তাহা গরম পানিই হউকনা কেন। সর্দি-কাশি দমনের কাজ ত কিছু করিবে ? বাড়ীতে গিয়া ভালো চা পান করিবে।

অদ্রূপ, দুনিয়াও একটা রেলষ্টেশন। এখানে স্ত্রী যেমনই পাইয়াছ, কষ্ট হইলেও তাহাকে নিয়াই জীবন কাটাইয়া দাও। বেহেশতের মধ্যে এই স্ত্রীকেই হূরের চেয়েও বেশী সুন্দরী বানাইয়া দেওয়া হইবে। এমন যেন না হয় যে, স্ত্রী কম-সুন্দরী হওয়ার দরুন সর্বদা তাহাকে খোঁটা দাও, তিরস্কার কর, বিভিন্ন ভাবে তাহার উপর নির্যাতন কর। চিন্তা কর, যদি তোমারই মেয়ে কম-সুন্দরী হইত, তবে তুমি কি কামনা করিতে ?তুমি কি ইহা পসন্দ করিতে যে, জামাতা তাহার উপর নির্যাতন করুক ? বল হে বন্ধুগণ, আখতার যে প্রশ্ন করিতেছে, বুকের উপর হাত রাখিয়া উত্তর দাও। তোমার মেয়ে যদি অসুন্দরী কিংবা কম-সুন্দরী অথবা গরম-মেযাজী হয় তবে তুমি কি ইহাই কামনা করিবে যে, জামাতা তাহাকে মারধর করিতে থাকুক? ডাণ্ডা মারুক, গালি-গালাজ করুক ? এবং এরূপ বলুক যে, ইহা আমার কপালের লিখন যে, তোর মত মেয়ে আমার ভাগ্যে জুটিয়াছিস? মেথরানী এবং সুইপারনী কোথাকার ?

জনৈক শেঠ আমার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, হুযূর, আমার মেয়ের জন্য একটি তাবীয দিন। মেয়েটার খুব মেযাজ, খুব গোস্বা। যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে, জানিনা তাহার হাতে কত মার খাইবে।

দেখুন, মেয়ের এখনও বিবাহ হয় নাই, অথচ বাপ তাহার জন্য কত চিন্তা করিতেছে। বন্ধুগণ, আমাদের স্ত্রীরাও তো কাহারও মেয়ে ? নিজের মেয়ের জন্য যখন তাবীয নিতেছেন, তবে নিজের স্ত্রীর প্রতিও অনুরূপ দরদ ও আন্তরিকতা থাকা জরুরী কিনা ? আমার বন্ধুগণ ! আমার সম্মানিত মুরব্বীগণ! আপনার জামাতা যদি আপনার মেয়ের উপর নির্যাতন করে, তাহার দিকে চাহিয়া না দেখে, অথবা কোন কথার জন্য তাহাকে রাগ করে, তখন তা আপনার কাছে কেমন লাগে ?

স্ত্রীর প্রাণের জ্বালা

কখনও এমন হয় যে, স্বামী ঘরে আসার পর স্ত্রীর মনে আগ্রহ জাগে স্বামীর সহিত কিছু সময় কাটাইতে, কিছু কথা বলিতে। অথচ সে তখন ঘরের এক কোণে তস্‌বীহ নিয়া বসিয়া আছে। সারাটা দিন অভাগিনী আপনার অপেক্ষায় ছিল, আপনার পথের দিকে চাহিয়া ছিল, কখন আসিবে আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী। আপনি দোকানে গ্যাস ভরাইতে ছিলেন। কাপড় বিক্রি করিতেছিলেন, মাদ্রাসা বা স্কুলে পড়াইতেছিলেন কিংবা ক্ষেতে-খামারে অথবা অফিস-আদালতে কাজ করিতেছিলেন। এদিকে ব্যথাভরা প্রাণে দিনভর সে অপেক্ষমান ছিল, এখন আসিবে আমার স্বামী। প্রিয় স্বামীকে কাছে পাইয়া আমি আমার প্রাণ জুড়াইব, প্রাণের জ্বালা নির্বাপিত করিব। অথচ, আপনি ঘরে আসিয়া তসবীহ নিয়া বসিয়া গেলেন। আপনাকে দেখিয়া বাবা বায়েযীদ বোস্তামী, বাবা ফরীদুদ্দীন আত্তারও হয়তঃ মাথা নীচু করিবেন। তদুপরি, ঘরেও প্রবেশ করেন আপনি এমন ভাবে যে, চক্ষু দুইটি বন্ধ, গভীর মনোযোগে তসবীহ পাঠে রত, যেন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী তশরীফ আনিতেছেন। বলুন, ইহাকে বলে স্ত্রীর হক আদায় করা ? ইহাই কি প্রাপ্য স্ত্রী-জাতির তাদের প্রিয় স্বামীদের নিকট ?

প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম মুচ্‌কি হাসির সহিত অন্দর মহলে

আম্মাজান হযরত আয়েশা ছিদ্দীকাহ্ (রা.) বলেন, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যখন ঘরে তশরীফ আনিতেন তখন তিনি মুচ্‌কি হাসি-মুখে তাশরীফ আনিতেন। চক্ষু বন্ধ করিয়া আরশে-আযমের উপরই থাকিতেন না। যমীনের অধিবাসীদেরও হক আদায় করিতেন। অথচ, সবসময় তিনি উম্মতের জন্য কত চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। সবসময় কাফেরদের সহিত মোকাবিলা করিতে হইত। এক জেহাদ শেষ হইল। এখনও তলোয়ার রাখারও মওকা হয় নাই। ইতিমধ্যে আর এক জেহাদের ঘোষণা হইয়া গেল। কিন্তু, এতদসত্ত্বেও কখনও এমন হয় নাই যে, তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার চেহারা-মোবারকে মুচ্‌কি-হাসি ছিল না।

স্ত্রীদের ব্যাপারে বেদ্বীন ও দ্বীনদারদের অপরাধ

স্ত্রীর নিকট যাওয়ার সময় মুচ্‌কি হাসির সহিত যাওয়া, হাসিমুখে সাক্ষাত করা, এই সুন্নত আজ ছুটিয়া গিয়াছে। যাহারা বেদ্বীন, তাহারা বড় বড় মোচের মধ্যে তাও দিয়া চোখ লাল করিয়া মুখ ভার করিয়া ফেরআউন সাজিয়া ঘরে আসে, স্ত্রী যাহাতে তাহার ভয়ে ভীত থাকে। যেন তাহাকে কোন কিছু বলিতে সাহস না পায়। তাই, স্ত্রীর মনে ভয় বিস্তার করার জন্য নমরূদ আর ফেরআউন হইয়া ঘরে আসে। পক্ষান্তরে, যাহারা দ্বীনদার লোক তাহারা আসে বাবা বায়েযীদ বোস্তামী, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী এবং বাবা ফরীদুদ্দীন আত্তারের ছূরতে। মোরাকাবার সহিত, ধ্যানমগ্ন হইয়া, চক্ষু বন্ধ করিয়া এমন ভাবে ঘরে আসেন, যেন তিনি আরশে-মোআল্লায় আছেন। মাটির পৃথিবীর কোন কিছুই ত তিনি জানেন না!

স্ত্রীর সহিত অবস্থান, সদালাপ এবং সহাস্য সাক্ষাতও এবাদত

উল্লেখিত উভয় শ্রেণীর জীবনধারাই সুন্নতের পরিপন্থী। অতএব, স্বীয় স্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময় মুখে মুচকি-হাসি মাখিয়া যান, স্ত্রীর সহিত আলাপ করুন। তখন তো জনাব, তসবীহ পড়ার চেয়ে স্ত্রীর হক্ আদায়ের মধ্যে, স্ত্রীকে ভালবাসা দানের মধ্যে বেশী ছাওয়াব। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ঐ মানুষ যে তার স্ত্রীর সহিত উত্তম ব্যবহার করে। অথচ, আমাদের অবস্থা হইল, আমরা বন্ধু-বান্ধবের সহিত খুব হাসি-আনন্দ করিব, মজার মজার গল্প শুনাইব। আর স্ত্রীর কাছে গেলেই এক গম্ভীর প্রকৃতির বুযুর্গ বনিয়া যাইব! ঠোঁট-মুখ এমন কুঞ্চিত, যেন আদৌ হাসিতে জানে না। আর ঐ অভাগিনী একদম হতবাক যে, আয় আল্লাহ, সারাদিন আমি অপেক্ষায় ছিলাম, রাত্রে যখন প্রিয় স্বামী আসিবে, তাহার সাথে আমি কত কথা বলিব, হাসি-আনন্দ করিব। অথচ তিনি ত এখন যেন এক দিব্য পাথরের মূর্তি!

বন্ধুগণ! স্ত্রীর সঙ্গে হাসা, কথাবার্তা বলা, খোশ-আলাপ করা, আনন্দ-ফূর্তি করা– সবই এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। রাতভর জাগিয়া নফল এবাদতে লিপ্ত থাকা, অথচ নিজের স্ত্রীর সহিত কথাবার্তা না বলা, কিছু সময় অতিবাহিত না করা– ইহা সাহাবায়ে-কেরামের সুন্নতের পরিপন্থী। তাঁহাদের সুন্দর জীবনাদর্শের বিপরীত।

জনৈক অল্প বয়সী সাহাবীর নিকট গিয়াছিলেন একজন মুরব্বী-বয়সের সাহাবী। উনি এবাদত শুরু করিয়া দিলেন। তখন বুযুর্গ সাহাবী বলিলেন–

إِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"নিশ্চয় তোমার মেহ্মানেরও হক আছে তোমার উপর।"

আমি তোমার মেহ্মান। অতএব, আমার সহিত কিছু সময় অতিবাহিত কর, কথাবার্তা বল। অতঃপর বলিলেন– إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا "নিশ্চয় তোমার বিবিরও হক্ আছে তোমার উপর।" অতএব, যাও, স্বীয় বিবির হক্ আদায় কর। মহব্বতের সহিত সঙ্গে থাক, দুইজনে আপসে কথাবার্তা বল।

স্ত্রীদের পক্ষে রব্বুল-আলামীনের সুপারিশ

হাঁ, আমার বন্ধুগণ, আমি আরয করিতেছিলাম, হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন, আল্লাহপাক পূর্বোক্ত আয়াতের মধ্যে স্ত্রীদের সহিত সদ্ব্যবহার করার জন্য স্বামীদের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। খোদার সুপারিশ প্রত্যাখ্যানকারীদের সম্পর্কে হযরত হাকীমুল-উম্মত কি বলিয়াছেন তাহা শুনিয়া রাখুন। আমার কথা নয়, হযরত থানবীর কথা। হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী (রহ.) স্বীয় যমানার মোজাদ্দেদ ছিলেন। তিনি বলেন, যাহারা নিজের স্ত্রীর উপর নির্যাতন করে, খারাপ ব্যবহার করে এবং আল্লাহপাকের এই সুপারিশ প্রত্যাখান করে, সে লজ্জা-শরমহীন এক বেগায়রত পুরুষ।

কারণ, স্ত্রীলোক দুর্বল। সে তোমার অধীনে আছে, তোমার আয়ত্তে আছে। তাহার বাপ-ভাই সকলে দূরে আছে। তদুপরি, দুই-তিন সন্তানের পর তো আরও দুর্বল ইহয়া যায়। আর পুরুষ সাহেব তো আণ্ডা খাইয়া-খাইয়া মোটা-সোটা হইতে থাকেন, আর কথায়-কথায় স্ত্রীকে ডাণ্ডা মারিতে থাকেন। নিজের শক্তি দেখান ঐ অবলা-দুর্বলাকে। কারণ, এই দর্শান যে, ভাই, তাহার আচরণ দেখিয়া গোস্বায় আমি পাগলের মত হইয়া যাই। তাহাকে বলি, তোয়ালেটা পরিষ্কার করিয়া দাও, সে তা করে না। আজও বলিয়াছিলাম তোয়ালেটা ধুইয়া দিতে। কিন্তু ধুইল না।

স্ত্রী কি গৃহপরিচালিকা ?

আমি বলিব, আমার ভাই, আপনি কি স্ত্রীকে গৃহপরিচারিকা বা কর্মচারিণী মনে করিয়াছেন ? আপনার তোয়ালেটা আপনি ধুইয়া নিন। স্ত্রী কি আপনাকে এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, সে আপনার কাপড়চোপড় ধুইতে থাকিবে? আপনার কাপড় আপনি ধুইয়া নিন। খবরদার ! তাহার উপর নির্যাতন করিবেন না। গোস্বার চোটে পাগল হইবেন না। বেসামাল হইবেন না।

আমার এক বন্ধু আছে করাচীতে। তিনি বলেন, যাহারা বলে আমার খুব গোস্বা ! গোস্বায় আমি পাগল হইয়া যাই, বিবেক-বুদ্ধি হারাইয়া ফেলি, তাহাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। গোস্বা কখনও পাগল হয়না। বরং গোস্বা বড় বুদ্ধিমান চীজ। গোস্বা দুর্বলের বেলায় পাগল হইয়া যায়। আর প্রতিপক্ষকে সবল দেখিলে হুঁশ সম্পূর্ণ বহাল। একসের শক্তিওয়ালা আধা-সের শক্তিওয়ালার উপর খুব গোস্বা ঝাড়ে। কিন্তু ঠিক ঐ মুহূর্তেই যদি মোহাম্মদ আলী ক্লের মত সোয়া-সের শক্তিওয়ালা তাগড়া একজন আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায় এবং ঘুষি মারার জন্য উদ্যত হয়, গোস্বা তখন কি বলে ? মা'ফ করিয়া দিন, দয়া করিয়া মাফ করিয়া দিন। দস্তুরমত হাত জোড় করিয়া বিনয়াবনত এক বিড়ালের দৃশ্য!

কোথা হইতে আসিল এখন এই বুদ্ধি ? কিছুক্ষণ পূর্বেই তো একেবারে পাগল ছিলে ? বোঝা গেল, গোস্বায় কেহ পাগল হয় না। এসব হইল আহাম্মকী আর যতসব বোকামীপূর্ণ বচন।

জেদ্দা হইতে ক্রোধের চিঠি ও কিছু দাওয়াই

তবুও আমি রাগ বা ক্রোধের প্রতিকার বলিয়া দিতেছি। জেদ্দা হইতে আমার নিকট করাচীতে একটি পত্র আসিয়াছিল এই মর্মে যে, আমি, আমার স্ত্রী ও সন্তানাদি– আমাদের সকলের মধ্যেই রাগ-জেদ খুব বেশী। ফলে, সমস্ত ঘরটাকে একটা আযাবপুরী মনে হয়। আমি তাহাকে লিখিয়াছি, যখন দস্তরখান বিছানো হয় এবং সকলে খাইতে বসে তখন সাত বার বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম পড়িয়া খাদ্যদ্রব্যের উপর দম করিবেন। (ফুঁক দিবেন)। এমন ভাবে ফুঁক দিবেন যেন মুখের সামান্য কিছু ছিটা পড়িয়া যায় ঐ খাদ্যদ্রব্যের উপর। খুব সামান্য পরিমাণ। এক-আধ বিন্দু পরিমাণ। এমন না হয় যে, এক তোলা থুথুই ঢালিয়া

দিয়া বস। তাহা হইলে তখন ঐ খানা খাইবে আর কেহ? মোল্লা আলী কারী (রহ.) মেরকাত শরহে-মেশকাতে خُرُوْجُ الْبُزَاقِ مِنَ الْفَمِ এর কথা লিখিয়াছেন– অর্থাৎ দম করার সময় খাদ্যদ্রব্যের উপর মুখের লালার সামান্য কিছু ছিটা যেন পড়িয়া যায়। জেদ্দার লোকটি পরামর্শ মোতাবেক আমল করিয়া এক মাস পর পত্র লিখিয়াছে, 'আলহামদু লিল্লাহ', আল্লাহপাকের রহ্মান ও রাহীম নামের বরকতে ঘরের সকলের ভিতর মমত্ব ও কোমলতা পয়দা হইয়া গিয়াছে। ক্রোধ দূরীভূত হইয়াছে। আমাদের সকলের মেযাজ এখন নরম। সত্যি আল্লাহর নাম বহুত বড় নাম।

বুযুর্গদের সহিত পরামর্শ তো কর

বন্ধুগণ ! বুযুর্গদের সহিত পরামর্শ তো কর। আজ আমরা বুযুর্গদের সহিত, আল্লাহর ওলীদের সহিত বা ওলীদের গোলামদের সহিত সম্পর্ক-সম্বন্ধ বর্জন করিয়া বসিয়াছি। নিজেই নিজের চিকিৎসা করি। (নিজেই নিজের বিভ্রান্ত বিবেকের আলোকে সমাধান বাহির করি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।) এমতাবস্থায় ইহা দ্বারা উপকার হইবে কিভাবে ? চারিত্রিক বা আত্মিক এমন কোন রোগ নাই যাহা নিরাময় হইবে না, যাহা হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। আপনি জিজ্ঞাসা ত করিয়া দেখুন, আমল ত করিয়া দেখুন। কাহারও মধ্যে যদি সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের পাপের অভ্যাসও থাকিয়া থাকে, তবে পরামর্শ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্র রহ্মতে যদি রাগ ভালো না হয় তখন বলিবেন যে, লোকটা সেদিন কি বলিতেছিল মসজিদের মধ্যে !

কিন্তু মনে রাখিবেন, রোগী নিজে নিজে ভালো হয় না। চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। তাই, সুন্নত-শরীঅতের অনুসারী বুযুর্গদের সোহ্বত ও খেলাফতপ্রাপ্ত রূহানী চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণ করুন। ইনশাআল্লাহ, গুনাহ ছুটিয়া যাইবে।

স্বামীর ভালবাসার প্রতি ক্ষুধার্তের বেদনা

যাক, আমি বলিতেছিলাম, যাহারা স্ত্রীর উপর নির্যাতন করে. ঠিক ঐ মুহূর্তে যদি মোহাম্মদ আলী ক্লের মত শক্তিশালী কয়েক ভাই আসিয়া পড়ে এবং বলে, কেন আমাদের বোনের উপর এরূপ নির্যাতন করিতেছ ? তখন দেখা যাইবে কিভাবে নির্যাতন কর।

বন্ধুগণ, আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহপাক আসমান হইতে দেখিতেছেন যে, আমার বান্দীকে কিভাবে রাখিতেছে, তাহার সহিত কি ব্যবহার করা হইতেছে। স্ত্রীলোকের মন এত নাজুক হয়, আপনি যদি তাহাকে একটু ধমক দিয়া বলেন যে, আজ আমি খুবই ক্লান্ত। তোমার কি ? তুমি ত সারাদিন পড়িয়া থাক। বস্, এতটুকুর কারণে সে রাতভর কাঁদিতে থাকিবে। কোনক্রমেই ঘুম আসে না। তাহার কান্না ও প্রাণের বেদনা আকাশে পৌঁছিতে থাকে। তাহার বুক ফাটিয়া যায়

যে, ইয়া আল্লাহ, আমি ত তাহার মায়া-ভালোবাসার ক্ষুধার্ত ছিলাম, ঘরে আসিয়া সে আমার সঙ্গে হাসি-মুখে দুইটা কথা বলিবে। সে ত এত ক্লান্ত- শ্রান্ত হইয়া আসে যে, সাথে সাথে ঘুমাইয়া যায়।

জনাব স্বামী ঘুমাইতেছেন, আর ওদিকে ঐ অবলা মেয়েটি কাঁদিয়া খুন হইতেছে। আল্লাহপাক তাহার চোখের পানি দেখিতে থাকেন। এমন নিষ্ঠুর ও যালেম স্বামীদিগকে আমি আযাবে আক্রান্ত দেখিতে পাইয়াছি।

নির্যাতিতার বেদনার আগুনের প্রতিক্রিয়া

এক লোক ত শুধু এই কারণে যে, স্ত্রী কালো ছিল, চেহারা খারাপ ছিল, ছয় সন্তানের মা হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র নফসের দাসত্বের শিকার হইয়া স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিয়াছে। ইহা কোন শোনা-কাহিনী নয় বরং আমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনা। তাহার বক্তব্য এই ছিল যে, আমার মা ভুল করিয়াছিল। তাহাকে নিয়া আমি জীবন যাপন করিতে পারিব না। আমি এখন কোন সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করিব। স্ত্রী বলিল, আমি যদি এতই অপসন্দনীয় ছিলাম, তবে এই ছয়-ছয়টি সন্তান কোথা হইতে আসিয়া গেল ? আপনি আমাকে শুরুতেই তালাক দিয়া দিতেন, তাহা হইলে অন্য কোথাও আমার বিবাহ সহজ হইত। এখন ত আমাকে ছয় সন্তানের জননী বানাইয়া তারপর তালাক দিতেছেন। উত্তরে স্বামী বলিল, আমি এত কিছু বুঝি না। আমি নিরুপায়। আমি বাধ্য। আমার আর ধৈর্য্য হইতেছে না। এখন আমি কোন রূপসী মেয়ের সঙ্গে বিবাহ করিব। মহিলাকে সে তিন তালাক দিয়া দিল। ঐ মহিলা ছয়টি সন্তান সঙ্গে নিয়া যখন ঐ ঘর হইতে বাহির হইল তখন সে দৃষ্টি তুলিয়া একবার আকাশের দিকে তাকাইল, আর তাহার বুক ফাটিয়া এই ফরিয়াদ বাহির হইল–

ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر

"হায়, আমার অবর্ণনীয় এই দুঃখের কথা আমি কাহাকে শুনাই ? হে আকাশ ! হে আকাশের মালিক ! আমি শুধু তোমার দিকেই চাহিয়া থাকিলাম।

অতঃপর লোকটি দ্বিতীয় বিবাহ করিল। খুব সুন্দরী এক নারীকে বিবাহ করিয়াছিল। ছয় মাসও অতিবাহিত হয় নাই, ইতিমধ্যে সে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় দশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিল। বিছানায় মল-মূত্র ত্যাগ করিত। ঐ মেয়েটি এই বলিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল যে, এমন লোকের সহিত কিভাবে আমি জীবন যাপন করিব।

মযলূমের বদ্‌দোআ ভয়ঙ্কর

তাই বলি, হে বন্ধু, কাহারও বুকে আঘাত দিওনা। কাহারও প্রতি যুলুম করিওনা। কাহারও বদ-দোআ খরিদ করিওনা। বোখারী শরীফের হাদীছ, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন–

اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ

"মযলূমের বদ্‌দোআকে ভয় কর। কারণ, মযলূমের বদ-দোআ ও আল্লাহপাকের মাঝখাকে কোন পর্দা থাকে না।"

জনৈক আল্লাহর ওলী এ সম্পর্কেই বলিয়াছেনঃ

بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن اجابت از درحق بہر استقبال می آید

মযলূমের বেদনার্ত ফরিয়াদকে ভয় কর। কারণ, মযলূম যখন ফরিয়াদ করে তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে 'কবুলিয়ত' খোদ আগে বাড়িয়া উহাকে গ্রহণ করে।"

হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ

" তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রবান তাহারা যাহারা নিজের স্ত্রীর সহিত ভাল ব্যবহার করে, তাহাদের সহিত মায়া-দয়া করিয়া চলে এবং তাহদের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে।"

জীবনসঙ্গীনির ভুল–ত্রুটি ক্ষমা করার পুরস্কার

হাকীমুল-উম্মত মোজাদ্দেদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, জনৈক মজদুর একটি মুরগী খরিদ করিয়া আনিল। ঘি ও মসলাপাতিও নিয়া আসিল। বড় মেহনত করিয়া, দেহের রক্ত পানি করিয়া পয়সা উপার্জন করিয়াছিল। তাহা দ্বারাই মুরগী-মসলা ইত্যাদি আনিয়াছিল। কিন্তু রান্না করার সময় স্ত্রীর হাতে লবণ খুব বেশী পড়িয়া গিয়াছিল। এত বেশী লবণ যে, কোনক্রমেই তাহা খাওয়া গেলনা। সে পানি পান করিয়া উঠিয়া গেল। কিন্তু কিছুই বলিল না। ভদ্র মানুষ ছিল। আল্লাহ্‌ওয়ালা ছিল। ভাবিল, আমার মেয়ের হাতে যদি এরূপ ঘটনা ঘটিত, লবণ এত বেশী মাত্রায় পড়িয়া যাইত, তবে নিশ্চয় আমি কখনও ইহা চাহিতাম না যে, জামাতা তাহাকে জুতা মারুক, অপদস্থ করুক। তদ্রূপ, আমার স্ত্রীও তো কাহারও মেয়ে।

বন্ধুগণ, আমরা আমাদের মেয়েদের জন্য তাবীয চাই যে, মাওলানা সাহেব, এমন একটা তাবিজ দিন যেন জামাতা আমার মেয়েকে মায়া-মহব্বতের সাথে রাখে, কোন ভুল-ত্রুটি হইয়া গেলে মাফ করিয়া দেয়। গালি না দেয়, জুতা না মারে। মেয়ের সহিত কখনও গাল ভার করিয়া না থাকে। হাসি মুখে কথা বলে এবং সুখে-আরামে রাখে। বলুন ভাই, আমরা এরূপ তাবিজ নিই কিনা আমাদের মেয়েদের জন্য ? তবে বলুন, আমাদের ও আপনাদের যে স্ত্রী আছে, তাহারা কি কাহারও মেয়ে নয়? নাকি তাহারা আকাশ হইতে পতিত হইয়াছে ? অতএব, তাহাদের বেলায়ও ঠিক অনুরূপই চিন্তা করুন যে, তাহাদের মা-বাবার মনে কত

বড় আঘাত লাগে যখন তাহারা গিয়া বলে, আপনার জামাতা আমার সহিত ভালো ব্যবহার করে না, আমাকে কষ্ট দেয়, নির্যাতন করে।

ক্ষমার বদলে আসমানী ক্ষমা

বন্ধুগণ, ঐ মজদুর স্বীয় স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া তাহাকে মাফ করিয়া দিল এবং বলিল, হে আল্লাহ, সে ত আপনার বান্দী। মাত্র কিছুদিনের জন্য তাহার ও আমার এই জিন্দেগী। কয়েক দিন পর না আমি থাকিব, না সে থাকিবে। সকলে কবরে শায়িত থাকিব। আয় আল্লাহ ! আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমি তাহাকে আপনার বান্দী মনে করিয়া তাহার এই ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিলাম। হাকীমুল-উম্মত মোজাদ্দেদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) তাঁহার ওয়াযের মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই লোকটির ইন্তেকালের পর জনৈক আল্লাহ্ওয়ালা তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভাই, আল্লাহপাক তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন ? সে বলিল, আমার তো বড় ভারী গুনাহ ছিল। কিন্তু আল্লাহপাক বলিলেন, একদিন তুমি আমার বান্দীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলে। উহার বিনিময়ে আজ আমি তোমাকে ক্ষমা দান করিলাম।

অপরাধ ক্ষমার জন্য স্বয়ং রব্বুল-আলামীনের সুপারিশের ঘটনা

হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্হু) স্বীয় ভাতিজার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন তাহারই এক আচরণের ফলে। তিনি কসম করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, আর কখনও তাহাকে আমি কোনরূপ সাহায্য দিব না এবং জীবনে কোনদিন তাহার সহিত কথা বলিব না।

যেহেতু হযরত মেছ্তাহ্ বদ্রী-সাহাবী ছিলেন, আল্লাহপাক তাঁহার পক্ষে সুপারিশ নাযিল করিলেন। কারণ, আল্লাহপাক একবার যাহাকে মকবূল বানাইয়া নেন, কখনও তাহাকে মর্দূদ করেন না। (মকবূল মানে প্রিয়, গৃহীত। আর মর্দূদ অর্থ তিতাড়িত।) আমরা তো একজনকে বন্ধু বানাইয়া আবার তাহাকে ত্যাহ্যও করিয়া দিই। কারণ, আমরা বন্ধু বানানোর সময় ভবিষ্যত সম্পর্কে জানিনা যে, আসলে সে এই বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিবেনা। পক্ষান্তরে, আল্লাহপাক তাহাকেই বন্ধু বানান যাহার সম্পর্কে তিনি জানেন যে, ভবিষ্যতেও সে বন্ধু হইয়া থাকিবে এবং বন্ধুর মত চরিত্র লইয়া চলিবে। কারণ, তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তাই আল্লাহ্পাক সুপারিশ নাযিল করিলেন–

اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ

মর্মার্থ ঃ হে আবূ বকর সিদ্দীক ! তুমি কি ইহা পসন্দ করনা যে, তুমি আমার এই বান্দাকে মাফ করিয়া দিবে, যে একজন বদরী-সাহাবী ? বদরের প্রান্তরে সে আমার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে। তাহাকে আমি আমার বন্ধু রূপে গ্রহণ করিয়াছি।

তাহার দ্বারা অবশ্যই একটা ভুল-কাজ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিতেছি। তুমি কি ইহা চাওনা যে, তুমি তাহাকে মাফ করিয়া দিবে এবং ইহার ফলে কিয়ামতের দিন আল্লাহপাক তোমাকে মাফ করিয়া দিবেন ?

হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রা.) তখন বলিয়া উঠিলেন–

وَاللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ

"আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি চাই যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহপাক যেন আমাকে ক্ষমা করিয়া দেন। তাই, আমি মেছ্তাহকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। এবং তাহাকে আমি পূর্বের চেয়েও বেশী সাহায্য দান করিব।

পিঁপড়ার সহিত এক ওলীর আচরণ

হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.) এক জায়গায় বসিয়া উযূ আরম্ভ করিলেন। অতঃপর সেখান হইতে উঠিয়া দ্বিতীয় এক জায়গায় গিয়া বসিলেন। একটু পর সেখান হইতেও উঠিয়া গেলেন এবং তৃতীয় এক জায়গায় গিয়া বসিলেন।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হযরত, আজ আপনার এইরূপ করার কারণ কি ? তিনি বলিলেন, উভয় জায়গাতেই পিঁপড়া ছিল। পানির কারণে উহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। উহাদের আত্মীয়-স্বজনরা একে অন্যকে হারাইয়া ফেলিত। ইহাতে পিঁপড়াদের কষ্ট হইত। বস্তুতঃ ইনিরাই আল্লাহওয়ালা, যাঁহারা পিঁপড়াকেও কষ্ট দেন না।

স্ত্রীর প্রতি ক্ষমা ও উদারতার মনোহারী যুক্তি

বন্ধুগণ, তাই বলি, নিজ নিজ স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাহিয়া নিন। এখন তো সহজ। কিন্তু কিয়ামতের দিন বড়ই কঠিন দিন হইবে। তাহাকে বলুন যে, যদি তুমি আমার দ্বারা কোন কষ্ট পাইয়া থাক, গোস্বায় কোন কিছু বলিয়া থাকি, আমাকে তাহা মাফ করিয়া দাও।

কেহ যদি বলেন যে, স্ত্রীরাও তো আমাদিগকে কষ্ট দেয়। তবে শুনুন। যদি মেয়েদের সমাবেশ হইত, তাহা হইলে তাহাদের সম্মুখে আমি আপনাদের পক্ষে কথা বলিতাম। তাহাদিগকে বুঝাইতাম যে, নিজের স্বামীর ইজ্জত কর। স্বামীকে অসন্তুষ্ট করিওনা। নতুবা তোমাদের কোন ইবাদত কবুল হইবে না। কিন্তু এখন তো আমি আপনাদেরকেই পাইয়াছি আমার নাগালের মধ্যে। তাই মোকদ্দমা এখন আপনাদের বিরুদ্ধেই চলিতেছে। উদ্দেশ্য এই যে, পুরুষদের পক্ষ হইতে তাহাদের যত হক নষ্ট হইয়াছে, উহার যেন প্রতিকার ও প্রতিবিধান হইয়া যায় এবং স্ত্রীদের সহিত পুরুষগণ সদাচার করিতে শুরু করেন।

সেইসঙ্গে স্ত্রীর খারাপ ব্যবহার ও বিভিন্ন প্রকার জ্বালাতন সহ্য করা সম্পর্কে দুইটি ঘটনা শুনাইতেছি। যাহার মধ্যে এই উপদেশ রহিয়াছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীকে জ্বালাতন করে, তাহার মেযাজে গোস্বা থাকে, তিতা-তিতা কথা বলার অভ্যাস থাকে, তবে আপনি তাহা সহ্য করিয়া নিন। ইহার ফলে আপনি

আল্লাহপাকের প্রিয়জন হইয়া যাইবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আপনার মেয়ে যদি কটুভাষিণী হয়, কিন্তু জামাতা পাইয়াছেন আপনি ভদ্র। আপনার মেয়ে আসিয়া আপনাকে বলিল, আমি তাহার সহিত কটু কথা বলি, কষ্ট দিই, বিভিন্ন ভাবে বদ-মেযাজী করি। কিন্তু আব্বা, আপনার জামাতা তো ফেরেশ্‌তা। একেবারে ফেরেশতা। কখনও কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করে না। টু শব্দটিও করে না। বরং মুচকি হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। বন্ধুগণ, আমাদের সকলেরই বুকের মধ্যে একটি দিল্ আছে। দিলের উপর হাত রাখিয়া বলুন, এই মেয়েটির আব্বার দিলে তখন কেমন লাগিবে ? তাহার দিল্ কি ইহা চাহিবে না যে, আজ যদি আমার কোন বিল্ডিং থাকিত, তবে জামাতার নামে লিখিয়া দিতাম। প্রাইভেট গাড়ী থাকিলে জামাতাকে উপহার স্বরূপ দিয়া দিতাম।

অনুরূপ, আল্লাহপাকের যে সকল বান্দীরা কটুভাষিণী হয়, রূক্ষস্বভাবী কিংবা বদ-মেযাজ হয়, যাহারা তাহাদের তিতা ব্যবহার ও তিতা কথাবার্তা সহ্য করে, তো রব্বুল-আলামীন এমন বান্দাদের প্রতি এরূপ সন্তুষ্ট হন যে, তাহাদিগকে তাআল্লুক মাআল্লাহ্ তথা আল্লাহর সহিত খাছ সম্পর্কের সুউচ্চ আসন দান করিয়া দেন। এমন লোকদেরকে আল্লাহপাক অনেক বড় ধরনের ওলী বানাইয়া নেন।

এখন ঘটনা দুইটি শুনাইয়া আমি আমার বয়ান সমাপ্ত করিতে চাই। আমার ইচ্ছা ছিল, সংক্ষিপ্ত বয়ান করিব। কিন্তু আপনাদের বরকতে বিভিন্ন কথা আসিতে থাকিয়াছে। ইহাও চিন্তা করুন যে, করাচী হইতে এই এলাকার দূরত্ব কি পরিমাণ ? সুদূর করাচী হইতে বারবার এখানে আসা সহজ ব্যাপার নয়। না আপনাদের জন্য আমার যবানকে বারবার পাওয়া সম্ভব, না আমার জন্য আপনাদের কানকে বারবার পাওয়া সম্ভব। যবান করাচীর, কান সাউথ আফ্রিকার। অতএব, সময় কিছু বেশী হইয়া গেলে ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে ? আমার মোর্শেদ হযরত শাহ্ আবদুল গণী ফুলপূরী (র.) বুযুর্গদের দুইটি ঘটনা শুনাইয়াছিলেন। এখন তাহা শ্রবণ করুন ;

স্ত্রীর দুর্ব্যবহার সহ্য করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ ঃ

হযরত মির্যা-মাযহার (রহ.)এর ঘটনা

এক বুযুর্গ ছিলেন, যাঁর নাম হযরত মির্যা মাযহার জানে-জানাঁ (র.)। তিনি এত নাযুক-স্বভাবী ছিলেন যে, একদা তাঁহার দরবারে এক বাদশাহ আগমন করিলেন এবং পানি পান করিয়া পানির পেয়ালাটি সুরাহীর উপর বাঁকা ভাবে রাখিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি ধৈর্য ধারণ করিলেন। যদিও ইহাতে তাঁহার মাথাব্যথা শুরু হইয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পর বাদশাহ বলিলেন, হুযূর ! যদি অনুমতি দেন, তবে আপনার খেদমতের জন্য আমি একজন চাকর দিতে আগ্রহী। তাহার বেতন আমি রাজভাণ্ডার হইতে প্রদান করিব। তিনি বলিলেন. ভাই. এতক্ষণ তো আমি ধৈর্য্য

ধরিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আর সহ্য হইতেছে না। একজন বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে সুরাহীর উপর পেয়ালা রাখিতে হয় তাহা আপনি জানেন না। বেঢঙ্গা ভাবে পেয়ালা রাখিয়া আমার মাথাব্যথা ঘটাইয়া দিয়াছেন। এই যখন স্বয়ং আপনার অবস্থা, তবে আপনার চাকরের অবস্থা কি হইবে ? আমাকে ক্ষমা করুন। আমার জন্য কোন চাকর দিতে হইবে না। এত বেশি নাযুক ছিল এই বুযুর্গের মেযাজ-প্রকৃতি।

নামায পড়ার জন্য দিল্লীর জামে মসজিদে যাওয়ার পথে দেখিলেন, কোন একটি খাট বাঁকা ভাবে পড়িয়া আছে। অমনি তাঁহার মাথাবেদনা শুরু হইয়া গেল। গায়ে দেওয়ার লেপের কোন সেলাই যদি বাঁকা হইল, ইহা দেখিয়াও মাথা বেদনা হইত।

আল্লাহপাক তাঁহার অন্তরে এল্হাম করিলেন, হে মাযহার জানে-জানাঁ, তোমার মেযাজ বড় নাযুক। আমার এক বান্দী আছে খুবই কটুভাষিণী। যদি তুমি তাহাকে বিবাহ কর এবং তাহার দুরাচার-দুর্ব্যহার সহ্য করিয়া তাহার সহিত ঘর-সংসার কর; তবে সমস্ত পৃথিবীতে আমি তোমার ডঙ্কা পিটাইয়া দিব। তোমাকে আমি এত সম্মান দান করিব যে, সমগ্র বিশ্বে তোমার সুনাম ছড়াইয়া পড়িবে। তোমার দ্বারা আমি দ্বীনের বিরাট কাজ নিব।

তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া রওয়ানা হইয়া গেলেন এবং ঐ মহিলাকে বিবাহ করিলেন। তারপর তো দিন-রাত তার কতনা কটুকথা শ্রবণ করিতে থাকিলেন। কিন্তু ইহার বিনিময়ে দুনিয়াতেই তিনি কত বড় পুরস্কার লাভ করিলেন ? তাঁহার খলীফা হইতেছেন হযরত শাহ গোলাম আলী (রহ.)। শাহ গোলাম আলী (রহ.)এর খলীফা সিরিয়ার খালেদ কুর্দী (রহ.)। তাঁহারই সিল্সিলায় বায়আত হইয়াছিলেন তাফসীর রূহুল-মাআনীর লেখক আল্লামা সাইয়্যেদ মাহ্মূদ আলূসী বাগদাদী (রহ.)। তাঁহারই সিল্সিলায় দাখেল হইয়াছেন আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ.)। এই ভাবে আল্লাহপাক বিশ্বময় তাঁহার ডঙ্কা পিটাইয়া দেওয়াইয়াছেন।

একদিন এক তালেবে-এলেম বলিতে লাগিল, হযরত, আজ আমি আপনার বাসা হইতে আপনার জন্য খানা আনিতে গিয়াছিলাম। আপনার ঘর হইতে আপনার সম্পর্কে খারাপ ভাষায় অনেক কিছু বলিতেছিল। হযরত, কেন যে আপনি এমন একটা নারীকে বিবাহ করিয়াছেন। হযরত মির্যা মাযহার জানে-জানাঁ (রহ.) বলিলেন, আরে বেওকূফ, দিবারাত তাহার তিতা-ব্যবহার এবং কটু-কথা সহ্য করার ফলেই তো আল্লাহপাক আমাকে নিজের সহিত এত নিবিড় বন্ধন, এত বেশী নৈকট্য দান করিয়াছেন যে, আজ সমগ্র পৃথিবীতে আমার ডঙ্কা বাজিতেছে। আল্লাহপাক আমাকে এমন সম্মান দান করিয়াছেন যাহা আমি কোনদিন কল্পনাও করিতে পারিনাই। মানুষের নির্যাতন সহ্য করিলে আল্লাহপাক তাকে পুরস্কারও দেন অনেক বড় ধরনের।

স্ত্রীর উপর স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাব খাটানো নিষ্ফল, ধৈর্য ও সদাচারেই মঙ্গল

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ

এখন দ্বিতীয় ঘটনা শুনুন। এক বুযুর্গ আল্লাহপাকের নিকট দোআ করিলেন, আয় আল্লাহ, আমাকে কোন একটি কারামত দান করুন। আপনার এ বান্দী খুবই কটু কথা বলে। খারাপ ব্যবহার করে। যাহা আমি সহ্য করিতে পারি না। আপনি আমাকে কোন কারামত দান করিয়া দিন। যাহাতে সে আমাকে আপনার ওলী রূপে মানিয়া নিতে বাধ্য হয়। এবং তাহার অন্তরে আমার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পয়দা হইয়া যায়। ফলে, সে ওলী মনে করিয়া আমার বদ-দোআর ভয়ে আর আমাকে কষ্ট দিবে না।

আসমান হইতে আওয়াজ আসিল, তুমি তোমার খাটের উপর বস। অতঃপর আমি উহাকে হুকুম করিব তোমাকে সহ উড়িয়া যাওয়ার জন্য। খাট সহ তুমি তোমার স্ত্রীর মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাও। পরে গিয়া তাহাকে বলিও, দেখ, আজ আমি তোমাকে কেমন কারামত (অলৌকিক ঘটনা) দেখাইলাম! এখন তো আমাকে ওলী বলিয়া মানিয়া নাও এবং আর আমাকে নির্যাতন করিও না।

খাটের উপর বসিতেই খাট উড়িয়া যাইতে লাগিল। স্বীয় ঘরের আঙ্গিনার উপর দিয়া উড়িতেছিলেন। স্ত্রীকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কয়েক বারই উঠানের উপর দিয়া উড়িয়া গেলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তুমি কোন বুযুর্গ দেখিয়াছ কি ? স্ত্রী বলিল, আজ আমি এমন এক বুযুর্গ দেখিয়াছি যিনি আকাশে উড়িতেছিলেন। কয়েকবারই আমাদের আঙ্গিনার উপর দিয়া উড়িয়া গেলেন। বুযুর্গ তো ইনির মত মানুষকে বলে। আর তুমি তো খামখা এক নামের বুযুর্গ সাজিয়াছ। সর্বক্ষণ মাটির উপরই পড়িয়া আছ। কখনও এরূপ উড়িয়া দেখাইতে পারিয়াছ তুমি?

বুযুর্গ বলিলেন, আল্লাহর কসম, যাহাকে তুমি উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছ, সে তো আমিই ছিলাম। আল্লাহপাক আজ আমাকে এই কারামত দান করিয়াছেন। স্ত্রী তখন কি বলিতেছে ? আরে তওবা তওবা ! তাই তো আমি ভাবিতেছিলাম যে, টেড়া-বাঁকা হইয়া কেন উড়িতেছে?

দেখিলেন তাহার কাণ্ড ? যখন সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, ইহা তাহার স্বামীর ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গেই সে তাহার কারামত সম্পর্কে এমন মন্তব্য খাড়া করিয়াছে যাহা সবকিছু ভণ্ডুল করিয়া দিয়াছে।

জীবনসঙ্গীনির জ্বালাতন সহ্যকারীর উপর অবতীর্ণ হয় কত বড় রহমত

আর একটি ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। তাহাও শ্রবণ করুন। এক বুযুর্গ ছিলেন শাহ্ আবুল হাসান খেরকানী (রহ.)। তিনি ছাহেবে-কারামাত ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা অলৌকিক ঘটনা ও কার্যাবলী প্রকাশ পাইত। জনৈক মুরীদ হাজার মাইল দূর হইতে সফর করিয়া আসিয়াছিল তাঁহার সাক্ষাত লাভে জন্য। শায়েখ জঙ্গলে গিয়াছিলেন জ্বালানী-কাঠ সংগ্রহের জন্য। সে ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া হুযূরের স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, শায়েখ কোথায় ? গৃহের ভিতর হইতে আওয়ায আসিলঃ শায়েখ ? হাঁ, একটা পেরেক বটে। সে তো আদৌ কোন বুযুর্গ নয়। তোমরা অনর্থক তাহার ফাঁদে পড়িয়াছ। রাতদিন তাহার সঙ্গে আমি থাকি। তাহার সম্পর্কে আমি খুব জানি। তোমরা কি জান ?

এসব শুনিয়া লোকটি কাঁদিতে লাগিল যে, আয় আল্লাহ, ইনিকে বুযুর্গ মনে করিয়া হাজার মাইল দূর হইতে আমি এখানে আসিয়াছি। অথচ এই মহিলা কি বলিতেছে ? অতঃপর মহল্লাবাসীরা তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, এই মহিলা খুবই বদ-তমীয। ইহা তো এই বুযুর্গেরই কাজ যে, এত জঘন্য মহিলাকে তিনি সহ্য করিয়া নিতেছেন। যাও, জঙ্গলে গিয়া শায়েখকে তালাশ কর।

সে জঙ্গলে গিয়া দেখিল, শায়েখ আবুল হাসান খেরকানী (রহ.) সিংহের উপর বসিয়া আসিতেছেন। তাঁহার জ্বালানী-কাঠের বোঝা সিংহ নিজের পিঠের উপর বহন করিয়া আনিতেছে। তাঁহার হাতে একটি সাপের লাঠি। অর্থাৎ সাপকে তিনি লাঠি হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন।

তিনি ঐ লোকটিকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, মনে হয় তুমি আমার বাড়ী হইতে আসিতেছ। তোমার চেহারা মলিন দেখা যাইতেছে। আমার স্ত্রীর মুখে কষ্টদায়ক কিছু শুনিয়াছ বলিয়া মনে হইতেছে। তাহার ব্যাপারে তুমি মন খারাপ করিও না। তাহাকে যে আমি সহ্য করিয়া তাহার সহিত ঘর করিতেছি এবং দিনরাত তাহার তিতা-তিতা কথা বরদাশত করিতেছি, উহারই বরকতে আল্লাহপাক আমাকে এই কারামত দান করিয়াছেন যে, এই নর-সিংহ আজ আমার আয়ত্তাধীন। উহাকে আমি বেগার খাটাইতেছি। বিনা পারিশ্রমিকে সে আমার কাজ করিয়া দিতেছে। প্রতিদিন আমি উহার দ্বারা লাকড়ীর বোঝা বহন করাইয়া আমার বাড়ী পর্যন্ত নিয়া যাই। আর আল্লাহপাক আমাকে এই সর্প-বেত্রও দান করিয়াছেন। সিংহ যখন না হাঁটে, তখন এই সাপের বেত্র দ্বারা তাহাকে আঘাত করি।

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র.) এই ঘটনা তাঁহার মস্‌নবী শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন। এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি একটি ছন্দ উল্লেখ করিয়াছেন। মাওলানা শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রহ.) খুব ভাবগ্রস্ত হইয়া ছন্দটি পাঠ করিতেন। ছন্দটি এই–

زنجیر می کشید ے بار زن ے کشید ے شیر نر بیار من

অর্থঃ শাহ্ আবুল হাসান খেরকানী (রহ.) বলিতেনঃ আমার ধৈর্য্যশক্তি কটুভাষিণী মহিলাকে যদি সহ্য করিয়া না লইত, ছবরের সহিত তাহার দুর্ব্যবহারের বোঝা সমূহ যদি বরণ করিয়া না লইতাম, তবে, এই নর-সিংহ কি আজ কিছুতেই আমার বেগার খাটিত ? এভাবে আমার বোঝা বহন করিয়া ফিরিত ? এই নেআমত আল্লাহপাক বিবির নির্যাতনের উপর ছবরের ওছীলাতেই দান করিয়াছেন।

বন্ধুগণ, অতএব, আমি ইহাই আরয করিতেছি যে, সর্বদা স্ত্রীদের সহিত ভাল ব্যবহার করুন। তাহাদের সম্মুখে ভাল চরিত্র পেশ করুন। স্ত্রীর কটু কথা, কটু-যবানকে সহ্য করিয়া নিন। যখন সহ্য করিতে না পারেন, তখন কিছুক্ষণের জন্য ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবেন।

স্ত্রীর ত্রুটি ও অসদাচারের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের প্রিয় শিক্ষা

হযরত সা'দী শারাযী (র.) বলেন, স্ত্রী যদি তিতা কথাবার্তা শুরু করে, তখন তাহার মুখের মধ্যে একটি মিষ্টি ভরিয়া দাও। যাহাতে তাহার গালিও মিষ্টি-মিষ্টি হইয়া বাহির হয়। সাধারণ লোক স্ত্রীদিগকে ডাণ্ডা মারিয়া ঠিক করিতে চায়। অথচ, সত্য ইহাই যে, ডাণ্ডা মারিয়া তাহাদিগকে ঠিক করা যায় না। দেখুন স্বয়ং রাছূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

বোখারী শরীফের হাদীছ- اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ

মেয়েলোক হইল পাঁজরের বাঁকা হাড্ডির মত। কারণ, তাহাকে সৃষ্টিই করা হইয়াছে বাঁকা হাড্ডি দ্বারা। অতএব, তাহার মধ্যে কিছু-না-কিছু বক্রতা তো থাকিবেই।

اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا

যদি তুমি নারী নামক এই হাড্ডিকে সোজা করিতে চাও, তবে তুমি উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। অর্থাৎ বাড়িতে বাড়িতে তালাকের পর্যায়ে গড়াইয়া যাইবে।

وَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ

আর যদি তুমি তাহার দ্বারা উপকৃত হইতে চাও, তবে তাহার এই বক্রতাকে মানিয়া নিয়াই উপকৃত হইতে পারিবে।

নিজের পাঁজরের বাকা হাড়ের দ্বারা উপকৃত হইতেছ কিনা ? নাকি কখনও ডাক্তারের নিকট গিয়া দরখাস্ত করিয়াছ যে, ডাক্তার সাহেব, আমার বাঁকা হাড়টি সোজা করিয়া দিন। তদ্রূপ, স্ত্রীর ভিতর যে বক্রতা রহিয়াছে, উহা সহকারেও তাহার দ্বারা উপকৃত হইতে পার। এই অবস্থার মধ্যেই তাহার দ্বারা তুমি আরামও

পাইবে, সন্তানাদিও হইবে। হইতে পারে তাহার গর্ভ হইতে এমন কোন ওলীআল্লাহ জন্ম নিবে, রোজ-হাশরে যে তোমার জন্য মাগফেরাত ও নাজাতের ওছীলা হইয়া যাইবে।

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

আল্লাহপাক বলেন, কোন কোন বস্তুকে তোমরা না-পছন্দ কর। অথচ উহার মধ্যেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত থাকে।

তুমি ভাবিতেছ, তাহার ত নাক চেপ্টা। রং কালো। আমি সুন্দরী স্ত্রী চাই। কিন্তু হইতে পারে, আল্লাহপাক তাহার গর্ভে এমন কোন ওলী, হাফেয, আলেম সৃষ্টি করিয়া দিবেন, কাল-কিয়ামতে যে তোমার জন্য কল্যাণ ও মুক্তির ওছীলা হইবে। অতএব, সূরত দেখিতে যাইও না। কোন কোন যমীন কালো এবং খারাপ হয়। কিন্তু উহা হইতে উত্তম ফসলাদি উৎপন্ন হয়। অনেক কালো কালো মেয়েদের গর্ভ হইতে ওলীআল্লাহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আবার অনেক সুন্দরী নারীর গর্ভ হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে শয়তান ও দুষ্ট-দুরাচার।

অতএব, স্বীয় স্ত্রীকে হেয় মনে করিবেন না। রূপ লাবণ্যের চিন্তায় পড়িবেন না। সে যেমনই হউক, তাহাকে বরণ করিয়া নিন। তাহার সহিত জীবন কাটাইয়া দিন। যদি তাহার দ্বারা উপকৃত হইতে চান, তবে তাহারা বক্রতাকে সহ্য করিতেই হইবে। কারণ, বোখারী শরীফের এই হাদীছে বলা হইয়াছে وَفِيهَا عِوَجٌ অর্থাৎ তাহার মধ্যে বক্রতা বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ই তাহার সহিত ঘর-সংসার করিবে এবং তাহার দ্বারা উপকার লাভ করিবে।

আল্লামা কাছ্তালানী (র.) বোখারী শরীফের এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন–

فِيهِ تَعْلِيمٌ لِلْإِحْسَانِ إِلَى النِّسَاءِ وَالرِّفْقِ بِهِنَّ وَالصَّبْرِ عَلَى عِوَجِ أَخْلَاقِهِنَّ لِاحْتِمَالِ ضُعْفِ عُقُولِهِنَّ

অর্থঃ এই হাদীসে নারীদের সহিত সদাচার করার, নরম ব্যবহার করার এবং তাহাদের বক্র আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছবর করার ও সহ্য করার কথা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কারণ, তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দুর্বল।

যাহাদের বুদ্ধি-জ্ঞান দুর্বল হয় তাহারা জল্দি ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়ে। পুরুষদের মধ্যে এবং বাচ্চাদের মধ্যেও দেখিবেন, যাহাদের বুদ্ধি কম, তাহারা ঝগড়া-বিবাদে বেশী লিপ্ত হয়। মোটকথা, যেহেতু মেয়েদের বুদ্ধি-জ্ঞান কম, তাই তাহাদের ভুল-বিচ্যুতি, খারাপ ব্যবহার, কষ্টদায়ক আচরণ সবকিছু বরদাশত করিয়া নিন। দেখুন, এই হাদীছ শরীফের মধ্যে কত বড় শিক্ষা দান করা হইয়াছে যে, নারীদিগকে সোজা করার চেষ্টা করিও না। বরং তাহাদের বক্রতাকে বরদাশত করিয়া নাও।

ভদ্র ও অভদ্র স্বামীর পরিচয়

সর্বশেষে আর একটি হাদীছ শুনাইয়া আলোচনা সমাপ্ত করিতে চাই। অনেকেই হয়তঃ আজই ইহা প্রথম বার শুনিবেন। ইহা তাফসীর-রূহুল মাআনীতে উল্লেখিত আছে। যদি এখানে রূহুল-মাআনী থাকে, তবে ওলামায়ে-কেরাম যখন চান তখনই আমি তাহাদিগকে উহা দেখাইতে পারি। ইনশাআল্লাহ আমার কোন কথাই দলীল বিহীন হইবে না। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন–

يَغْلِبْنَ كَرِيْمًا

অর্থাৎ মেয়েদের স্বভাবই এমন হয় যে, স্বামী যদি ভদ্র হয়, সচ্চরিত্রবান হয়, সদাচারী হয়, প্রতিশোধ গ্রহণকারী না হয়, ডাণ্ডা না মারে, বরং ডাণ্ডা মারার স্থলে সে তাহাকে আণ্ডা ও মিরিণ্ডা খাওয়ায়, (দুর্ব্যবহারের স্থলে সুন্দর ব্যবহার করে), এমন ভদ্র স্বামীর উপর তাহারা জয়ী হইয়া থাকে। যেহেতু জানে যে, আমার স্বামী খুবই ভদ্র,সভ্য, উদার, কোন গালি দিবেনা, প্রতিশোধ নিবেনা, ফলে উহারা স্বামীর সহিত ঝাঁঝালো ভাষায় কথা বলে। যেমন গরম সুরে, খুব তেজে-তেজে বলিতে লাগিল, আমি তোমাকে এমন কাপড় আনিতে বলিয়াছি। অথচ তুমি আনিয়াছ কেমন ? আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম চপ্পল আনার জন্য। আর তুমি আনিয়াছ তোমার কপাল। আমি বলিয়াছিলাম তোমাকে কাপড় আনিতে। আর তুমি আনিয়াছ এই ছালা। বলিয়াছিলাম যে, ভাল দেখিয়া কিছু চায়ের কাপ আনিও। তুমি নিয়া আসিয়াছ কতগুলি মাটির চাড়া। ইত্যাদি। স্ত্রী লাগাতার তাহাকে কপাল, ছালা, চাড়া, আরও কতকিছু বলিয়া জব্দ করিয়া চলিয়াছে। অথচ, বেচারা-স্বামী নিশ্চুপ হইয়া শুধু মুচ্‌কি হাসিতেছে। (স্ত্রী হয়তঃ ঐ দৃশ্য দেখিয়া জেদে-খেদে আর একবার বলিয়া উঠিল, তোমার আছে শুধু ঐ হাসা।) হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর নূরে ভরা সেই ভাষাটি আর একবার স্মরণ করুন يَغْلِبْنَ كَرِيْمًا মেয়েরা ভদ্র-সভ্য স্বামীর উপর জয়ী হইয়া থাকে।

তিনি বলেন– وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيْمٌ আর নীচু-স্বভাবের লোকেরা স্ত্রীর উপর জয়ী হইয়া থাকে। (অর্থাৎ জেদ, বদ-মেযাজী, দুর্ব্যবহারের দ্বারা স্ত্রীর উপর চড়াও হইয়া থাকে।) জুতা মারিয়া লাঠি দ্বারা পিটাইয়া, নানা ভাবে বল প্রয়োগ করিয়া স্ত্রীর উপর পালোয়ান হইয়া থাকে।

স্বামীর সহিত অভিমান করাও স্ত্রীর অধিকার

নারী-বেচারী দুর্বল ও অসহায়। বাপ-ভাই কেহ তাহার নিকটে থাকে না। স্বামী তাহাকে একটা লাথি, দুইটা ঘুষি মারিয়া দিল। বেচারী বেদনাভারাক্রান্ত মনে অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া নীরব-নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ভয়ে-আতঙ্কে আর কখনও অভিমান করিতে সাহস পাইল না। স্বামীর উপর আর কোন দিন সে একটু জেদ-খেদ করিতে পারিল না। অথচ জেদ-অভিমান তাহার শরীঅত-প্রদত্ত

অধিকার। ইহার প্রমাণ শুনুন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, হে আয়েশা, যখন তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হও, আমি তাহা অনুভব করিতে পারি। আম্মাজান হযরত আয়েশা-ছিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্হা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, আমার মা-বাপ আপনার উপর কোরবান হইয়া যাউক, আপনি ইহা কিভাবে অনুভব করিতে পারেন যে, আমি আপনার উপর অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত হইয়া আছি ? হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, যখন তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট থাক তখন (কোন বিষয়ে কসম প্রসঙ্গে) তুমি বলিয়া থাক যে, হযরত ইবরাহীমের প্রতিপালকের কসম। তখন তুমি আমার নাম নাওনা। আর যখন আমার উপর সন্তুষ্ট থাক তখন বল, হযরত মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-এর প্রতিপালকের কসম। ইহা শুনিয়া হযরত আয়েশা হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি একদম ঠিক বলিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীদের কিছুটা জেদ-অভিমান করারও অধিকার আছে। অতএব, স্ত্রী যদি রাগ করিয়া মুখ ফুলাইয়া রাখে, সেজন্য তাহাকে কিল-ঘুষি মারিয়া পিষিয়া ফেলিতে যাইবেন না। বরং তাহার সহিত সদাচার ও সহানুভূতির ব্যবহার করুন। তাহার মনকে তুষ্ট করার চেষ্টা করুন।

নিজ হাতে একটি মিষ্টি তুলিয়া দিন তাহার মুখে

কখনও যদি সে অসন্তুষ্ট থাকে, তবে তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিন। জিজ্ঞাসা করুন যে, তোমার কি কষ্ট ? আমার দ্বারা কোনরূপ কষ্ট পাইয়া থাকিলে বা আমার দ্বারা তোমার কোন অধিকার পূরণে ত্রুটি হইয়া থাকিলে তাহা আমাকে বল। মিষ্টি নিবেন লুকাইয়া-ছাপাইয়া এবং চুপ-চাপ তাহার মুখে দিয়া দিবেন। স্ত্রীর মুখে লোক্মা তুলিয়া দেওয়া সুন্নত কিনা ? তাই, কখনও এই সুন্নতের উপরও তো আমল করিয়া নিন। তবে লোক্মা তুলিয়া দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, খুব মরিচ-ভরা ভর্তা মুখে দিয়া দিবে! যাহাতে মরিচের তেজে আমাশয়ই শুরু হইয়া যায়! হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন–

فَاُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ كَرِيْمًا مَغْلُوْبًا

অতএব, আমি ভদ্র-সভ্য হইয়া থাকিতে চাই। যদিও আমাকে এজন্য পরাজিত হইয়াই থাকিতে হউকনা কেন।

কে বলেন এই কথা ? সমস্ত নবীদের সর্দার হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। তিনি বলেন, আমি তো ইহাই পছন্দ করি যে, আমি সভ্য-শান্ত, নম্র-ভদ্র হইয়া থাকিব, যদিও এক্ষেত্রে আমাকে স্ত্রীদের সম্মুখে পরাজিত বা দুর্বল হইয়াই থাকিতে হয়। স্ত্রীরা যদি আমার সম্মুখে উচ্চ শব্দেও কথা বলে, কিন্তু আমার চরিত্রের উচ্চ-মিনারাকে তো আমি ভূলুণ্ঠিত হইতে দিব না। আমি আমার সদাচার ও সচ্চরিত্রের মিনারাকে উঁচু করিয়া রাখিব। ভদ্র, মহৎ ও উন্নত চরিত্রবান রূপে থাকিব। আমি তাহাদের সবকিছু সহ্য করিয়া নিব। আল্লাহর দাসী মনে করিয়া আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব।

وَلَا اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ لَئِيْمًا غَالِبًا

এবং আমি ইহা পছন্দ করি না যে, আমি অভদ্র, বদ-চরিত্র এবং নীচু স্বভাবী হইয়া তাহাদের উপর প্রবল ও বিজয়ী হইয়া থাকিব, অথচ আমার উন্নত চরিত্রে দাগ লাগিবে।

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত আম্মাজানদের অভিমানী আচরণ

একবার আমাদের আম্মাজানগণ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সহিত কিছুটা জোরে-জোরে কথা বলিতেছিলেন। খোরপোষ সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে হযরত উমর (রা.) সেখানে তশরীফ আনিলেন। তখন আম্মাজানগণ সকলে চুপ হইয়া গেলেন।

যেহেতু তিনি শুনিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, আজ কিছুটা তেজালো আওয়াজে কথাবার্তা হইতেছিল, তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন, হে আল্লাহর বান্দীগণ, হে আমার আম্মাজানগণ, কি আশ্চর্য যে, আপনারা আল্লাহর নবীর সঙ্গে তেজ-আওয়াজে কথা বলিতেছেন, অথচ ওমরকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছেন!

ইহা শুনিয়া আমাদের আম্মাজানেরা কি উত্তর দিয়াছিলেন ? আমাদের আম্মাগণ বলিলেন, হে ওমর, তুমি কঠোর-স্বভাবের লোক। আমাদের পালা তো রাহ্‌মাতুল-লিল-আলামীনের সঙ্গে। আমাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধ তো দয়াল নবীর সঙ্গে। তোমার স্বভাবে কঠোরতা আছে। কিন্তু আমাদের নবী তো কঠোর নন। তিনি তো কোমল, দয়ার সাগর, তিনি রাহ্‌মাতুল-লিল-আলামীন। সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য তিনি রহমত। তিনি আমাদের জেদ-অভিমান, রাগ-গোস্বা সহ্যকারী। আমাদের সবকিছু স্বীয় মহৎ গুণে বরণকারী। তাই তো আমরা তাঁহার সঙ্গে জেদ করি, অভিমান করি।

ছুবহানাল্লাহ ! কি কথা শুনাইয়া গিয়াছেন আমাদের আম্মাজানগণ আমাদিগকে (আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় রূহানী-আব্বাজান মুহাম্মাদুর-রাছূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সম্পর্কে।)

আজকালের অভাগিনী নারীরা কি দর্প বা অভিমান করিবে ঐ সকল নীচু-স্বভাবী স্বামীদের উপর যাহারা সামান্য একটা কথার জন্য মারধর আরম্ভ করে। আশ্চর্যের বিষয় তো এই যে, দিনভর যাহাকে মারধর করিল, রাত্রে তাহাকেই কোলে তুলিয়া চুম্বন করিতেছে। বলুন, ইহারা কি মানুষ, না পশু যে, সকালে তো ডাণ্ডা মারিতেছে, আর রাত্রিবেলা উচ্চ দরের মহব্বত পেশ করিতেছে ? দিনের বেলায় তো বাঘ, আর রাত্রিবেলায় একদম প্রেম-পাগল।

আমার বন্ধু ! হাঁ, আপনার স্ত্রীর যদি এমন কোন অবস্থা দেখেন যাহার সংশোধন জরুরী, যেমন, সে নামায পড়েনা, (কিন্তু আপনি সে-বিষয়ে নিরাপদ

রাস্তা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না), তবে আলেমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করুন যে, এ বিষয়ে আমি কি করিব। ফাযায়েলে-নামায কিতাবখানা তাহার শিয়রে রাখিয়া দিন। অথবা প্রত্যহ পড়িয়া শুনান। কিন্তু মারধর করার পথ ধরা ভাল নয়। যথাসম্ভব সহ্য করুন।

দ্বীনের ব্যাপারে কঠোরতা

অবশ্য যদি কোনরূপ কঠোরতারই প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে আমি নিষেধ করি না। কারণ, শরীঅতে কিছুটা অনুমতিও আছে। কিন্তু তা দ্বীনের ব্যাপারে। যেমন সে সিনেমা দেখিতে চাইলে সেক্ষেত্রে আপনি কঠোরতা প্রদর্শন করুন। যদি টিভি, ভিসিআর ইত্যাদি আনার জন্য ফরমায়েশ করে, তবে দ্বীনের ব্যাপারে আপনি মোটেই নরম হইবেন না। বলিয়া দিন যে, কখনও আমি টিভি, ভিসিআর আনিব না। কোন ক্রমেই কোন গুনাহের কাজ আমার ঘরের মধ্যে হইতে পারিবে না। যদি স্ত্রী বাচ্চাদের জন্য প্লাষ্টিকের কুত্তা-বিড়াল নিয়া আসে, তবে একটু হেকমতের সহিত কাজ করিবেন।

হেকমতের সহিত কঠোরতা

সেই হেকমত এই যে, আমি আমার (দক্ষিণ আফ্রিকার) বন্ধুগণকে পরামর্শ দিয়াছিলাম যে, স্ত্রী যদি দুই রেন্ মূল্যের প্লাষ্টিকের বিড়াল আনিয়া থাকে, তবে আপিন পাঁচ রেন্ মূল্যের এ্যারোপ্লেন নিয়া আসুন।

অর্থাৎ স্ত্রীর আনিত অবৈধ বস্তুটির চেয়ে ভাল ও দামী জিনিস যাহা শরীঅতে জায়েয আছে, প্রথমতঃ আপনি তাহা নিয়া আসুন। যেমন উড়োজাহাজ, রেলগাড়ী, বল, ইত্যাদি আনিয়া বাচ্চাদেরকে দিন। অন্যথায় আপনি যদি তাহাদিগকে কিছুই না দিয়া প্লাষ্টিকের বিড়ালের গলায় ছুরি চালাইয়া দেন, তাহা হইলে বাচ্চারা কান্নকাটি করিবে এবং স্ত্রী আপনার সহিত ঝগড়া করিবে যে, সেদিনও তো তুমি দাড়ি চাঁচিয়াছ, প্যান্ট-শার্ট পরিয়াছ। তাবলীগে এক চিল্লা লাগাইয়া এখন বড় একটা মাওলানা সাহেব বনিয়া গিয়াছ। তুমি বড় যালেম। তুমি বাচ্চাদের মনে আঘাত করিয়াছ। বাচ্চাগুলি চিত্ত বিনোদন করিত। তাহাও তোমার সহ্য হয় নাই।

অতএব, কোন জায়েয বস্তু, যাহা ভালো হয় বরং বেশী উত্তম হয়, যেমন খেলনা ইত্যাদি দ্বারা আগে বাচ্চাদেরকে খুশী করিয়া দিন। এজন্য মাল খরচ করুন। বখীলী করিবেন না। অতঃপর প্লাষ্টিকের বিড়ালটি চুপে চুপে গায়েব করিয়া ফেলুন। ভাঙ্গিয়া কোথাও ফেলিয়া দিন। কারণ, যেকোন প্রাণীর ছবি ঘরে রাখিলে ঘরের মধ্যে রহমতের ফেরেশতা আসে না। চাই তাহা কোন জানোয়ারের ছবি হউক কিংবা মানুষের। অথবা কোন পশু-পক্ষীর। এবং চাই তাহা কোন পীর-আউলিয়ার ছবি হউক কিংবা অন্য কোন মানুষের। কাহারও ছবি রাখা জায়েয নাই। ইহা শক্ত গুনাহ্।

তো বন্ধুগণ, আমি এ কয়েকটি কথা আরয করিলাম। আজ আপনারা স্ত্রীদিগকে একটি সুসংবাদ শুনাইয়া দিন যে,বেহেশতের মধ্যে তোমাদিগকে হূরের চেয়ে অধিক সুন্দরী করিয়া দেওয়া হইবে। যাহাতে তাহাদের মধ্যে সৃষ্ট মনের এই দুর্বলতা যে, আমাদের রূপ-আকৃতি তো বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা যেন সম্পূর্ণ দূর হইয়া হৃদয়-মন আনন্দে ভরিয়া যায়।

মানুষ বৃদ্ধ হইলেও মন বৃদ্ধ হয়না

বন্ধুগণ, একটি আশ্চর্যকর বিষয় এই যে, মানুষ যদিও বুড়া হয় এবং মানুষের চুল-দাড়ি সাদা হয়, কিন্তু ভিতরে নফছের দাড়ির চুল সবগুলিই কালো থাকে। কোন বুড়াও চায় না কোন বুড়ীর সহিত তাহার বিবাহ হউক। বরং মনে মনে ইহাই কামনা করে যে, কোন অল্প বয়সের তরুণীর সঙ্গে আরেকটা শাদী করিয়া নিই। নিজের বয়স ৭০ বৎসর। কিন্তু বিবাহ করিতে চাহিতেছে ৪০ বৎসরের নারীর সঙ্গে। এই কথা কখনও বলিবে না যে, ৭০ বৎসর বয়সী কোন বুড়ীর সহিত তোমরা আমাকে বিবাহ করাইয়া দাও। যাক এই প্রসঙ্গ।

স্ত্রীকে কাঁদাইয়াছ, তো এখন তাহার মুখে হাসি ফুটাও

আমার ভাইগণ ! স্ত্রী তরুণী হউক কিংবা বৃদ্ধা হউক, যা-ই হউক এবং যেমনই হউক, স্ত্রী স্ত্রী । তাই যাহারা নিজের স্ত্রীকে কাঁদাইয়াছেন, স্ত্রীর প্রাণে আঘাত দিয়াছেন, যাহাদের আচরণ স্ত্রীর নয়ন-যুগলকে অশ্রুসজল করিয়াছে, আজই তাহার নিকট গিয়া ক্ষমা চাহিয়া নিন। তাহাকে বলুন যে, আজ হইতে আমি তোমার সহিত যে আচার-ব্যবহার করিব, তাহা শুধু স্ত্রী হিসাবে নয়, বরং আল্লাহর বান্দী মনে করিয়া সর্বদা তোমার সহিত সুন্দর ব্যবহার করিব। আমার মেয়ের ব্যাপারে আমি যেরূপ চিন্তা করি যে, জামাতা যেন তাহার সহিত উত্তম ব্যবহার করে, তাহার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দেয়, তদ্রূপ, আজ হইতে আমি তোমাকে কোনরূপ কষ্ট দিব না। তোমার সমস্ত ভুলত্রুটির অগ্রিম ক্ষমা ঘোষণা করিতেছি। আর কোনদিন তোমাকে কাঁদাইব না। আর কোন দিন তোমার প্রাণে আঘাত দিব না। এভাবে তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিন। শুধু মৌখিক মধু-বচনই শুনাইবেন না, বরং এক-দুই শত টাকা বা কম-বেশী কিছু হাদিয়াও তাহাকে প্রদান করুন। শুধু মৌখিক ক্ষমা চাওয়াই নয় যে, ক্ষমা চাই, ক্ষমা চাই বলিয়া ক্ষান্ত হইয়া গেলেন, অথচ পকেট হইতে একটি টাকাও বাহির হইতেছেনা। ইহাও বখীলীর আলামত।

যেমন, মাওলানা রূমী (রহ.) লিখিয়াছেন, এক ব্যক্তির কুকুর ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাইতেছিল। দশ বৎসরের পালা-কুকুর। শোকে লোকটি বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল। এক ব্যক্তি বলিল, ভাই, তোমার মাথার উপরের পাত্রের মধ্যে কি জিনিস? বলিল, কতগুলি রুটি। লোকটি বলিল, তবে এক-দুইটা রুটি কেন দিতেছনা কুকুরটিকে ? অথচ বসিয়া-বসিয়া কাঁদিতেছ যে, আমার কুকুরটি ক্ষুধার

যন্ত্রণায় মরিয়া যাইতেছে। সে বলিল, জনাব, চোখের পানি তো মুফ্তের চীজ। আর এই রুটির মধ্যে তো জনাব, আমার টাকা খরচ হইয়াছে। তাই, আপনারাও মুফ্তের অশ্রু, আর পয়সার রুটির মত ঘটনা ঘটাইবেন না। বরং স্ত্রীর মনে আনন্দ আনয়নের জন্য তাহাকে কিছু হাদিয়া-তোহ্ফাও পেশ করুন।

স্ত্রীকে মাসিক হাত-খরচ

হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) কামালাতে-আশরাফিয়া নামক কিতাবের মধ্যে বলিয়াছেন, প্রতি মাসে স্ত্রীকে কিছু পকেট-খরচও দিয়া দিবে এবং পরে ঐ টাকার কোন হিসাব নিবেনা। জিজ্ঞাসাও করিবে না যে, কোথায় খরচ করিয়াছ ? আল্লাহপাক যাহাকে যেরূপ সামর্থ দান করিয়াছেন, সেই হিসাবে স্ত্রীর জন্য একটা মাসিক পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া নিবে। আপনার মাসিক আয় যদি দশ হাজার টাকা হয় তবে তাহার হাতে শুধু এক-দুই টাকাই ধরাইয়া দিবেন না। পঞ্চাশ টাকা বা একশত টাকা দিয়া দিন। বরং আরও বেশী দিন। দেওয়ার পর তাহা ভুলিয়া যান। এবং তাহাকে বলিয়াও দিন যে, তোমার যে কাজে ইচ্ছা, খরচ কর। আমি এ ব্যাপারে কোন হিসাব চাইব না।

এই মাসিক পকেট-খরচ বা হাত খরচ স্ত্রীর হক। কারণ, সে ঘরে পড়িয়া থাকে। উপার্জন করিতে পারে না। যখন তাহার কোন ভাই-বোন আসে, বিশেষ করিয়া যদি তাহারা গরীবও হয়, তখন মন চায় তাহাদেরকে কিছু হাদিয়া-তোহ্ফা দিতে। যদি তাহার নিকট কিছুই না থাকে. তবে সে কোথা হইতে দিবে ? তাই, এ বিধানের মধ্যে স্ত্রীর আবেগ-অনুরাগের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। সমগ্র জীবনের জন্যই সে আপনার সহিত আবদ্ধ। সে আপনার জীবন-সঙ্গীনি। আপনার দরজার বাহিরে যাইতে পারে না। যেহেতু সে জীবন ভরিয়া আপনাকে সঙ্গ দিতেছে, তাই সর্বদিক দিয়া তাহার সুখ-শান্তির খেয়াল রাখা আপনার কর্তব্য।

স্ত্রীর মত সেবা-যত্ন আর পাইবেনা

আর একটি কথা আরয করিব। এক লোক ছিল। সে অন্য মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি করিয়া বেড়াইত। নিজের স্ত্রী কম-সুন্দরী হওয়ার কারণে তাহাকে হেয় মনে করিত। স্বচক্ষে দেখা ঘটনা শুনাইতেছি। একবার ঐ লোকটা কলেরায় আক্রান্ত হইল। দাস্তের উপর দাস্ত হইতেছে। আর বমির উপর বমি। তাহার স্ত্রী তাহার পেশাব-পায়খানা পরিষ্কার করিয়াছে। তাহার শৌচকর্মের খেদমতও করিয়াছে। যখন সে সুস্থ হইয়া গেল, তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল, আমার বিবি গো, তুমিই আমার পায়খানা ধৌত করিয়াছ। যেই-মেয়েদের প্রতি দিবারাত আমি তাকাইয়া থাকিতাম, আজ তাহাদের কেহই আমার কাজে আসে নাই। আজ তো একমাত্র তুমিই আমার উপকারে আসিয়াছ। এসব বলিতেছিল, আর চোখের পানি ঝরিতেছিল।

আমার ভাই, বুড়া যখন বিছানায় পড়িয়া যায়, কোন অসুখ-বিসুখ হইয়া যায়, এই বুড়ীই তখন কাজে আসে। অতএব, স্ত্রীকে তুচ্ছ মনে করিবেন না। ঘৃণা করিবেন না। আজ যদি আপনারা আল্লাহর দিকে চাহিয়া আল্লাহর দাসী মনে করিয়া নিজ-নিজ স্ত্রীর সহিত সদাচার-সদ্ব্যবহারের দৃঢ় সংকল্প করিয়া নেন, তবে আমার সুদূর করাচী হইতে এই আফ্রিকায় আগমন সফল ও সার্থক হইয়া যাইবে- ইনশাআল্লাহ তাআলা। দোআ করুন যেন আল্লাহপাক আমার এই কথাগুলি কবূল করিয়া নেন। আমার একটি ওয়াযও যদি কবূল হইয়া যায়, তবে করাচী হইতে এত দূরে আগমনে যত কষ্ট-তক্‌লীফ হইয়াছে, সব সার্থক হইয়া যাইবে।

আজ আপনারা ওয়াদা করুন, আমার এই উপদেশাবলীর মধ্য হইতে যতটুকু আপনাদের মনে থাকে, ঘরে যাইয়া নিজ-নিজ স্ত্রীকে তাহা শুনাইয়া দিবেন। হিন্দুস্তানের এক শহরের নাম এলাহাবাদ। এলাহাবাদের এক বড় আলেম, যিনি মাওলানা শাহ্ ওয়াছীউল্লাহ ছাহেব (রহ.)এর খুব নিকটজন এবং একটি বড় মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল। তিনি আমার দ্বারা তাঁহার মাদ্রাসায় বয়ান করাইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীও আমার ঐ বয়ান শুনিয়াছিলেন। রাত্রে তিনি তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, এত বড় আলেম হইয়া কখনও তো আপনি আমাদিগকে শোনান নাই এই কথা যে, বেহেশতের মধ্যে মেয়েদের চেহারা হূরের চাইতে বেশী সুন্দর হইবে। অতএব, যেই মাওলানা সাহেব আজ এত বড় সুসংবাদ শুনাইলেন, আগামীকাল আমি তাঁহাকে খুব উন্নত-মানের নাশতা করাইতে চাই। অর্থাৎ আণ্ডা, পরাটা ইত্যাদি। তাই, আপনারাও আজ স্ত্রীদিগকে এই সুসংবাদ শুনাইয়া দিন। তাহা হইলে আগামীকাল আপনারাও উন্নত মানের নাশতা পাইবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা।

দয়াময়ের হুযূরে দোআ

বস্, দোআ করুন, আল্লাহপাক যেন আমলের তওফীক দান করেন। যা-কিছু দ্বীনী আলোচনা হইল, আল্লাহপাক তাহা কবূল করেন এবং আমাদের সকলকে আল্লাহওয়ালা জিন্দেগী নসীব করেন। আয় আল্লাহ, নফ্‌ছ ও শয়তানের গোলামী হইতে মুক্ত করিয়া শতকরা একশত ভাগ আপনার গোলামী, আপনার দাসত্ব-আনুগত্য ও ওলীদের জিন্দেগী নসীব করিয়া দিন। আমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করিয়া দিন। আমাদের দ্বারা যদি আপনার যেকোন সৃষ্টির উপর কোনরূপ যুলুম হইয়া গিয়া থাকে, আমাদের নালায়েকী বা অবহেলা বশতঃ একটি পিঁপড়াও যদি আমাদের পায়ের তলে পড়িয়া মারা গিয়া থাকে, অথবা নিজ স্ত্রীকে, কোন আত্মীয়-স্বজনকে কষ্ট দিয়া থাকি কিংবা মা-বাপকে যদি নারাজ করিয়া থাকি, তবে আমাদিগকে উহার সংশোধন ও প্রতিবিধানের তওফীক দান করুন। তাহাদের নিকট ক্ষমা চাহিবারও তওফীক দান করুন। আপনার প্রতিটি মাখলূকের ব্যাপারে আমাদের পক্ষ হইতে আপনি যিম্মাদার হইয়া যান। কিয়ামতের দিন তাহাদের নিকট হইতে আপনার মাধ্যমে ক্ষমা লাভের জন্য আপনি যিম্মাদারী গ্রহণ করুন। যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের হক পরিশোধ

করার এবং তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার তওফীক দান করুন। আমাদের সকলকে আপনি আপনার হকের ব্যাপারেও ক্ষমা করিয়া দিন।

আয় আল্লাহ ! আমাদের সকলকে 'ছাহেবে-নেছ্বত' বানাইয়া দিন। ওলী বানাইয়া দিন। যত লোক এখানে বসা আছে, আয় আল্লাহ, কাহাকেও বঞ্চিত করিবেন না।

আয় আল্লাহ! আখতার মুসাফির। মুসাফিরের দোআ আপনি কবূল করেন। আমাদের সবাইকে ছাহেবে-নেছবত (ওলী) বানাইয়া দিন। মাহ্রূম করিবেন না। সবাইকে আল্লাহওয়ালা বানাইয়া দিন। যাহারা এখানে নাই, তাহাদিগকেও আপনার বানাইয়া নিন। আয় আল্লাহ, আমাদের খান্দানের সকলকে, আমাদের বিবি-বাচ্চা ও সন্তানাদিকে নেক্ বানাইয়া দিন। আল্লাহওয়ালা বানাইয়া দিন। আমাদের পুত্র-সন্তানদিগকেও ওলী বানাইয়া দিন। আমাদের মেয়ে-সন্তানদিগকেও ওলী বানাইয়া দিন। আমাদের দুনিয়াও নির্মাণ করিয়া দিন, আখেরাতও নির্মাণ করিয়া দিন। আমাদের দুনিয়ার সবকিছু ঠিক করিয়া দিন। আখেরাতের সব-বিষয়ও ঠিক করিয়া দিন। আয় আল্লাহ, এই ওয়ায্কে আপনি কবূল করিয়া নিন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَلْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ مَلِيْكٌ مُّقْتَدِرٌ مَّا تَشَآءُ مِنْ اَمْرٍ يَّكُوْنُ ـ اَسْعِدْنَا فِى الدَّارَيْنِ وَكُنْ لَّنَا وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيْنَا وَاعِذْنَا مِنْ هَمِّ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ يَا رَبِّ عَلٰى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا رَجَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَاتَقْطَعْ رَجَاءَنَا يَارَجَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَاتَقْطَعْ رَجَاءَنَا، يَاغِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنَا يَا مُعِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِنَّا يَا مُحِبَّ التَّوَّابِيْنَ تُبْ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَّاسَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَّااسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায়

হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেন, পারিবারিক সকল অশান্তি ও ঝগড়া-বিবাদ হইতে বাঁচার এক উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, কয়েকটি পরিবার এক ঘরে একত্রে থাকিবে না। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকজন মহিলার একঘরে বসবাস করাই পারিবারিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার মূল কারণ হয়। (এরশাদাতে-হযরত থানবী ১২ পৃষ্ঠা দ্রঃ)

স্বামী-স্ত্রীর হক সমূহ

সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে অশান্তি ও অসন্তোষ সৃষ্টির মূল কারণ হইল একজন আরেকজনের হক্ বা অধিকার আদায় না করা। এরই ফলে ঝগড়া হয়, ক্রোধ ও অসন্তোষ দানা বাঁধে। এজন্যই উভয়ের কর্তব্য, একজন অপরজনের হক্ সমূহ জানা এবং সেই হক্ সমূহ আদায় করার জন্য নতুন উদ্যমে পুরাপুরি চেষ্টা করিবে। যেক্ষেত্রে কোনরূপ ত্রুটি ধরা পড়ে, খোলা মনে তাহা স্বীকার করিবে এবং কাল বিলম্ব না করিয়া উহার বিহিত-ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। যদি এরূপ করিতে থাকে, তবে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টির তেমন কোন অবকাশই বাকী থাকিবে না। এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে উভয়ের কিছু শরীঅত-নির্ধারিত হক সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

স্বামীর উপর স্ত্রীর হক সমূহ

১। স্ত্রীর সহিত সদাচার করা। (ভালো কথা বলা, ভালো ব্যবহার করা।)

২। স্ত্রীর পক্ষ হইতে কষ্টদায়ক আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভদ্রতা ও চরিত্রশীলতার সহিত ছবর করা, ধৈর্য ধারণ করা। অর্থাৎ স্ত্রীর পক্ষ হইতে যদি এমন কোন কথা বা কাজ হইয়া যায় যাহার ফলে মনে আঘাত লাগে, খারাপ লাগে, তবে তাহা সহ্য করিয়া নিবে। ধৈর্যধারণ করিবে। এবং কোমলভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে। যাহাতে সে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখে। সামান্য সামান্য ব্যাপারে রাগারাগি ও জেদ-খেদ করা হইতে বিরত থাকিবে।

৩। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কীয় গায়রত বা আত্মমর্যাদাবোধের ক্ষেত্রে মধ্যম-পন্থা অবলম্বন করা। অর্থাৎ স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি অহেতুক কুধারণাও করিবে না। আবার একেবারে অসতর্ক এবং বেখবর হইয়াও থাকিবে না।

৪। খরচের ব্যাপারে মধ্যম-পন্থা অবলম্বন করা। অর্থাৎ সীমা ছাড়াইয়া কষাকষিও করিবে না। আবার অপব্যয়েরও অনুমতি দিবে না। মধ্যম পন্থা অনুসরণ করিবে।

৫। হায়েয ও নেফাছ্ (মাসিক ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবোত্তর ঋতুস্রাব)-এর বিধান সমূহ শিখিয়া তাহা স্ত্রীকে শিক্ষা দিবে। নামায পড়া ও দ্বীনের উপর চলার

জন্য তাকীদ দিবে। বেদআত ও কুপ্রথা সমূহ হইতে বারণ করিবে।

৬। একাধিক স্ত্রী থাকিলে তাহাদের হকের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা। বেশ-কম না করা।

৭। প্রয়োজন পরিমাণে তাহার সহিত সহবাস করা।

৮। প্রয়োজন পরিমাণ তাহাকে থাকার ঘর দেওয়া।

৯। স্ত্রীকে কখনও-কখনও তাহার মাহ্‌রাম ও নিকটাত্মীয়দের সহিত সাক্ষাত করিতে সুযোগ দেওয়া।

১০। স্ত্রী-সহবাস সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ না করা।

১১। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্ত্রীকে যতটুকু পরিমাণ মারা, শাসন করা বা সর্তক করার জন্য শরীঅতের বিধান রহিয়াছে, কোন ক্রমেই সেই সীমা অতিক্রম না করা। শাসনের প্রয়োজনে শরীঅত-নির্ধারিত সীমিত পরিমাণের চেয়ে বেশী মারধর না করা।

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক সমূহ

১। প্রত্যেক জায়েয কাজে স্বামীর আনুগত্য করা (স্বামীর হুকুম মানা)। অবশ্য, স্বামী যদি শরীঅত-বিরোধী কোন বিষয় বা গুনাহের কাজ করিতে বলে তখন নিজের অপারগতার কথা বলিয়া দিবে।

২। স্বামীর সামর্থের চেয়ে বেশী ভরণ-পোষণ দাবী না করা।

৩। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও ঘরে আসিতে না দেওয়া।

৪। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর ঘর হইতে বাহির না হওয়া।

৫। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর টাকা-পয়সা, মাল-পত্র হইতে কোন কিছু কাহাকেও না দেওয়া।

৬। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল নামায না পড়া, নফল রোযা না রাখা।

৭। স্বামী যদি সহবাসের জন্য ডাকে, তবে শরীঅত-সম্মত কোন প্রতিবন্ধক ব্যতীত অস্বীকার না করা।

৮। স্বামীর আর্থিক দুর্বলতার কারণে বা চেহারা-সূরত অসুন্দর হওয়ার দরুণ স্বামীকে তুচ্ছ মনে না করা, ঘৃণা না করা।

৯। স্বামীর মধ্যে যদি শরীঅত-বিরোধী কোন কাজ বা কোন গুনাহের বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় তবে আদবের সহিত বারণ করা।

১০। স্বামীর নাম ধরিয়া না ডাকা।

১১। কাহারও সম্মুখে স্বামীর দোষ-ত্রুটি না বলা।

১২। স্বামীর সম্মুখে মুখ খারাপ না করা, স্বামীকে মন্দ কথা না বলা।

১৩। স্বামীর মা-বাপকে নিজের খেদমত পাওয়ার যোগ্য মুরব্বী মনে করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করা, আদব রক্ষা করিয়া কথা বলা, আদবের ব্যবহার করা। তাঁহাদের সহিত ঝগড়া করিয়া বা অন্য কোন ভাবে তাঁহাদিগকে কষ্ট না দেওয়া। (দ্বীন কি বাতেঁ ও হুকূকুল ইসলাম দ্রষ্টব্য)

নেক্-স্ত্রী

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে নেক্-স্ত্রী তাহাকে বলে যে স্বামীর কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া নিয়া তাহার আনুগত্য করিয়া চলে। স্বামীর সমস্ত হক পূর্ণ করার পাশাপাশি স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের দেহ ও সতীত্বকে নির্দাগ রাখে এবং স্বামীর মালের হেফাযত করে। নিজের সতীত্ব রক্ষা ও স্বামীর মালের হেফাযত করা যাহা পারিবারিক বিষয়াদির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ ব্যাপারে স্বামীর সম্মুখের অবস্থা ও পিছনের অবস্থা সম্পূর্ণ বরাবর রাখা চাই। ইহা নয় যে, স্বামীর সম্মুখে ত এ বিষয়ে খুব লক্ষ্য রাখা হইল, কিন্তু স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন পরোয়াই করা হইল না।

একটি হাদীছে আরও ব্যাখ্যা সহকারে বিবরণ রহিয়াছে। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, উত্তম স্ত্রীলোক সে, যাহাকে দেখিলে তোমরা (স্বামীগণ) সন্তুষ্ট হইয়া যাও। যখন তাহাকে কোন হুকুম কর, সে তাহা মান্য করে। যখন তোমরা অনুপস্থিত থাক তখন নিজের দেহ (সতীত্ব) ও স্বামীর মালের হেফাযত করে। (মাআরেফুল কোরআন)

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম অন্য একটি হাদীছে এরশাদ করিয়াছেন, যেই স্ত্রী স্বামীর অনুগত ও বাধ্যগত থাকে, শূন্যের পাখীরা, নদ-নদীর মাছেরা, আকাশের ফেরেশতাগণ এবং জঙ্গলের হিংস্র জন্তুরাও তাহার জন্য আল্লাহপাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে। (বাহ্‌রে মুহীত)।

ওয়াল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

সমাপ্ত

ইসলামের দৃষ্টিতে

স্বামী-স্ত্রীর সুখের জীবন

মূলঃ

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ কুত্‌বে-আলম আরেফবিল্লাহ্‌

হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব

দামাত বারাকাতুহুম (করাচী)

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব

খতীব বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)
৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা ১২০৪
মোবাইল ০১৭১১ ২২৭৭৪৬

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার,১১,বাংলাবাজার ঢাকা,

প্রকাশনায়
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকাল
রবীউল আউয়াল ১৪২৭ হিজরী
এপ্রিল ২০০৬ ইং

প্রাপ্তিস্থান

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার,
১১,বাংলাবাজার ঢাকা,
০১৭১৫০০৫৪ ৩৫
০১৭১৬৩৭২ ৪১১
০১৭১১২২৭৭ ৪৬

আল-কাউসার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,৫০,বাংলাবাজার ও
ইসলামী টাওয়ার,১১,বাংলাবাজার ঢাকা,
ফোন ৭১৬৫৪৭৭
মোবাঃ ০১৭১ ৬ ৮৫ ৭৭ ২৮

আল-আবরার প্রকাশনী
বিশাল বুক কমপ্লেক্স,
৩৭, বাংলাবাজার ঢাকা
ফোন ঃ ৭১২ ৩৫ ২৬
মোবাঃ ০১৮৯ ২১৪ ৬৭৪

মেসার্স কোরবান একাডেমী
৫০, বাংলা বাজার ঢাকা,
০১ ৮৫ ০০ ১ ৯৯ ৪

খান্‌কাহ্‌ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
৭৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া,
ঢাকা ১২০৪

খানকাহ্‌ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া
৪০,শরাফতগঞ্জ, ধূপখোলা,
গেণ্ডারিয়া,ঢাকা ১২০৪

খানকাহ এমদাদিয়া আখতারিয়া ,
গুলশানে আখতার
৪৪/৬ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা

মুদ্রনঃ মুহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস
লালবাগ, ঢাকা


ইসলামের দৃষ্টিতে
স্বামী-স্ত্রীর
সুখের জীবন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى
اَمَّا بَعْدُ - فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ
لَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ -

সকল সৌন্দর্য ও সমস্ত গুণাবলী শুধু আল্লাহ্‌র। এবং এটাই চূড়ান্ত সত্য। আর শান্তি বর্ষিত হোক ঐ সকল বান্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। অতঃপর আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান হতে। আমি আরম্ভ করতেছি অসীম দয়ালু, অপার করুণার আধার আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্‌পাক বলেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে পূর্ণভাবে ভয়-ভক্তি কর, যেরূপ তাকে ভয়-ভক্তি করা উচিত। আর তোমরা পূরাপূরি ইসলামের আদর্শে আদর্শবান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

আল্লাহ্‌পাক আরও বলেন—

وَ قَالَ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ
نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا
وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালককে ভয়-ভক্তি করে চল যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একজন মানুষ হতে। এবং সেই মানুষটি থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর সেই দুইজন থেকে তিনি বহু পুরুষ ও বহু নারী (সৃষ্টি করে বিশ্ব জুড়ে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। (আবার বলি,) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল যার দোহাই বা ওছীলা দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট (কিছু) প্রার্থনা কর এবং ভয় কর সকল রক্ত সম্পর্ককে (ও তাদের প্রতি খেয়াল রাখ)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর প্রত্যক্ষ-প্রহরী।

وَقَالَ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

তিনি আরও বলেছেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয়-ভক্তি কর এবং সত্য-সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কথা বল। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের আমল সমূহ কবূল করে নিবেন এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিবেন। যারা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে চলে, নিশ্চয় তারা বিরাট সাফল্য অর্জন করল।

وقال تعالٰى وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

তোমরা তাদের অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদাচার-সদ্ব্যবহার কর।

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ وفِىْ رِوَايَةٍ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ

এবং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, বিবাহ করা আমার আদর্শ। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আর যে ব্যক্তি আমার আদর্শ হতে বিমুখ হয়ে চলবে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই।

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهٗ مُؤْنَةً ـــــ

সবচেয়ে বেশী বর্‌কতওয়ালা ঐ বিবাহ-শাদী যাতে খরচ খুব কম হয়।

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ـــ

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, মেয়ে মানুষ পাঁজরের বাঁকা হাড়ের মত। তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও তাহলে তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তার দ্বারা ফায়দা ও সুখ সম্ভোগ করতে চাও তাহলে তার বক্রতা সহকারেই তোমাকে সেই ফায়দা ও সুখ সম্ভোগ করতে হবে।

وَ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْلِبْنَ كَرِيْمًا وَ يَغْلِبُهُنَّ لَئِيْمٌ فَاُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ كَرِيْمًا مَغْلُوْبًا وَلَا اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ لَئِيْمًا غَالِبًا -

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন, মেয়েরা ভদ্র স্বামীর উপর জয়ী হয়ে যায়। আর অভদ্র স্বামী মেয়েদের উপর জয়ী হয়ে যায়। অতএব, আমি পরাজিত ভদ্র-স্বামী হতে চাই। অভদ্র-অশিষ্ট বিজয়ী-স্বামী হতে চাই না।

আজ আপনাদের সম্মুখে স্বামী-স্ত্রীর হক ও বিবাহ-শাদী সম্পর্কিত চারটি আয়াত ও চারটি হাদীস পাঠ করা হলো যা বিবাহের খোৎবার মধ্যে পড়া হয়ে থাকে। এখন আমি উল্লেখিত তর্তীব মোতাবেক প্রতিটি আয়াত ও হাদীসের তরজমা ও প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করতেছি।

১ – আল্লাহ্পাক চতুর্থ পারায় সূরায়ে আলে-এমরানের মধ্যে বলেছেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, এতটা ভয় কর যতটা তাকে ভয় করা উচিত, যতটা ভয়-ভক্তি তার প্রাপ্য হক্। এতে বুঝা গেল যে, যৎকিঞ্চিৎ ভয় করা আল্লাহ্পাক পছন্দ করেন না। তাহলে কেমন ভয় তার পছন্দনীয়? হাক্কা তুকাতিহী— যথাযথ ভাবে ভয় কর। অর্থাৎ কামেল তাক্ওয়া বা পরিপূর্ণ ভয় অবলম্বন কর। তাকে ভয় করার হক আদায় করে দাও।

এখন প্রশ্ন এই যে, ভয়ের হক্ কি? কামেল তাক্ওয়া কোন্ জিনিসের নাম? এতে আল্লাহ্র কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপার। এখানে কল্পনা-জল্পনা ও

আন্দাজ-অনুমান ভিত্তিক ব্যাখ্যা করা মূর্খতা। ধারণা বা অনুমানের দ্বারা আল্লাহ্‌র কোরআনের ব্যাখ্যা করা গর্হিত কাজ, কঠিন অন্যায় কাজ। তাই, মুফাচ্ছিরীনের বড় বড় তাফসীর গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকে কোরআনের তাফসীর করা যেতে পারে না। হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বয়ানুল-কোরআনের মধ্যে এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন—

كَمَا اَنْتُمْ تَرَكْتُمُ الْكُفْرَ وَ الشِّرْكَ اُتْرُكُوا الْمَعَاصِىَ كُلَّهَا

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, যেভাবে তোমরা কুফর ও শের্‌ক থেকে তওবা করেছ এবং তা থেকে দূরে থাকতেছ, তদ্রূপ সমস্ত পাপের কাজ থেকেও বিরত থাক। যে ব্যক্তি কুফর থেকে বেঁচে থাকে, শের্‌ক থেকে বেঁচে থাকে, কিন্তু গুনাহ্ ত্যাগ করে না, সে আল্লাহ্‌কে ভয় করার হক্ আদায় করে নাই। অতএব, এখানে ভয়ের হক্ আদায় করার অর্থ হলো, যেভাবে তোমরা ঈমান আনয়ন করে শের্‌ক-কুফর থেকে বিরত থাকতেছ, অনুরূপ সকল নাফরমানীর কাজ থেকেও বিরত থাক। সমস্ত গুনাহ্ বর্জন কর।

وَ لَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

এবং ইসলামের উপরেই যেন তোমাদের মৃত্যু হয়।

এ পর্যন্ত প্রথম আয়াতের তরজমা ও তাফ্‌সীর হয়ে গেল। দ্বিতীয় আয়াতটি ৪র্থ পারার সূরায়ে-নেছার আয়াত। এই আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বিশ্বমানবকে সম্বোধন করে বলতেছেন, হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন মানুষ হতে।

হযরত থানবী (রঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ্‌পাক এই আয়াতে তিন ভাবে মানুষ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এক প্রকার হলো—

اَلَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

তিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ তথা বাবা আদম আলাইহিছ্‌ছালাম থেকে

সৃষ্টি করেছেন। আর বাবা-আদমকে মা-বাপের মাধ্যম ছাড়া মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে এভাবে সৃষ্টি করার দ্বারা আল্লাহ্পাক তাঁর কুদ্রত প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ্পাক কোন সূত্র বা কোন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে প্রাণহীন মাটির দ্বারাও তিনি প্রাণী সৃষ্টি করতে পারেন। অতএব, হে দুনিয়ার মানুষ, তোমরা এত বড় শক্তিমান আল্লাহ্কে ভয় কর। যাক, এ হলো সৃষ্টির প্রথম প্রকার, অর্থাৎ প্রাণহীন থেকে প্রাণী সৃষ্টি করা।

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

অর্থ— আল্লাহ্ বলেন, এবং তিনি ঐ মানুষটি থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ বাবা-আদম আলাইহিছ্ছালাম থেকে তাঁর বিবিকে সৃষ্টি করেছেন। এ হচ্ছে সৃষ্টির দ্বিতীয় প্রকার। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যদি ইচ্ছা করেন, তবে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ও মাধ্যম ছাড়াই এক জীবিত থেকে তিনি আর এক জীবিতও সৃষ্টি করতে পারেন। কারণ, হযরত হাওয়া (আলাইহাছ্ছালাম) হযরত আদম (আলাইহিছ্-ছালাম)-এর পাঁজরের হাড্ডি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন—

وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَ نِسَاءً

এবং তিনি এই দুইজন থেকে তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। এ হচ্ছে মানব সৃষ্টির তৃতীয় প্রকার। অর্থাৎ পিতা-মাতার মিলনের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি হওয়া। কিয়ামত পর্যন্ত এ নিয়মই অব্যাহত থাকবে। এ দুইজন থেকে চারজন হয়েছে, সেই চারজন থেকে আটজন। এভাবে আজ সারা দুনিয়ায় কেবল মানুষ আর মানুষ দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ্পাক সকলকে রিযিক দান করতেছেন। ফ্যামিলি-প্ল্যানিং বা পরিবার পরিকল্পনার কোন প্রয়োজন নাই। যেই আল্লাহ্ রূহ্ দান করতে পারেন, তিনি রুটিও দান করতে পারেন। রুটি অপেক্ষা রূহ্ বেশী দামী। লাখ-লাখ রুটি মওজুদ, ডাক্তারও সামনে উপস্থিত। কিন্তু রূহ্ বের হয়ে যাওয়ার পর আর কেউ রূহ্ দিতে পারে না। অথচ, রুটির ত শত রকম ব্যবস্থাই হতে পারে। কাফের-বেদ্বীনেরা অনর্থক শুধু বোকামীর ফলে রুটির চিন্তায় অস্থির থাকে। হযরত মুফ্তী শফী ছাহেব (রঃ) একটি চমকপ্রদ

কথা লিখেছেন যে, দেখ, প্রতি বৎসরই অসংখ্য গরু-ছাগল কোরবানী হচ্ছে। তবুও এসব জানোয়ার রীতিমত পাওয়া যাচ্ছে। কোন কমি হয় না। অথচ, কুকুর-কুকুরনী এবং শূকর ইত্যাদির ত কোরবানী হয় না এবং এগুলোর জন্মও হয় বহু পরিমাণে। অথচ, এগুলো দেখতেই পাওয়া যায় না। এর মধ্যে কোন বরকত নাই। আর কোরবানীর সময় যেহেতু আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ্ করা হয় তাই তাতে খুব বরকত হয়।

জনৈক হিন্দু বলেছিল যে, মুসলমান বড় নিষ্ঠুর। কারণ, তারা জানোয়ারের গলায় ছুরি চালিয়ে দেয়। হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এর উত্তর দিয়েছেন যে, তোমরা যে আল্লাহ্‌র নাম ছাড়াই পশু কাট, এতে পশুর কষ্ট হয়। আর মুসলমানদের মধ্যে যখন বিছ্‌মিল্লাহ্ বলে পশু যবেহ্ করা হয় তখন আল্লাহ্‌র নামের দ্বারা সে উম্মত্ত ও নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়। আণ্ডার ক্লোরোফারম হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র নাম শুনে আল্লাহ্‌র প্রেমে উম্মাতাল হয়ে জান্ দিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌র নাম অতি প্রিয় নাম। বড় মায়াময় নাম। বড়ই মধুর নাম।

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

عاشقوں کا مینا اور جام ہے

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নাম কত যে প্রিয় নাম, কতনা মায়াভরা নাম। এই নামই প্রেমিকের শরাব, এই নামই শরাবের পেয়ালা।

আল্লাহ্-প্রেমে উম্মাতাল অবস্থায় যখন সাহাবীদের গায়ে তীর বিদ্ধ হত তখন তাঁরা বলে উঠতেন— فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ

কা'বার রব্বের কসম, অবশ্যই আমি সফলকাম হয়েছি। আল্লাহ্‌র নামের বরকতে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহজ হয়ে যায়। এজন্যই আল্লাহ্‌র মহব্বত শিক্ষা করা ও অর্জন করা ফরয। মানুষ যদি আল্লাহ্‌র মহব্বত শিক্ষা করে, এর ফলে তার দুনিয়া ও দুনিয়ার জীবন কত যে মজাদার হয়ে যায় তা আমি কিভাবে বুঝাবো ?

যাক, আল্লাহ্‌পাক আরেক আয়াতে বলেন—

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ

অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার নামের ওছীলা দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট দাবী করে থাক। অর্থাৎ যার নামের দোহাই দিয়ে তোমরা নিজের হক্ দাবী করে থাক। যখন কোন গ্রাহক বাকী-টাকা পরিশোধ না করে এবং সেজন্য পেরেশানীর সম্মুখীন হও, তখন বল, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার পাওনা-হক্ আমাকে দিয়ে দাও, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, ইত্যাদি। তাই, আল্লাহ্‌পাক বলেন, যার ভয় দেখিয়ে তোমরা অন্যদের কাছে নিজের হক্ দাবী কর, সেই আল্লাহ্‌র ভয়ে তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের হক্ পরিশোধ করে দাও। এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে তাদের হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। তোমাদের উপর যার যার যেই হক্ আছে তা আদায় করে দাও। চাই তা বিবি-বাচ্চার হক হোক কিংবা রক্তসম্পর্কীয় কোন আত্মীয়-স্বজনের হক হোক।

এখানে ওয়াল্-আরহাম-এর অর্থ কি? অধিকাংশ লোক আরহাম বা রক্ত সম্পর্কীয় বলতে নিজের মা-বাপ, ভাই-বোনের সম্পর্ককেই বুঝে থাকে। অর্থাৎ কেবল মাত্র মা-বাপ, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী প্রভৃতিকেই রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন মনে করে থাকে। স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনকে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় মনে করেনা। তাই আমি আজ উক্ত আয়াতের সেই তাফসীর পেশ করতেছি যা আল্লামা সাইয়েদ মাহ্‌মূদ আ-লূসী আল-বাগদাদী (রঃ) তাঁর তাফসীরে রূহুল মাআনীতে উল্লেখ করেছেন। আরবী এবারতও উদ্ধৃত করতেছি যাতে আলেমগণ খুব পরিতৃপ্ত হন। তিনি বলেন—

اَلْمُرَادُ بِالْاَرْحَامِ الْاَقْرِبَاءُ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَ مِنْ جِهَةِ النِّسَاءِ ـــــ

অর্থাৎ রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা আমাদেরই বংশের বা খান্দানের মানুষ এবং তাদেরকেও বুঝায় যারা আমাদের স্ত্রীর পক্ষের আত্মীয়। যেমন শ্বশুর, শাশুড়ী এবং স্ত্রীর ভাই-বোন প্রভৃতি। স্ত্রীর আব্বাকে ফার্সীতে খছুর

বলা হয়, যার অর্থ বাদশাহ্। আর উর্দুতে ছছুর বলে। (বাংলাতে শ্বশুর।) আর স্ত্রীর ভাইকে ইংরেজীতে ব্রাদার ইন্-ল' বলা হয়। আর উর্দু-বাংলায় অনেকে যথাক্রমে ছালা ও শালা বলে থাকে। আমাদের বুযুর্গগণ এরূপ বলতে নিষেধ করেছেন। তাই, এই শব্দের ব্যবহার পরিহার করে দিবে। তদস্থলে এরূপ বল যে, আমার স্ত্রীর ভাই বা বাচ্চাদের মামা। আর যদি উর্দু ভাল বলতে পার তবে 'নিছ্বতী ভাই' বল। আর যদি ইংলিশ-ম্যান হয়ে থাক তাহলে ব্রাদার ইন্-ল' বল। কিন্তু শালা শব্দটি অবশ্যই বর্জন কর। কারণ, তা গালির স্থলে ব্যবহার করা হয়।

মোটকথা, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় বলতে যেমন মা-বাপ, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানীকে বুঝায়, তদ্রূপ বিয়ের পর স্ত্রীর মা-বাপ, ভাই-বোন প্রভৃতিও রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের অন্তর্ভূক্ত। অতএব, যদি তারা অনাহারে কাটায়, আর তুমি পেট ভরে খাও, অথচ তাদের কোন খোঁজ-খবর রাখ না, তাহলে কাল-কিয়ামতে তোমাকে এর জবাব দিতে হবে। তাই, তাদের খোঁজ-খবর রাখাও কর্তব্য মনে কর। যদি শ্বশুর-শাশুড়ী, নিস্বতী ভাই গরীব হয় এবং অনাহারে-অর্দ্ধাহারে কাটায়, তাহলে আল্লাহ্পাক যদি তোমাকে স্বচ্ছল করে থাকেন তবে তাদের দেখাশুনা করা ও অভাব মোচন করা যেন নিজের মা-বাপ, ভাই-বোনেরই দেখাশুনা ও অভাব মোচন করা। নিজের মা-বাপকে ইজ্জত করা যে কর্তব্য, তা ত আমরা জানি। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ীকেও যে মা-বাপের মতই ইজ্জত করতে হবে, অনেকেই তা জানে না বা খেয়াল করে না।

আর একটি বিষয় এই যে, কথায় কথায় সামান্য-সামান্য ব্যাপারে স্ত্রীর উপর হুকুমত দেখাবেন না; হাকিমের (শাসকের) মত আচরণ করবেন না। যেমন, শাশুড়ী অসুস্থ। স্ত্রী শাশুড়ীর কাছে আছে। ইতিমধ্যে জামাতা এসে হাযির। শাশুড়ী বললেন, বাবা, আমার ত খুব দাস্ত হচ্ছে। মেয়েটা আমার দেখাশুনা করে, খিচুড়ী পাকিয়ে খাওয়ায়। তাই, ওকে দুই দিন পরে নিয়ে যেও। উত্তরে জামাতা বলল, না, তা হবেনা। বিয়ের পর তো আপনাদের হুকুমত খতম। اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ জানেন না, কোরআন শরীফে আল্লাহ্ কি বলেছেন যে, পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল ও পরিচালক ?

আমি বলি, আরে মাওলানা সাহেব! কোরআনের আয়াত ত আপনি ভালই মুখস্ত করেছেন। আপনার হুকুমত, আপনার কর্তৃত্ব খুব শুনাচ্ছেন। এটা কি হুকুমত এবং কর্তৃত্ব? নাকি নিষ্ঠুরতা ও নালায়েকী? কত নীচু স্বভাবের মানুষ। যদি নিজের মা অসুস্থ হতেন তাহলে কি করতে? সেখানে যা করতে এখানেও তাই কর। নিজের হাতে রান্না কর অথবা হোটেলে গিয়ে খেয়ে নাও। তোমার স্ত্রী যদি তার মায়ের কাছে আরও দুই-একদিন থাকে, তার খেদমত করে, তাতে তোমার এমন কি ক্ষতি হয়ে যাবে? যিনি কষ্ট করে ষোল বৎসর যাবত লালন-পালন করেছেন, বিবাহের পর তার হক্ কি খতম হয়ে যায়? এ ত বড়ই নিষ্ঠুর প্রাণ এবং নিষ্ঠুর আচরণের বিষয়। তাই, তুমি সাথে-সাথেই বল যে, আম্মা, দুই দিন নয়, চারদিন রাখুন। যখন আপনার শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে যাবে তখন আসবো আমি। বরং আসার পর ভালভাবে অবস্থা জেনে নাও। খিচুড়ি পাকানোর কাজে তুমিও সহযোগিতা কর। শাশুড়িকে আম্মা বলে ডাক। বল যে, আম্মা, আমিও আপনার খেদমত করব। আপনি আমাকে আপনার মেয়ে দিয়েছেন, তার মানে কলিজার টুকরা দিয়েছেন। মেয়ে আপনি মোফ্তে পান নাই। কত না কষ্ট করেছেন এই মেয়ের জন্য।

বস্তুতঃপক্ষে মা-বাপ জামাতাকে নিজের কলিজার টুকরাই অর্পণ করেন। কিন্তু সেই কলিজার টুকরার প্রতি যেরূপ দয়া-মায়া করা উচিত, তা করা হয়না। বড় তাজ্জবের কথা যে, আপনার জামাতা যদি আপনার মেয়েকে কষ্ট দেয়, জ্বালাতন করে, তাহলে তাড়াতাড়ি গিয়ে পীর সাহেবের বাড়ীতে হাযির। হুযূর, দয়া করে তাবীয দিন। এমন তাবীয যেন জামাতা একেবারে বশীভূত হয়ে থাকে। স্ত্রী যা বলে তাই যেন মেনে নিতে বাধ্য হয়। তার ভালবাসায় যেন একেবারে অন্ধ হয়ে যায়। তাবীযের ক্রিয়ায় যেন সে ভেড়া-দুম্বা হয়ে যায়, ইশারায় নাচে, ইশারায় উঠে বসে। আফসোস, এ কি ধরনের কথা? এরূপ তাবীয দেওয়া তো জায়েযই নাই যদ্দ্বারা শরীঅতকে লংঘন করা হয়। শরীঅতে যতটুকু হক আছে ততটুকু আদায় কর, ততটুকু চিন্তা কর। এজন্যই আমার খান্কায় স্বামী-স্ত্রীর মহব্বতের তাবীযের মধ্যে 'বরায়ে আদায়েগিয়ে হুকূকে-জায়েয' (বৈধ হক্ আদায়ের জন্য) লিখে দেওয়া হয়। জাহেল ও ভন্ড পীর-ফকীরদের কথা বলতেছি না। যারা হাক্কানী

পীর, সত্যিকার আল্লাহ্ওয়ালা, তারা তাবীয দেন বটে, কিন্তু সেই তাবীযের মধ্যে উপরোক্ত বাক্যটিও লেখা থাকে।

অতএব, হে লোক সকল, তোমরা যারা নিজের মেয়ের জন্য তাবীয তালাশ কর, তোমাদের স্ত্রীরাও তো কারো মেয়ে ? অতএব, তোমার মেযাজ যদি গরম থাকে, তোমার মধ্যে যদি ক্রোধের স্বভাব থাকে, তাহলে তুমি নিজের জন্য তাবীয সংগ্রহ কর। বিছ্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম সাতবার পড়ে খাবারের উপর দম করে নিবে। বাচ্চাদের খাবারের উপরও অনুরূপ দম করে নিবে, যাতে তারা গোস্বাওয়ালা না হয়। বরং রুটি তৈরীর সময়ও যদি ঐ দম করা পানি দ্বারা খামীর তৈরী করা হয় এবং ঐ পানি দ্বারাই খানা পাকানো হয় তাহলে ঘরের সমস্ত লোকদের মধ্যে মায়া-মহব্বত ও কোমল স্বভাব পয়দা হয়ে যাবে। সমস্ত ঘরে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করবে।

যদি কোন লোক এই কথা বলে যে, হুযূর, আমাকে তাবীয দিন। কারণ, আমার গোস্বা খুব বেশী। কখনও বিবিকে এমন কড়া কথা বলে ফেলি যার ফলে বিবি-বেচারী রাতভর কাঁদতে থাকে। আপনি আমাকে এমন কোন তাবীয দিন যাতে আমার গোস্বা কমে যায়। আমি বলবো, যার মধ্যে এতটুকু অনুভূতি আছে, সে মানুষ। কারণ, তার মধ্যে অনুভূতি ত আছে।

ছয় মাস পূর্বে জেদ্দা থেকে এক ব্যক্তি চিঠি লিখেছিল যে, আমার ঘরের মধ্যে সব সময় ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। কারণ, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদি সকলের মধ্যে গোস্বা বেশী। কেহই আফ্লাতুন (প্লেটো) থেকে কম নয়। আমি তাদেরকে লিখেছি যে, যখন দস্তরখান বিছানো হয় এবং খানা সম্মুখে রাখা হয় তখন সাতবার বিছ্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম পড়ে খাদ্যের উপর দম করে খাবে। এবং সকলে চলতে ফিরতে ইয়া-আল্লাহ্, ইয়া-রাহ্মান, ইয়া-রাহীম যথাসম্ভব বেশী-বেশী পড়বে। এবং যাদের রাগ বেশী, তারা ঠাণ্ডা পানিতে গ্লুকোজ, একটি লেবুর রস ও তিন চামচ ইছবগুলের ভূষি মিলিয়ে নিবে এবং তা পান করবে। প্রত্যহ এরূপ করবে, যাতে তার রক্তে ও মেযাজে রূক্ষতা, কঠোরতা ও গরম ভাব না থাকে। এর এক মাস পর উত্তর আসলো যে, ঘরের মধ্যে সর্বদা শান্তি বিরাজ করতেছে।

সকলের মধ্যে কোমলতা ও নর্‌মি দেখা দিয়েছে। এবং পত্র লেখক আমাকে খুব দোআ দিয়েছে।

এই গোস্বা বড় কঠিন ব্যাধি। এই ব্যাধির পরিণামে বহু সংসার বিরান হয়ে গেছে। যখন আমি নাযেমাবাদ থাকতাম তখনকার ঘটনা। একদিন রাত বারটা বাজে কে একজন আমার ঘরের দরজায় করাঘাত করল। আমার খুব কষ্ট হলো যে, দুনিয়ার কোন কাজের জন্য যদি কারো কাছে যেতে হয় তার সাথে ত এরূপ আচরণ করা হয় না। আর মৌলবীর দরজায় যখন ইচ্ছা তখনই করাঘাত করা হয়? লোকটি বলল, হুযূর, বড় বিপদে পড়ে এসেছি। গোস্বা বশতঃ আমি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেলেছি। এখন আমার গোস্বা ত দূর হয়েছে, কিন্তু আমার ঘুমও হারাম হয়ে গেছে। আমি ত হার্ট ফেল হওয়ার উপক্রম। ঘরে ছোট-ছোট শিশুদের দিকে তাকিয়ে মায়া লাগে। বারবার স্ত্রীর কথাও মনে পড়ে। এখন আমি কি করবো? আমি বললাম, তুমি ত তীর তিনটিই একসাথে নিক্ষেপ করে সেরেছ। আরে যালেম! দিতেই যখন চেয়েছ, না হয় দুই তালাকই দিয়ে দিতে। একটি নিজের হাতে রেখে দিতে। সে বলল, হুযূর, আমি ত ক্রোধে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমি বললাম, ক্রোধে যখন পাগল হয়ে গেছ, এখন তার ফল ভোগ কর। তালাক ত এমন নাজুক জিনিস যে, হাসতে হাসতে দিলেও তালাক হয়ে যায়, আর গোস্বায় পাগল হয়ে দিলেও তালাক হয়ে যায়।

গোস্বায় পাগল হওয়া প্রসঙ্গে আমার এক দোস্ত, হযরত ডাক্তার আবদুল হাই ছাহেব (রঃ)এর ছেলে ডাক্তার আহ্‌সান সাহেবের কথা মনে পড়ল। একদিন তিনি বলতেছিলেন যে, গোস্বা কখনও পাগল হয় না। গোস্বা বড়ই চতুর ও বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। আমি বললাম, তা আবার কিভাবে? তিনি বললেন, একজন এক দুর্বলের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে গেল। এবং বলল, এখন আমার হুশ-বিবেক ঠিক নাই। আমার সম্মুখ থেকে সরে যাও। ঠিক ঐ মুহূর্তেই যদি সেরের উপর সোয়া-সের পড়ে এবং আরও শক্তিশালী একজন তার মোকাবিলায় এসে দাঁড়ায়, তাহলে সেই সেরওয়ালা সোয়া-সেরকে হাত জোড় করে বলতে শুরু করে, সাহেব ! দয়া করে আমায় ক্ষমা করে দিন। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আর কখনও রাগ করবোনা।

মনে করুন, মোহাম্মদ আলী-ক্লের ভগ্নিপতি তার বোনকে মারতেছে। হঠাৎ মোহাম্মদ আলী-ক্লে এসে হাযির। ইন্টারন্যাশানাল বক্সিং মাষ্টার ক্লে তেলেবেগুনে হয়ে তার প্রতি এক ঘুষি তুলতেই সে কাঁপতে লাগল এবং হাত জোড় করে মাফ চাইতে শুরু করল। বলুন, এই সময় গোস্বা কেন পাগল ও বিবেকশূন্য হয় না? বুঝা গেল, কেবল দুর্বলের বেলায়ই গোস্বার বিবেক-বুদ্ধি ঠিক থাকে না। কিন্তু তার চেয়ে শক্তিধরের সম্মুখে 'গোস্বা' অধিকতর জ্ঞানী ও বিবেকবান হয়ে যায়। যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র গযব ও আল্লাহ্‌র শক্তিকে স্মরণ রাখবে, কিছুতেই সে গোস্বার হালতে বিবেকশূন্য ও নিয়ন্ত্রণহারা হতে পারে না।

জনৈক সাহাবী তাঁর গোলামকে প্রহার করতেছিলেন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁর পিছন হতে আওয়াজ দিয়ে বললেন—

لَلّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ

হে সাহাবী, শোন, এই গোলামের উপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা আছে, তোমার উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশী। সাহাবী বললেন, আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, ঐ আওয়াজদাতা ছিলেন স্বয়ং নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছিল্লাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এই গোলামকে আমি আল্লাহ্‌র জন্য আযাদ করে দিলাম। হুযূর বললেন, তুমি যদি তাকে আযাদ না করে দিতে তাহলে জাহান্নামের আগুন অবশ্যই তোমাকে গ্রাস করত। (মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড, ৫১ পৃঃ)। এতে বুঝা গেল, যখন গোস্বা আসে তখন আল্লাহ্‌র আযাবের কথা স্মরণ করতে হবে। হাদীস শরীফে আছে—

مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি তার গোস্বাকে প্রতিহত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌পাক ঐ ব্যক্তি হতে তার আযাবকে প্রতিহত করবেন। (মেশকাত শরীফ ৪৩৪পৃঃ)।

এক আত্মীয়ের এক ভুলের কারণে হযরত আবূবকর ছিদ্দীক (রাঃ) তাঁর প্রতি গোস্বান্বিত হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্‌পাক আয়াত নাযিল করলেন—

اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ

যার ভাবার্থ এই যে, হে সিদ্দীক, তুমি কি পছন্দ কর না যে, তুমি আমার এই বান্দাকে—যে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে— মাফ করে দিবে এবং এর প্রতিদানে কিয়ামত দিবসে আমি তোমাকে মাফ করে দিব? হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রাঃ) কসম করে বললেন—

وَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ

আল্লাহ্‌র কসম,অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহ্‌পাক আমাকে মাফ করে দেন এবং সেই উদ্দেশ্যে আমি আমার এই আত্মীয়কে মাফ করে দিই।

এক ব্যক্তির মনে তার স্ত্রীর প্রতি খুব ক্রোধ জাগলো। কারণ, সে তরকারীতে লবণ বেশী দিয়ে ফেলেছিল। অতঃপর তার অন্তরে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হলো এবং সে বলল, আজ আমি তাকে কিছুই বলবনা। এবং মনে মনেই সে আল্লাহ্‌র সাথে প্রেমিক সুলভ আলাপ করলো যে, হে আল্লাহ্, সে ত আপনার বাঁদী। যদিও সে আমার স্ত্রী। কিন্তু সেই সাথে আপনার বাঁদীও।

বস্, লোকেরা এই জিনিসটাই বোঝেনা। লোকেরা শুধু এতটুকু মনে করে যে, সে ত আমার স্ত্রী। তাই, অন্তরে ইহা খুব বদ্ধমূল করে নিন যে, সে হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাঁদী। আল্লাহ্‌পাক আসমান হতে সব দেখতেছেন। এমন না হয় যে, তার বাঁদীর প্রতি তার সম্মুখেই আমি কোন অন্যায় আচরণ করে ফেলি। যারা এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখে নাই, আমি দেখেছি, ঐসব যালেমদের অনেক দুর্গতি ও করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। অধিকাংশকেই অর্ধাঙ্গে (প্যারালাইসিসে) আক্রান্ত হতে দেখেছি। শুয়ে শুয়ে বিছানাতেই পায়খানা করতে এবং পায়খানার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেছি। আরো কত মুসীবতের শিকার হয়েছে। যুলুমের শাস্তি বড়ই কঠিন হয়ে থাকে।

যাক, লবণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও লোকটি তার স্ত্রীকে কিছু বলল না। এবং তার প্রতি ক্ষমার আচরণ করল। অতঃপর একদিন তার মৃত্যু হয়ে গেল। হযরত থানবী (রঃ) বলেন, এক ব্যক্তি ঐ লোকটিকে স্বপ্নে দেখল এবং জিজ্ঞাসা করল যে, ভাই,

আল্লাহ্পাক তোমার প্রতি কিরূপ আচরণ করলেন? সে বলল, আল্লাহ্পাক আমাকে বলেছেন, একদিন তোমার স্ত্রী ভুল বশতঃ তরকারীতে খুব বেশী লবণ দিয়ে ফেলেছিল। ফলে তুমি অনেক ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছিলে। কিন্তু আমার বাঁদী ভেবে আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তুমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলে। উহার বিনিময়ে আমিও আজ তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

হায়, কোন সাধারণ মানুষ যদি এই ঘটনা বর্ণনা করত তাহলে অন্তরে তেমন কোন প্রভাব পড়ত না। এ যে স্বয়ং হাকীমুল উম্মত হযরত থানবীর মত বড় আলেম তাঁর ওয়াযের মধ্যে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অতএব,সকলে নিজের স্ত্রী, সন্তানাদি, আত্মীয়-স্বজন ও মা-বাপের ব্যাপারে সর্তক হয়ে যান। বিশেষ করে মা-বাপের ব্যাপারে ত অনেক বেশী সতর্কতা অবলম্বন করুন। কখনও তাঁদের সাথে বক্বক্ করবেন না। মা-বাপের বদ-দোআ ত এমন লাগা লাগে যে, দুনিয়াতেই আযাব ভোগ না করে তার মৃত্যু হয় না।

মেশ্কাত শরীফের এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি মা-বাপকে কষ্ট দেয়, তার মৃত্যু হবে না যতক্ষণ না তার উপর আল্লাহ্র আযাব এসে যায়।

(মেশ্কাত শরীফ-৪২১ পৃঃ)।

বোম্বাইতে এক সূফী সাহেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলো। আল্লাহ্ওয়ালা লোক ছিল। কিন্তু একটা ভুল হয়ে গেছে। তার স্ত্রী ও তার মায়ের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল। সে তার বিবির পক্ষ নিয়ে মাকে ধমক দিয়ে কিছু বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখ দিয়ে বদ্দোআ বের হয়ে গেল যে, আল্লাহ্ যেন তোকে আমার জানাযায় শরীক হতে না দেয় এবং তোকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত করে মারে।

একদিন আমি দেখলাম। তার আঙ্গুল সমূহ থেকে পুঁজ পড়তেছে। কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, আমার মা দুইটি বদ্দোআ করেছিলেন। ফলে মায়ের মৃত্যুর সময় এমনই পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম যে, কোন ক্রমেই আমি তাঁর জানাযায় শরীক হতে পারিনি। এবং আমি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে গেছি। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমি আপনাদেরকে স্বচক্ষে দেখা ঘটনা শুনাচ্ছি। অতএব, সকলে নিজের পিতা-মাতার প্রতি খুব খেয়াল রাখবেন।

তা ছাড়া, যার কাছ থেকে কিছু দ্বীন শিক্ষা করেছেন, জীবনভর তাঁর হক ভুলবেন না। কোন কোন লোক দ্বীন শিক্ষা করার পর ঐ দ্বীনী মুরব্বীর প্রতি অকৃতজ্ঞতার আচরণ করে, তাঁকে এড়িয়ে চলে। কেউ হয়তঃ পাচঁ-ছয় মাস পর্যন্ত গায়েব হয়ে থাকলো। কোন খবরই ছিল না। কেহ কেহ দুই-তিন বৎসরের মধ্যে একবারও সাক্ষাত করলো না। মনে রাখবেন, যার কাছ থেকে দ্বীনের একটি হরফও শিখেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আপনার উপর তাঁর হক্ আছে বলে বিশ্বাস করবেন। এবং তৎপ্রতি যত্নবান থাকবেন। হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্হু) বলেন—

مَنْ عَلَّمَنِىْ حَرْفًا صَيَّرَنِىْ غُلَامًا

যে আমাকে দ্বীনের একটি হরফও শিক্ষা দিল, সে আমাকে তার গোলাম বানিয়ে নিল।

তাই, যাঁর কাছে দ্বীন শিক্ষা করলেন বা যাঁর কাছে আল্লাহ্র মহব্বত শিখলেন, সেই দ্বীনী-মুরব্বীকে কখনও ভুলবেন না। কখনও যদি তিনি ধমক দেন বা রাগ করেন, এতে তাঁর প্রতি মন খারাপ করবেন না। কখনও কোন শক্ত কথা বলে ফেললেও তাঁর প্রতি মনে কোন ক্ষোভ বা কষ্ট রাখবেন না। ইহাই মনে করবেন যে, স্নেহের পাত্রের প্রতি তাঁর এই মুরব্বীসুলভ আচরণকে মেনে নিলে তা আল্লাহ্র মহব্বত ও আল্লাহ্র প্রতি ভক্তি নিবেদন রূপে গণ্য হবে। কোন আল্লাহ্ওয়ালা আপনার এছ্লাহের (সংশোধন ও গঠনের) জন্য যদি আপনাকে রাগ করেন, ধমক দেন, তবে এই রাগ-ধমক বরদাশ্ত করলে তা আল্লাহ্র মহব্বতের খাতায় জমা করা হয়। আল্লাহ্র মহব্বতের পথে,আল্লাহ্র দ্বীনের পথে কাউকে যে মহব্বত ও ভক্তি পেশ করা হয় তা আল্লাহ্র মহব্বত ও আল্লাহ্র প্রতি ভক্তি রূপেই গণ্য হয়।

এখন তৃতীয় আয়াত সম্পর্কে শ্রবণ করুন। আল্লাহ্পাক বাইশ পারায় সূরায়ে আহ্যাবের মধ্যে এরশাদ করতেছেন —

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

আল্লাহ্পাক বলেন, হে ঈমানওয়ালারা, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা কোনও ক্ষেত্রে, কোনও বিষয়ে এমন কোন কাজ যেন না হয় যাতে আল্লাহ্পাক তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। সর্ব কাজে, সর্বক্ষেত্রে তাকওয়ার পথ অবলম্বন কর, আল্লাহ্র আনুগত্যের পথ অবলম্বন কর। এবং যখন তোমরা কথা বল, তো সত্য কথা বল, ভাল কথা ও সঠিক কথা বল। পরস্পরে এমন কথা বল যা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে মিল্-মহব্বত কায়েম থাকে, পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর ও মধুর থাকে। মুখের দ্বারা এমন কথা, এমন ভাষা উচ্চারণ কর, যা সীমা অতিক্রম না করে। ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টিকারী কথাবার্তার ধারে-কাছেও যেওনা।

বিয়ের খোৎবার মধ্যে এই সকল আয়াত এ উদ্দেশ্যেই পড়া হয় যাতে করে এর উপদেশ মোতাবেক ঝগড়া-বিবাদের পথ পরিহার করে চলা হয়। যাতে করে কখনও এমন অবস্থা না আসে যে, ঝগড়া বা তর্কের ফাঁকে কখনও মুখ দিয়ে তালাক শব্দ বের হয়ে যায়। يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ যদি তোমরা এভাবে চল, তাহলে আল্লাহ্পাক তোমাদের আমল সমূহ কবূল করে নিবেন।

এখানে সকল তাফসীরের কিতাবে يُصْلِحْ এর অর্থ করা হয়েছে يَتَقَبَّلُ দ্বারা। তাফ্সীরে রূহুল-মাআনী, তাফ্সীরে খাযেন, হযরত থানবীর তাফ্সীরে বয়ানুল-কোরআন সহ সকল তাফসীর গ্রন্থে يُصْلِحْ لَكُمْ এর অর্থ বলা হয়েছে يَتَقَبَّلُ حَسَنَاتِكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তোমাদের নেক্ কাজগুলো কবূল করে নিবেন। বলুন ত يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ এর আরবী অভিধানের দৃষ্টিতে কি অর্থ হয় ? এর আভিধানিক অর্থ ত এই হয় যে, আল্লাহ্পাক তোমাদের আমল সমূহ ভাল করে দিবেন বা সংশোধন করে দিবেন। অথচ, এখানে এরূপ অর্থ করা ভুল। অতএব, শুধু আরবী ভাষা ও আরবী অভিধানকে ভিত্তি করে কোরআনের অর্থ করা জায়েয নাই। যেই যালেম ও যেই জাহেল এই কথা বলে যে, কলেজের যেকোন একজন প্রফেসারই আরবী অভিধানের আলোকে কোরআনের ব্যাখ্যা করতে পারে, তার চেয়ে বড় জাহেল ও এত বড় গন্ডমূর্খ এই পৃথিবীতে আর নাই। কারণ, যেই অর্থ ও ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম

প্রদান করেছেন তাহাই সঠিক ও নির্ভুল। আল্লাহ্-রব্বুল আলামীন নিজে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর ছাত্রদেরকে, অর্থাৎ সাহাবায়ে-কেরাম রাযিয়াল্লাহু আন্হুমকে। তাই, আমাদের দেখতে হবে যে, সাহাবায়ে কেরাম কোরআনের কোন্ আয়াতের কি ব্যাখ্যা করেছেন, কি অর্থ বলেছেন ? এবং আমাদেরকে সেই অর্থই করতে হবে যা সাহাবীগণ হতে বর্ণিত বা উদ্ধৃত আছে।

অতএব, কিছু সংখ্যক ডক্টর ও প্রফেসার যারা শুধু আরবী ভাষার উপর নির্ভর করে পবিত্র কোরআনের তরজমা-তাফসীর করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন, তাদের এহেন আচরণ খুবই গর্হিত ও অবিবেচনা প্রসূত। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার সংশোধন করা তাদের উপর ওয়াজিব। দেখুন, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর চাচাত ভাই, রঈছুল-মোফাচ্ছিরীন (মোফাচ্ছিরকুল শিরমনি) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) يَصْلِحْ لَكُمْ এর তাফ্সীরে বলতেছেন- اَيْ يَتَقَبَّلُ حَسَنَاتِكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের নেক্ কাজগুলো কবূল করে নিবেন। তিনি অভিধান ভিত্তিক এরূপ তরজমা করেন নাই যে, আল্লাহ্ তোমাদের আমল সমূহের সংশোধন করে দিবেন বা আমল সমূহকে ভাল করে দিবেন। বরং তিনি সেই তরজমাই করেছেন যা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম থেকে শুনেছেন বা শিখেছেন।

তিনি এরূপ তরজমা কেন করলেন, এর কারণ স্বরূপ হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) তাফ্সীরে বয়ানুল কোরআনের টীকায় লিখেছেন-

لِاَنَّ الْعَمَلَ اِذَا كَانَ صَالِحًا يَكُوْنُ مَقْبُوْلاً

অর্থাৎ এরূপ ব্যাখ্যা করার কারণ এই যে, যখন তোমাদের আমল নেক্ ও বিশুদ্ধ হবে তখন তা কবূলও হবে। অতএব, আমল নেক্ ও বিশুদ্ধ হলে কবূলিয়তও সুনির্দ্ধারিত। তবে আমল নেক্ ও বিশুদ্ধ হবে কখন ? যখন তা এখ্লাছের সাথে করা হবে, একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা হবে।

এ দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, যেই পুরুষ বা যেই নারী সর্বদা ঘরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করতে থাকে তার নেক্ আমল সমূহ কবূল হওয়া আশংকাপূর্ণ।

অর্থাৎ কবূল না হওয়ার আশংকা আছে। (কারণ, এখানে এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি মাফিক কথা বল। তাহলে তোমাদের নেক্ আমল সমূহ কবূল করা হবে।)

তাক্ওয়া অবলম্বন এবং সত্য-বিশুদ্ধ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মাপ মত কথা বলার দ্বিতীয় পুরস্কার এই যে, وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ আল্লাহ্পাক তোমাদের গুনাহ্ সমূহ মাফ করে দিবেন।

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

আর যে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, নিশ্চয় সে কামিয়াব হয়ে যাবে।

এরপর যে চতুর্থ আয়াত শরীফ আমি তেলাওয়াত করেছি তাও বিবাহ সম্পর্কিত। আল্লাহ্পাক বলেন– وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"তোমরা তাদের (তোমাদের স্ত্রীদের) সঙ্গে সদাচারের সাথে জীবন যাপন কর।"

হে দুনিয়ার মানুষ! স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-পালনকর্তা তোমাদেরকে হেদায়েত দিতেছেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচার-সদ্ব্যবহার কর। যে ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহ্পাকের সুপারিশকে প্রত্যাখ্যান করে, তার মত বেহায়া ও হতভাগা আর কেউ হতে পারে না। একথাগুলি বলেছেন হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত থানবী (রঃ)। আমি আমার পক্ষ হতে কিছু বলবো না। আমি শুধু আপনাদেরকে আমার বড়দের কথা শুনাবো।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী বলেন, আল্লাহ্পাক এই আয়াতে স্ত্রীদের সাথে সদাচার ও ভাল ব্যবহার করার জন্য সুপারিশ করেছেন। কোন এস-পি, ডিআইজি, কিংবা কমান্ডার ইন্চীফ যদি সুপারিশ করেন যে, দেখ, তোমার স্ত্রীর সাথে তুমি ভাল ব্যবহার করবে। তোমার স্ত্রী আমার মেয়ের বান্ধবী। তারা উভয়ে একসাথে পড়াশুনা করত। যদি তুমি তোমার স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ নির্যাতন কর তাহলে মনে রাখবে, আমি একজন এসপি, ডিআইজি, কমান্ডার ইন্চীফ বা কমিশনার। ফলে

তখন ঐলোক তার স্ত্রীকে আদর ও সম্মান করে বলে, বেগম সাহেবা, তোমার কোনরূপ কষ্ট-তক্‌লীফ তো নাই ? দেখ, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যা বলার তুমি আমাকে বল, ডিআইজি সাহেবকে কিছু বলো না।

অতএব, হেবন্ধুগণ, খুব লক্ষ্য করুন যে, স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল-আমীন তাঁর বান্দীদের সম্পর্কে সুপারিশ নাযিল করে বলতেছেন—

وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচার, শিষ্টাচারের সাথে জীবন যাপন কর। ভাল ব্যবহার কর। তারা যেমন তোমাদের স্ত্রী, সেই সঙ্গে তারা আমার বান্দীও তো ? অতএব, তোমরা এদিকেও একটু লক্ষ্য রাখবে। শোন, স্বয়ং তোমাদের খোদা তোমাদের নিকট সুপারিশ করতেছে যে, হে আমার বান্দারা, আমার বান্দীদের সাথে তোমরা ভাল ব্যবহার করবে। হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী বলেন, সেই ব্যক্তি নেহায়েত নির্লজ্জ-বেহায়া যে আল্লাহ্‌পাকের এহেন সুপারিশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না বরং তা প্রত্যাখ্যান করে দেয়; যে নিজের সৃষ্টিকর্তা-পালনকর্তার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করতঃ স্ত্রীর উপর উঠতে-বসতে এত নির্যাতন, এত জ্বালাতন করে যে, দুঃখে তার কলিজা ফেটে যায়, সর্বদা অশান্তির আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরতে থাকে। তখন সে আফসোস করতে থাকে, বিশেষ করে কোন দাড়ি-টুপি ওয়ালা ব্যক্তি যার এশ্‌রাক এবং তাহাজ্জুদও কাযা হয় না, সে যখন তাকে মারধর করে, ধমক দেয়, অন্যায়ভাবে তাকে কষ্ট দেয় তখন সে মনে মনে ভাবে যে, হায়, এর চেয়ে ভাল ত ঐ প্যান্ট-শার্টওয়ালা যে তার স্ত্রীকে সুখে-শান্তিতে রাখতেছে। যখন সে কোন প্রতিবেশী প্যান্ট-শার্টওয়ালাকে দেখতে পায় যে, সে তার স্ত্রীর সাথে কত সুন্দর, কত মধুর ব্যবহার করতেছে তখন সে গভীর আক্ষেপের সাথে বলে, হায় আল্লাহ্, এর চেয়ে ভাল ত ঐ প্যান্ট-শার্টওয়ালা লোকটা। হায়, কত ভাল হত যদি আমি এই দাড়িওয়ালার পালায় না পড়তাম!

এভাবে আমাদের দুর্ব্যবহারের দ্বারা আমরা তাদের অন্তরে দাড়ির প্রতি ঘৃণা পয়দা করি। অতএব, দাড়ি রাখার পর, নেক্ লোকদের বেশ ধারনের পর,

রোযা-নামায আদায়ের পর এবং বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর আমাদের দায়িত্ব বেড়ে যায় যেন আমরা স্ত্রীদের সাথে এমন ব্যবহার করি যার ফলে তাদের অন্তরে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ পয়দা হয়। তাই, স্ত্রীর সঙ্গে এত বেশী ভাল ব্যবহার করুন যেন সে সমস্ত মহল্লার মেয়েদের নিকট বলে যে, আরে, কত না ভাল হত যদি কোন আল্লাহ্ওয়ালা লোকের সাথে তোমার বিয়ে হতো, কোন দ্বীন্দার-নামাযী লোকের সাথে, বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কোন লোকের সাথে তোমার বিয়ে হতো। এমন ভাল ব্যবহার করুন যাতে সে আপনার দাড়ির পক্ষে ব্যাপক প্রচার করতে থাকে। প্রচার মূলতঃ হিন্দী শব্দ। এর মূল উচ্চারণ হল পরচার। যার অর্থ চার পর (চারটি ডানা)। দুই ডানার দ্বারাই ত পাখী কত দূরে উড়ে যায়। তাহলে চার ডানা হলে খবর কত দ্রুতবেগে উড়ে যাবে? এজন্যই একে পর্চার বলে।

বন্ধুগণ, আমি স্ত্রীর উপর অত্যাচারকারী কোন-কোন লোককে দেখেছি যে, এমন কঠিন আযাবে আক্রান্ত হয়েছে যা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না।

যাক, আমি বিবাহ সংক্রান্ত এবং স্বামী-স্ত্রীর আচরণবিধি সংক্রান্ত চারখানা আয়াত পাঠ করেছিলাম যার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও পেশ করা হয়েছে। এখন খোৎবায় উল্লেখিত চারখানা হাদীসের তরজমাও শুনে নিন। তারপর ইন্শাআল্লাহ্ এখনি বিবাহ পড়ানো হবে।

ইবনে-মাজাহ্ শরীফের ১৩৪ পৃষ্ঠায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন— اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ বিবাহ করা আমার সুন্নত। (অন্য এক বর্ণনায় আছে,)যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরায়, সে আমার নয় (তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই)। এই হাদীছটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অর্থাৎ যদি কারো কোন ব্যক্তিগত অসুবিধা বা অপারগতা থাকে, যেমন কারো মধ্যে আল্লাহ্ প্রেম এত বেশী প্রবল হয়ে গেছে যে, সে বিয়ে-শাদীর ভারী দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারতেছেনা। বিবি-বাচ্চার হক আদায় করা তার পক্ষে দুষ্কর। এবং সেজন্য সে বিয়ে করতেছেনা। তাহলে একে ' সুন্নত' হতে মুখ ফিরানো বলা যাবেনা। কিন্তু যদি কারো কোনরূপ অপারগতা বা অসুবিধা না থাকে, তবুও সে অকারণে

বিবাহ-শাদী পরিহার করে চলে, তাহলে সে হাদীসে বর্ণিত উক্ত সতর্কবাণীর আওতায় পড়ে যাবে।

অতএব, কাউকে অবিবাহিত দেখলেই তার প্রতি কুধারণা করবেন না। কারণ, কতিপয় বড় বড় আলেম এবং বড় বড় ওলীও এমন ছিলেন যে, তাঁরা বিয়ে-শাদী করেন নাই। যেমন হযরত বিশ্‌রে-হাফী (রঃ), মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা মুহীউদ্দীন আবূ যাকারিয়া নাবাবী (রঃ), আল্লামা ছা'দুদ্দীন তাফ্‌তাযানী (রঃ), (হযরত রাবেআ বস্‌রী (রঃ)) প্রমুখ। তাঁরা কেহই বিয়ে করেন নাই। তাঁদের কিছু বাধ্য-বাধকতা ছিল। কি ছিল সেই বাধ্য-বাধকতা বা অপারগতা, সে সম্পর্কে একটি ছন্দ শুনুন—

ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں

رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر

অর্থ, আমাদের এমন কিছু বাধ্য-বাধকতা আছে যা কারো কাছে ব্যক্ত করার মত নয়। তাই, শুধু আসমানের দিকে চেয়ে থাকি, শুধু আল্লাহ্‌র কাছে বলি।

অনুরূপ, স্ত্রীরাও যখন স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়, যখন সর্বদা স্বামীর বকা-ঝকা ও তিতা কথা শুনতে হয় তখন তারাও আসমানের দিকে চেয়ে থাকে এবং অবস্থার ভাষায় মনের ব্যথা ও অক্ষমতা প্রকাশ করতে থাকে। অর্থাৎ অনেক সময় তারা মনে মনে ভাবে যে, যদি আমি পুরুষ হতাম আর এই লোকটা আমার স্ত্রী হত তাহলে আমিও একটু দেখে ছাড়তাম।

আমি মেয়েদেরকেও নসীহত করতেছি যে, তোমরা নিজের স্বামীকে খুব ইয্‌যত কর। তাঁর প্রতি আদব-সম্মানের ব্যবহার কর। কখনও যদি স্বামী কর্তৃক কোন ভুল-ভ্রান্তি বা কোন অন্যায় আচরণ হয়ে যায় তবে স্বামীকে ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র মনে করে, স্বামীর সম্মান ও মর্যাদার কথা খেয়াল করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে তাকে মাফ করে দাও।

স্বামীর খেদমত্‌কে নিজের সৌভাগ্য মনে কর। হাদীছ শরীফে আছে, স্বামী যদি অসন্তুষ্ট অবস্থায় ঘুমিয়ে যায় তবে স্ত্রীর কোন আমলই আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল

হয় না, যদিও সে রাতভর তস্‌বীহ্ পড়তে থাকে। স্ত্রীদের এই কথা চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহ্‌পাক স্বামীকে এত বেশী উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন যে, যদি কোন মানুষ অন্য মানুষকে সেজ্‌দা করা জায়েয হতো তবে সেই মানুষটি হতো স্বামী। কিন্তু যেহেতু কাহাকেও সেজদা করা জায়েয নাই তাই স্বামীকে সেজদা করার হুকুম দেওয়া হয় নাই। সেজ্‌দার উপযুক্ত যাত্ শুধু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। তাই, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে সেজদা করা জায়েয নাই। তাই, তোমরাও সর্বদা স্মরণ রাখবে এবং মা-বাপেরও কর্তব্য ও গুরুদায়িত্ব নিজের মেয়েদেরকে এ বিষয়ে বুঝাতে থাকা যে, স্বামী যদি কখনও কোন কটু কথাও বলে বা তিক্ত ব্যবহারও করে, তোমরা তা সহ্য করে নিবে। তার হাতে শত রকমের নেআমতও তো তোমরা পাচ্ছ ? স্বামী নিজের রক্ত পানি করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে আনে। আর তোমরা চুলার কাছে বসে রান্না-বান্না করে দাও, রুটি-চাপাতি ইত্যাদি তৈরী করে দাও।

(অতঃপর হযরত রসিকতাচ্ছলে বললেন, আচ্ছা, চাপাতির নাম চাপাতি কেন রাখা হলো ? এবং চপতের (থাপ্পড়ের) নাম চপত কেন রাখা হলো ? তাছাড়া, চপত্ ও চাপাতির মধ্যে কি সামঞ্জস্য ? সামঞ্জস্য এই যে, যখন চাপাতি বানানো হয় তখন চপ্ চপ্ শব্দ হয়। অনুরূপ চপত্ মারলেও চপ্ শব্দ হয়। কখনও কখনও তোমরা ভাষার গূঢ় রহস্য এই ফকীরের নিকট শুনে নিও!

চপত্ সম্পর্কে আর একটি ঘটনা শুনুন। ভারতের এক কবির নাম ছিল ইন্‌শাআল্লাহ্ খাঁ ইন্‌শা। একবার তিনি দিল্লীর নবাবের মেহ্‌মান হলেন। ইন্‌শাআল্লাহ্ খাঁ টুপি না পরেই খেতে বসেছিলেন। এবং নবাব সাহেবের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে মাথা নীচু করে খানা খাচ্ছিলেন। নবাব সাহেব রসিকতা করে একটু ঝুঁকে ইন্‌শাআল্লাহ্ খাঁর মাথার উপর একটা চপত্ (থাপ্পড়) মেরে দিলেন। তিনি বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, খালি-মাথায় কেন খানা খাচ্ছ ? কবি পূর্ববৎ মাথা নীচু করেই বলতে লাগলেন, আল্লাহ্‌পাক আমার আব্বাজানকে মাগফেরাত দান করুন। আব্বাজান একবার আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, বেটা! কখনও খালি মাথায় খানা খেওনা। অন্যথায় শয়তান তোমাকে চপত্ (থাপ্পড়) মেরে দিবে। শুনে নবাব সাহেবের ত হুশ্ উড়ে গেল যে, লোকটা আমাকে শয়তান বানিয়ে দিল ?

যাক, এখন দ্বিতীয় হাদীছের তরজমা শুনুন। বোখারী শরীফের হাদীছ। নবীকুলের শিরমনি হযরত রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন—

اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ - (بخارى ص٧٧٩ ج ٢)

অর্থাৎ নারী হচ্ছে পাঁজরের বাঁকা হাড়ের মত। (কারণ, নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের বাঁকা হাড্ডি থেকে)। বলুন, আমাদের পাঁজরের মধ্যে যে হাড় সমূহ রয়েছে, আমরা তা দ্বারা উপকৃত হচ্ছি কিনা? বলুন, সে হাড়গুলো বাঁকা নয় কি ? সকলের পাঁজরের হাড়ই বাঁকা। সেই বাঁকা হাড় নিয়েই ত আমরা বেঁচে আছি। এবং সেগুলোর দ্বারা আমাদের কাজ নিচ্ছি। নাকি কখনও জিন্নাহ্ হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারদের বলেছিলাম যে, ভাই, আমার পাঁজরের হাড়গুলো সোজা করে দিন ? তাই, প্রিয়নবীজীর ভাষা দেখুন, তিনি বলেন- اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا যদি তুমি তাকে সোজা করতে যাও তাহলে তুমি তাকে খন্ডিত করে ফেলবে (ভেঙ্গে ফেলবে)। অর্থাৎ স্ত্রীর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা। বেশী বক্‌বক্ করো না। বরং তাদের বক্রতাকে সহ্য কর। বক্‌বক্ করতে গেলে খোদা না করুন, তা তালাকের মত ঘটনায়ও রূপ নিতে পারে। তখন ত ছেলেমেয়েরাও তোমাকে গালাগালি দিবে যে, কেমন যালেম এই পিতা যে আমাদের আম্মাজানকে ছেড়ে দিয়েছে। এবং তুমিও তাকে স্মরণ করে চোখের পানি ফেলবে। তাছাড়া, লোকেরা যখন এধরনের ঘটনা শুনবে তখন তারাও তোমাকে মেয়ে দিতে রাজী হবে না। বলবে যে, লোকটা খুব কড়া মেযাজী। বড় মারাত্মক লোক। একজনকে ত তালাক দিয়ে সেরেছে। আমরা যদি মেয়ে দিই তবে আমাদের মেয়েরও সেই একই দশা না হয়। অতএব, তার কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়া যাবেনা। বন্ধুগণ, এজন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলছেন—

اِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ

যেভাবে তুমি তোমার বাঁকা হাড়ের দ্বারা কাজ নিতেছ, তদ্রূপ স্ত্রীর দ্বারাও কাজ চালিয়ে নাও। তার বক্রতার উপর ছবর কর। তার অসুন্দর ও কষ্টদায়ক আচরণ সমূহ সহ্য করে চল। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও, তাহলে তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলার তথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলার আশংকা রয়েছে।

আল্লামা কাছ্তালানী এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন—

وَفِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْلِيْمٌ لِلْاِحْسَانِ اِلَى النِّسَاءِ وَالرِّفْقِ بِهِنَّ وَالصَّبْرِ عَلٰى عِوَجِ اَخْلَاقِهِنَّ لِاحْتِمَالِ ضُعْفِ عُقُوْلِهِنَّ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এই হাদীছের মধ্যে শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সদাচার কর, তাদের সাথে নরম ব্যবহার কর এবং তাদের আচার-ব্যবহারের বক্রতার উপর ধৈর্য্য ধারণ করে চল। কারণ, সৃষ্টিগত ভাবেই তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কম ও দুর্বল।

দেখুন, আপনারই কোন সন্তান যদি নাদান হয়, তবে আপনি তাকে সহ্য করে নেন। বলেন যে, ভাই, বাচ্চাটার জ্ঞান-বুদ্ধি কম। বরং অন্য লোকদেরও আপনি বলে রাখেন যে, ভাই সাহেব, আমার বাচ্চাটা কখনও যদি আপনাকে অসঙ্গত কিছু বলে ফেলে তবে মনে কষ্ট নেবেন না। কারণ, ওর মাথার ইস্কু একটু ঢিলা। অনুরূপ, নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের জ্ঞান-বুদ্ধি একটু কম হয়। তাই, যেহেতু তাদের বিবেক-বুদ্ধি কম, সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাদের অসঙ্গত কথাবার্তা ও আচরণাদি সহ্য করে নিতে হবে। মনে করবেন, বুদ্ধির কমির কারণেই এরূপ করতেছে। ধরুন, আপনি যদি পাচঁ-দশ টাকার ঔষধ নিয়ে আসেন, তাহলে বলবে, কোত্থেকে যেন কতগুলো ঘাস-ভূষি তুলে নিয়ে এসেছে।

এক মহিলা আরেক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, বোন, তোমার স্বামী কি তোমার জন্য জুতা-টুতা কিছু এনেছে ? সে বলল, হ্যাঁ, এনেছিল ত রাবার-টাবারের কি যেন একজোড়া। স্যান্ডেল সম্পর্কে সে এরূপ মন্তব্য করল।

মহিলা বলল, উনি তোমাকে পোশাক-পরিচ্ছদও কিছু দেন ? সে বলল, হ্যাঁ, দেয় ত কতগুলো কাঁথা। মহিলা বলল, চীনা মাটির কিছু ভাল-ভাল থালা-পেয়ালাও কি এনে দিয়েছেন তোমাকে ? বলল, হ্যাঁ, এনেছিল কতগুলি মাটির চাক্কা-চোক্কা। তাই, মেয়েদের এধরনের কথাবার্তা ক্ষমা করে দিতে হয়। কারণ, ওদের বুঝ-বুদ্ধি কম।

তবে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদিও এদের জ্ঞান-বুদ্ধি কম, কিন্তু বড় বড় জ্ঞানীকে তারা অজ্ঞান করে ফেলে। তাই, না-মাহ্‌রাম মেয়েদের থেকে দৃষ্টি সংযত রাখা জরুরী। বড় বড় এম,এস,সি, পি,এইচ,ডি ডিগ্রী ধারী, বড় বড় প্রফেসার, বড় বড় গ্রাজুয়েট এবং বড় বড় মৌলবী সাহেবও যদি তাদের থেকে দৃষ্টি সংযত না রাখেন, তবে মনে রাখবেন, পাগল হয়ে যেতে হবে। তাই, না-মাহ্‌রাম নারী থেকে নজর হেফাযতকে ফরয এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতকে হারাম করা হয়েছে।

যাক, উল্লেখিত হাদীছ-শরীফে মেয়েদের প্রতি সদাচার, কোমল ব্যবহার এবং তাদের অন্যায় ও বক্র আচরণাদি সহ্য করার তা'লীম করা হয়েছে।

শরীঅত মেয়েদেরকে কিছুটা মান-অভিমান করারও অধিকার দিয়েছে। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলতেন যে, হে আয়েশা, যখন তুমি আমার উপর মনে-মনে রাগ থাক, আমি তা বুঝে ফেলি। আমাদের আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার মা-বাপ আপনার উপর কোরবান হোক, আমার রাগ থাকার ব্যাপারটা আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন ? হুযূর বললেন, হে আয়েশা, যখন তুমি আমার প্রতি রাগান্বিত থাক তখন তুমি বল, ইব্রাহীম (আঃ) এর রব্বের কসম। আর যখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক তখন বল, মোহাম্মদ ছোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর রব্বের কসম।

(বোখারী শরীফ ২য় খন্ড, ৭৮৭ পৃঃ)।

দেখলেন ত যে, এত বড় পয়গম্বর এবং এত বড় মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর জেদ-অভিমানকে তিনি কিভাবে সহ্য করেছেন? এতে তিনি সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও নেননি, বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হন নি। তাই, স্ত্রীদের কিছুটা জেদ-খেদ করারও হক্ আছে। কিছু লোক নিজেকে স্ত্রীর উপর শুধু হাকিম বা শাসক মনে করে এবং কোরআনের এই আয়াতকে স্বপক্ষের দলীল স্বরূপ পেশ করে—

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

অর্থাৎ পুরুষগণ মেয়েদের উপর অভিভাবক ও পরিচালক। এরা এই আয়াত দ্বারা স্ত্রীর উপর নিজের হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (দামাত্ বারাকাতুহুম) বলেন, অবশ্যই স্ত্রীর উপর আপনার হুকুমত্ (শাসনাধিকার) রয়েছে। তবে তা শরীঅতের ব্যাপারে। স্ত্রী যদি শরীঅতের বরখেলাপ কোন কাজ করতে চায়, যেমন, সে টি,ভি, ভিসি,আর আনতে বলল, ঘরের মধ্যে কোন জীবের ছবি লাগাতে বলল কিংবা সিনেমা দেখানোর প্রস্তাব করল, তখন তুমি নিজের হুকূমত দেখাও। অটল থেকে বল যে, তা কস্মিনকালেও হবেনা। কিন্তু, সে যদি বলে যে, আমার জন্য একটা মিরিন্ডা আন, তখন এরূপ বলোনা যে, এখন আমার মন-মানসিকতা ঠিক নাই। কারণ, আজকে অফিসে এক অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। ইত্যাদি। বরং তার মহব্বতের যা যা হক আছে, অবশ্যই তা পূরা কর। তাতে কোনরূপ ত্রুটি করো না।

এক-আধ লোক্মা স্ত্রীর মুখে তুলে দেওয়াও তো সুন্নত। স্ত্রীর সাথে আপনার এক সম্পর্ক হাকিমের, আর এক সম্পর্ক প্রেমিকের। হাকিম হিসাবে আপনি তাকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রাখেন। আর প্রেমিক হিসাবে তাকে ভালবাসাও আপনার কর্তব্য। আর স্ত্রীরও আপনার সাথে দুই ধরনের সম্পর্ক। মাহ্কূমাহ্ (অধীনস্থা) হিসাবে এবং মাহ্বূবাহ্ (প্রিয়তমা বা ভালবাসার পাত্রী) হিসাবে। তাই, মহব্বতের হক্ও আদায় করুন। তাহলে আপনাদের পারিবারিক জীবন অত্যন্ত শান্তিময় হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আল্লাহ্পাক আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এশার নামায পড়ে যখন ঘরে তশ্রীফ নিতেন তখন হযরত আয়েশার অন্তরে প্রিয় নবীজী সম্পর্কে কি অনুভূতি জাগত, হযরত আয়েশা তা এই ছন্দের মধ্যে তুলে ধরেছেন—

لَنَا شَمْسٌ وَ لِلْاٰفَاقِ شَمْسٌ

وَشَمْسِیْ اَفْضَلُ شَمْسِ السَّمَاءِ

فَاِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ

وَشَمْسِىْ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ

আমার একটি সূর্য আছে, আকাশেরও একটি সূর্য আছে। কিন্তু, আমার সূর্য আকাশের সূর্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ,আকাশের সূর্য উদয় হয় ফজরের নামাযের পরে। আর আমার সূর্য উদয় হয় এশার নামাযের পরে।

হযরত আয়েশা আরও বলেন যে, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এশার পরে যখন ঘরে আসতেন তখন মুচ্‌কি হাসতে হাসতে আসতেন। এবং ঘরের লোকদেরকে ছালাম করতেন। আজ এই উভয় সুন্নত ছুটে গিয়েছে। আমরা যখন ঘরে আসি তখন আমরা ঘরের লোকদেরকে সালাম করি না। এবং আমরা মুচ্‌কি হাসি সহ ঘরে আসি না। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সর্বদা উম্মতের জন্য কত বেশী চিন্তাযুক্ত থাকতেন। এতদসত্ত্বেও কখনও তিনি এই সুন্নত ত্যাগ করেন নাই। আল্লাহ্‌পাক আমাদের সবাইকে তওফীক দান করুন।

এখন তৃতীয় হাদীছের তরজমা শুনুন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন—

اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهٗ مُؤْنَةً (مشكوة ص ٢٦٥ كنز العمال ص ٢٩٩ ج ١٦)

সবচেয়ে বরকতময় ঐ বিবাহ যাতে খরচ খুব কম হয়। যা সাদাসিধা ভাবে হয়। সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর কাজের মধ্যে আল্লাহ্‌পাক বরকত দান করেন। কিন্তু আজকাল কোন্ বিবাহকে বরকতময় মনে করা হয় ? যেই বিবাহে বিশাল সামিয়ানা টাঙিয়ে বিরাট এক পার্কের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করা হয় (কিংবা বিপুল অর্থের বিনিময়ে বিরাট এক কমিউনিটি সেন্টার বা বিবাহের হল ভাড়া করে নেওয়া হয়।) বিদ্যুত বিল যেন পঞ্চাশ হাজার টাকার কম কিছুতেই না হয়। তদুপরি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। সকলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর খানা খাবে। আল্লাহ্‌পাক বলেন—

وَ يَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ

তারা এভাবে খানা খায় যেভাবে জানোয়ারে খায়। এই আয়াতে ত কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আফসোস, আজ আমরা মুসলমানেরা কাফেরের মত আচরণ করতেছি, কাফেরের পথে চলতেছি। মুসলমান হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাওয়াতের খানা খাচ্ছি। অথচ, নবীকুলের সর্দার ঐ মদীনার রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আজ হতে চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে,তোমরা দাঁড়িয়ে খানা খাবেনা, দাঁড়িয়ে পানি করবেনা।

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ قَائِمًا ـــ

কিন্তু, আজ আমরা নবীজীর সেই ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণ করতেছি। তারপর আরও বেশী বরকতময় বিবাহে ত ভিডিও ফিল্ম তৈরী করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন কোন দ্বীনদার দাড়িওয়ালা লোকও সেখানে বসে থাকে, খানা খেতে থাকে। অথচ, তখন সেখানে বসে থাকা জায়েয নাই। যেখানে আল্লাহ্‌র কোন নাফরমানী শুরু হয়, সাথে সাথে সেখান থেকে উঠে যাওয়া ওয়াজিব। যেমন, গান-বাদ্য শুরু হয়ে গেল অথবা ছবি তুলতে লাগল কিংবা টিভি অথবা ফিল্ম চলতে শুরু করল। ঐ মূহূর্তে আল্লাহ্‌র মহব্বতের হক ত এই যে, মুখের কাছে তুলে নেওয়া লোক্‌মাটি প্লেটের মধ্যে রেখে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে উঠে আসবে।

আরও কত রকম গর্হিত কাজ মুসলমানের বিবাহ উপলক্ষে সংঘটিত হচ্ছে। বিশেষ উর্দী পরিহিত চাকর-বাকর আনা হয়। ব্যাণ্ডপার্টি আনা হয়, যারা বাদ্য বাজাতে থাকে। চিড়িয়াখানা হতে ভাড়া করে হাতী আনা হয়। অথচ, যারা এসব করতেছে, তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা ঝুপ্‌ড়ির মধ্যে বসবাস করে এবং চৌরাস্তায় বসে মানুষের নিকট যাকাত ভিক্ষা করে বেড়ায়। আমি আমার স্বচক্ষে দেখেছি যে, এই স্তরের লোকেরাও বিয়ে উপলক্ষে চিড়িয়াখানা থেকে ভাড়া

করে হাতী নিয়ে এসেছে, উর্দি পরা ব্যাণ্ডপার্টি এনেছে। মনে রাখবেন, এদেরকে যাকাত দেওয়া হারাম। এদের ব্যাংক একাউন্ট থাকে। এদেরকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। এরা পেশাদার। পেশাদারদিগকে যাকাত দিবেন না। তাদেরকে যাকাত দেওয়া মানে, তাদের হারাম কাজে সাহায্য করা।

বিবাহ উপলক্ষে সমাজের মধ্যে এরূপ বিভিন্ন ধরনের কুপ্রথার অভিশাপ চলতেছে। অথচ, এই অভিশাপকেই মনে করা হচ্ছে বরকত। কুপ্রথার অভিশাপকেই মনে করা করা হচ্ছে কল্যাণ এবং সামাজিক সম্মান। নাউযু বিল্লাহ। তবে, বিবাহ-শাদীতে আসল বরকত কোন্ পথে? নবীকুলশ্রেষ্ঠ হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন, সবচেয়ে বরকত ওয়ালা ঐ বিবাহ যাতে খরচ কম হয়।

আপনারা ওলীমাও একদম সাদাসিধাভাবে করুন। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দশ-বিশ জনকে দাওয়াত করুন। এতটুকুই যথেষ্ট। ওলীমা উপলক্ষে দশ হাজার লোককে দাওয়াত করা ওয়াজিব নয়। ডেকোরেশনেরও কোন প্রয়োজন নাই। নিজের ঘরের মধ্যেই খাওয়ার ব্যবস্থা করুন না। মেরিজ-হলে পয়সা নষ্ট করার কি প্রয়োজন? শুনুন, এই পয়সাগুলো নষ্ট না করে বরং তা নিজের মেয়েকে অথবা জামাতাকে দিয়ে দিন। অথবা নিজের জন্যেই রেখে দিন। (অন্যথায় অপচয়ের পথে ইহ-পরকালে সমূহ ক্ষতি ও অপমানের শিকার হতে হবে।) যেমন, পার্ক জুড়ে সামিয়ানা লাগিয়ে দশ হাজার লোককে খানা খাওয়ানো হলো। লোকজন যখন বের হতে শুরু করল, বড় সাহেব গেইটে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন যে, দেখি, লোকেরা কি কি প্রশংসা করে। কিন্তু কি শুনছেন ? একজন অন্যজনকে বলছে, আরে ভাই, গোশতের মধ্যে ঘি এত বেশী দিয়েছিল যে, কোন ক্রমেই খেতে পারলাম না। মনে হয় একাজ এজন্যই করেছে যাতে লোকেরা বেশী খেতে না পারে এবং তার পয়সা বেঁচে যায়। আরেকজন বলছে, ভাই, লবণ এত বেশী দিয়েছে যে, আমার ত ব্লাড-প্রেসার 'হাই' হয়ে যাওয়ার আশংকা হচ্ছে।

তৃতীয় একজন বলছে, ওরে মা ! ভাই, একটা কথা বলি, একি গোশত দিয়েছিল, না চামড়া ? এত শক্ত যে, দাঁত আর হাত দিয়ে টানাটানি করতে করতে এখন আমার চোয়ালে ব্যথা করতেছে। নিশ্চয়ই তা বুড়া গরুর গোশত ছিল।

চতুর্থ একজন বলে উঠল, আরে ভাই, কি বলব। মনে হয় লোকটা দিল্লীর হবে। গোশতের মধ্যে মরিচ এত বেশী দিয়েছে যা বড়ই বিপজ্জনক। যদিও এখন টের পাওয়া যাচ্ছেনা, সকাল বেলা এই মরিচ তার ফলাফল ঠিকই প্রকাশ করবে।

مرچ ظالم جدھر سے گذری ہے

اپنا کرتب دکھا کے گذری ہے

এই দুষ্ট-মরিচ যেখানেই যাবে, তার ক্রিয়া সে দেখিয়েই ছাড়বে। সকালে খবর হবে যে, হয়ত আমাশয় নতুবা ডায়রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

অতএব, এসব বেহুদা খরচপাতি বর্জন করুন। সাদাসিধা ও সহজ-সরল ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। বিরাট আকারের দাওয়াত বা অনুষ্ঠান করার মধ্যে কোন লাভ নাই।

মদীনা-শরীফে জনৈক সাহাবীর বিবাহ হলো। তিনি এত গরীব ছিলেন যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকেও ওলীমার দাওয়াত দিতে পারেননি। একদা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কি বিবাহ করেছ ? তিনি বললেন, জ্বী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)। (তিরমিযী শরীফ, প্রথম খন্ড, ২০৮পৃঃ)। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁর উপর কোনরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি যে, কেন তুমি আমাকে দাওয়াত করলে না ? অথচ, আজকাল ত আত্মীয়-স্বজনেরা ঝগড়া পর্যন্ত করে যে, কেন আমাকে ডাকা হলো না ? ঠিক আছে,ভবিষ্যতে আমিও তোমাদের কোনও অনুষ্ঠানে যোগদান করবো না। অথচ, এসবকিছুই কত না অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রসূত কথাবার্তা। মোটকথা, বিবাহ-শাদীতে খরচ যত কম হবে, ততই তাতে বেশী বরকত হবে, বেশী কল্যাণ হবে।

খরচ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) কামালাতে আশ্‌রাফিয়া নামক কিতাবের মধ্যে স্ত্রীদের আরও একটি হক্ লিখেছেন যে, প্রতিমাসে তাদেরকে কিছু পকেট-খরচ দিয়ে দিবে। এবং ঐ টাকার কোনরূপ

হিসাব নিবেনা। কারণ, সে সম্পূর্ণ তোমার অধীনে আছে। নিজে কোন উপার্জন করতে পারে না। কখনও তার ভাই আসে কিংবা তার ভাই-বোনদের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা আসে। মন চায় তাদেরকে কিছু হাদিয়া-তোহ্‌ফা দিতে। কিন্তু দিবে কোত্থেকে ? তাই, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতি মাসে স্ত্রীকে কিছু টাকা-পয়সা এভাবে দিবেন যে, পরে এর কোন হিসাব নিবেন না। তাকে বলেও দিন যে, এই টাকা তোমার। তুমি তোমার ইচ্ছামত তা খরচ করবে।

এখন চতুর্থ হাদীছের তরজমা শুনুন। তারপরই আমার কথা শেষ হয়ে যাবে। আজকাল মানুষের মধ্যে স্ত্রীকে দাবিয়ে রাখার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবং এটাকে তারা নিজেদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা বলে মনে করে। স্ত্রীকে ভয়-ভীতি দ্বারা প্রভাবিত করে রাখাকে সবচেয়ে বড় বাহাদুরী মনে করা হয়। শুনেছি, কোন কোন এলাকায় এমনও রেওয়াজ আছে যে, প্রথম রাত্রে স্ত্রীকে মারধর করা হয়, যাতে করে সে ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কী ঘোর মূর্খতা! এবং কী জঘন্য যুলুম! আল্লাহ্‌পাক আমাদেরকে মূর্খতা হতে হেফাযত করুন।

অথচ, আমাদের নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদের জন্য কী উত্তম নমূনা রেখে গেছেন। একবার আমাদের আম্মাজানগণ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সাথে তাঁদের বার্ষিক খরচ সম্পর্কে কথা বলতেছিলেন। তাঁদের আওয়াজের মধ্যে কিছুটা তেজ-তেজ ভাব ছিল। ইতিমধ্যে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু শুভাগমন করলেন। তাঁকে দেখে সবাই চুপ হয়ে গেলেন। তখন হযরত ওমর (রাঃ)বললেন, হে নবীপত্নীগণ, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা ওমরের ভয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলে? অথচ, এতক্ষণ তোমরা স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে গরম ভাষায় কথা বলতেছিলে। জবাবে আমাদের আম্মাজানেরা বললেন, হে ওমর, তুমি ত কঠোর প্রকৃতির মানুষ। আর আমরা ত জীবন যাপন করি রহ্‌মাতুল-লিল্-আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সঙ্গে। আমরা ত কথা বলতেছিলাম আমাদের পরমপ্রিয় দয়ার সাগর-মায়ার সাগরের সঙ্গে।

(বোখারী শরীফ, প্রথম খন্ড, ৫২০পৃঃ)।

আল্লামা আলূছী তাফ্‌সীর রূহুল-মাআনীতে একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন যাতে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম মেয়েদের স্বভাব সম্বন্ধে বলেছেন যে, يَغْلِبْنَ كَرِيْمًا যেই স্বামী নম্র-ভদ্র, আল্লাহ্‌ওয়ালা, ধৈর্যসহ্য ওয়ালা ও সদ্‌গুণ

সম্পন্ন হয়, মেয়েরা তার উপর বিজয়ী ও সাহসী হয়ে থাকে। তার উপর প্রভাব খাটানোর সাহস পায়। কারণ, তার বুঝ হয়ে যায় যে, এই স্বামী আমাকে কিছু বলবেনা। মারধর করবেনা। আন্ডা খাওয়াবে, কিন্তু ডান্ডা মারবেনা। আমার সাথে কোনরূপ কটুকথা বা কঠোর ব্যবহার করবে না। ফলে, এই সাহস বলে কখনও তাদের আওয়াজও একটু তেজ হয়ে যায়। কিছুটা তেজ-তেজ ভাবে কিছু বলে ফেলে দেয়।

وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيْمٌ

আর নীচুস্বভাবী-অভদ্র স্বামীরা স্ত্রীদের উপর বিজয়ী থাকে, বলপ্রয়োগকারীর ভাবমূর্তি নিয়ে থাকে। ডান্ডা, জুতা, গালাগালি এবং বিভিন্ন প্রকার দুর্ব্যবহারের দ্বারা বিজয়ী ও প্রভাবশীল হয়ে থাকে। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন ঃ

فَاُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ كَرِيْمًا مَغْلُوْبًا

অতএব, আমি ত ইহাই পছন্দ করি যে, আমি আমার স্ত্রীদের সম্মুখে নরম ও প্রভাবিত হয়ে থাকবো। এতে তাদের আওয়াজ যদি তেজও হয়ে যায় তবে যাক। আমার উন্নত চরিত্রের মধ্যে যেন কোন দাগ না পড়ে; আমার নম্র-ভদ্রোচিত সদ্‌গুণাবলী যেন অক্ষত ও অক্ষুণ্ন থাকে। হায়, এ কি মর্মস্পর্শী কথা বলেছেন আমাদের প্রাণাধিক প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম।

তিনি বলেন— وَ لَا اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ لَئِيْمًا غَالِبًا

আমি নিজের চরিত্র নষ্ট করে, মুখের দ্বারা খারাপ কথা বলে, দুরাচারী-কুস্বভাবী হয়ে তাদের উপর বিজয়ী (প্রবল) হতে চাইনা। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম স্বীয় উম্মতকে শিক্ষা দানের জন্য এরূপ বাচনভঙ্গী অবলম্বন করেছেন। যাতে উম্মতের পুরুষগণ স্ত্রীদের সাথে নীচু প্রকৃতির ব্যবহার না করে। অন্যথা, তিনি ত ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে— اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

নিশ্চয় আপনি সর্বোন্নত চরিত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

এক নায়ুক-মেযাজের বুযুর্গ ছিলেন হযরত মির্যা-মাযহার জানে-জানাঁ (রঃ)।

কিন্তু তিনি স্ত্রী পেয়েছিলেন দারুণ কড়া মেজাযী। এক মুরীদ বলল, হযরত, আপনি এমন একটা বদ-মেযাজ মেয়েলোককে কেন বিবাহ করেছেন ? তিনি বললেন, দেখ, আল্লাহ্পাক সমগ্র বিশ্বে মাযহারকে যে ইয্যত দান করেছেন তা এই স্ত্রীর দুরাচার ও তিক্ত ব্যবহারের উপর ছবর করার বরকতেই দান করেছেন। আল্লাহ্পাক এরই ওছীলায় সারাবিশ্বে আমার ইয্যতের ডঙ্কা বাজিয়ে দিয়েছেন।

হযরত শাহ্ আবুল-হাছান খের্কানী (রঃ) সিংহের পিঠে আরোহণ করে জঙ্গল থেকে আসতেছিলেন। হাতে ছিল সাপের লাঠি। অর্থাৎ সাপকে তিনি লাঠি স্বরূপ ব্যবহার করতেছিলেন। সিংহ না চললে ঐ লাঠি দ্বারা আঘাত করতেন। ফলে সিংহ দ্রুত গতিতে চলত। কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, হযরত, এই কারামত আপনি কিভাবে লাভ করেছেন ? তিনি বললেন, আমি স্ত্রী পেয়েছি খুব কড়া মেযাজের। আল্লাহ্র বান্দী মনে করে তার সাথে সদাচার করি। তার বদ্-মেযাজীর উপর ছবরের বিনিময়ে আল্লাহ্পাক আমাকে এই কারামত দান করেছেন। আমার মোর্শেদ শাহ্ আব্দুল গনী ছাহেব ফুলপুরী (রঃ) নেহায়েত মস্ত্ হয়ে এই ছন্দটি পাঠ করতেন যা মাওলানা রূমী (রঃ) হযরত খের্কানীর পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন—

گر نہ صبرم می کشیدے بار زن

کے کشیدے شیرز بیگار من

অর্থাৎ স্ত্রীর সকল দুরাচার-দুর্ব্যবহার যদি আমি নীরবে সহ্য না করতাম' তাহলে আজ এ নর-সিংহ কিছুতেই আমার বেগার খাটত না।

ছবরের দ্বারা আল্লাহ্র ওলীগণ বড়-বড় মর্তবা লাভ করেছেন। বহুলোক নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সদাচারের বরকতে ওলীআল্লাহ্ হয়ে গেছে। আপনি নিজেই চিন্তা করুন যে, আপনার কোন মেয়ে যদি বদ-মেযাজ ও রাগী হয় এবং জামাতা তাকে সহ্য করতে থাকে, তাহলে আপনি সেই জামাতার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবেন ? আপনি কি তার প্রশংসা করবেন না ? তাকে খুব ভালবাসবেন না ? আপনি বলবেন, আমার জামাতা খুব ভদ্র, খুবই উপযুক্ত ছেলে। সে আমার নালায়েক মেয়েকে বরণ করে নিয়েছে। তাকে নিয়ে সংসার করতেছে। আপনার

হাতে জায়গা-জমি থাকলে, আপনি তার নামে তা লিখে দিবেন। তাই, আল্লাহ্‌র এক বান্দী যদি নালায়েকও হয় আপনি তাকে সহ্য করে দেখুন যে, আল্লাহ্‌পাক আপনাকে কত বড় নেআমত দান করেন। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ সামান্য আমলের দ্বারাই আপনি ওলীআল্লাহ্‌ হয়ে যাবেন। দুনিয়ার বহু ইতিহাস এর জীবন্ত সাক্ষী। বস্‌, এখন আমার আলোচনা সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন বিবাহ পড়ানো হবে। (অতঃপর হযরত বিবাহের খোৎবা পাঠ করলেন। বিবাহ পড়ানোর পর বললেন,) আপনারা সবাই এদের জন্য দো্আ করুন। আমিও দোআ করতেছি। আমার দোআর সাথে সবাই আমীন-আমীন বলুন। আজ ত বয়ানের পরেও দোআ করা হয়নি।

আল্লাহ্‌পাক আমাদের সবাইকে স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচার ও সদ্ব্যবহারের তওফীক দান করুন। আল্লাহ্‌পাক স্ত্রীদেরও তওফীক দান করুন, যেন তারা তাদের স্বামীদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে। আয় আল্লাহ্‌, আপনি এই বিবাহের মধ্যে বরকত দান করুন। নেক্‌ ও দ্বীন্‌দার সন্তানাদি দান করুন। উভয়কে মহব্বতের সাথে জীবন যাপনের তওফীক দান করুন। কখনও পরস্পরের মধ্যে অ-মিল বা অ-বনাবনি না হয়। আল্লাহ্‌পাক উভয়কে দুধ-চিনির মত করে দেন। আজ এই মসজিদের মধ্যে সুন্নত মোতাবেক যে বিয়ে হল,আল্লাহ্‌পাক একে কবূল করুন। দেখুন, বন্ধুগণ, এই বরের গলায় কোন হার নাই। পুরুষদেরকে হার পরানো একটি কুপ্রথা। এধরনের বিভিন্ন কুপ্রথায় পয়সা নষ্ট হয় এবং অপচয়ের গুনাহ্‌ হয়। আজ ত হারবার দিন নয় বরং জিত্‌বার দিন। যে হার পরে, সে ত হারার (হেরে যাবার) পথ ধরতেছে। দেখুন, মা-শা-আল্লাহ্‌, পায়জামাও টাখনুর উপরে আছে। আল্লাহ্‌পাক আপন দয়ায় কবূল করে নেন। যার মেয়ে, তিনিও আমার খুব ঘনিষ্ঠ, জামাতাও আমার ঘনিষ্ঠ লোক। তার আব্বাজানের সাথে আমার খুব সম্পর্ক। আল্লাহ্‌পাক স্বীয় রহ্‌মতে কবূল করুন। আয় আল্লাহ্‌, এই মসজিদে-আশরাফের মধ্যে সব সময় যেন সুন্নত মোতাবেক বিয়ে হতে থাকে। এবং আল্লাহ্‌পাক মেহেরবানী করে কবূলও করে নেন।

আল্লাহ্‌পাক আমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌ওয়ালা বানিয়ে দেন। আল্লাহ্‌র নামের ভিত্তিতে যেই এজ্‌তেমা এখানে অনুষ্ঠিত হয়,এর বরকতে আল্লাহ্‌পাক আমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌ওয়ালা যিন্দেগী দান করে দেন। নফ্‌স্‌ ও শয়তানের গোলামী থেকে মুক্ত করে আমাদেরকে এক শত ভাগ আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্যের হায়াত নসীব করে দেন। আয় আল্লাহ্‌, আমাদের জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাসকে আপনার

সন্তুষ্টির পথে উৎসর্গ করার তওফীক দান করুন। আমাদের একটি নিঃশ্বাসও আপনার অসন্তুষ্টি এবং আপনার গযব ও কহরের কাজে ব্যয় না হয়। আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসকে আপন রহ্মতে আপনার দাসত্ব ও আনুগত্যের জন্য কবূল করে নিন। আমাদিগকে সুস্বাস্থ্য দান করুন, জিন্দেগীতে বরকত দান করুন। আয় আল্লাহ্, আমাদেরকে দেহের সালামতি ও ঈমানের সালামতির সাথে জিন্দা রাখুন। কিডনীতে পাথর হওয়া, ক্যান্সার, প্যারালাইসিস, মুখ বক্রতার ব্যাধি, বিভিন্ন দুর্ঘটনা এবং সর্বপ্রকার বিপজ্জনক অবস্থা, কঠিন ব্যাধি ও ফেতনা-ফাসাদ থেকে আমাদেরকে হেফাযতে রাখুন। দেহের সালামতি ও ঈমানের সালামতির সাথে জিন্দা রাখুন। এবং দেহের সালামতি ও ঈমানের সালামতির সাথে আমাদেরকে নিয়ে যেয়েন। দোনো জাহানের আফিয়ত (শান্তিময় হালত) নসীব করুন। এই দোআ সমূহ আমাদের জন্য এবং প্রত্যেক মোমেনের জন্য কবূল করুন।

যাদের মেয়েদেরকে এখনও পাত্রস্থ করা যায়নি, আয় আল্লাহ্, দ্রুততর তাদের জন্য সুপাত্রের ব্যবস্থা করে করে দিন। সর্বাঙ্গীন সুন্দর ভাবে কাজ সুসম্পন করে দিন। আর যেসকল মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু স্বামীর অত্যাচারে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছে, আয় আল্লাহ্,তাদের স্বামীদেরকে নেক্ ও মেহেরবান বানিয়ে দিন। যেসব স্ত্রীরা স্বামীকে কষ্ট দিতেছে, জ্বালাতন করতেছে, আয় আল্লাহ্, তাদের স্বামীদেরকে এ কষ্ট ও নির্যাতন থেকে আপনি রক্ষা করুন। সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি, আরাম ও নিরাপত্তা দান করুন। সকল মোমেনকে এই নেআমত দান করুন। বর্তমানে এই দোআও করুন যে, আয় আল্লাহ্, সৌদী আরবকে, পবিত্র হেজায ও হারামাইন শরীফাইন্কে আপনার খাছ্ হেফাযতে রাখুন। ইয়াহুদীদের সকল চক্রান্ত থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্পাক ওদের সকল চক্রান্তকে দাফন করে দিক্, বরবাদ করে দিক্, ব্যর্থ করে দিক্, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিক্। আয় আল্লাহ্, দুনিয়ার যেকোন স্থানে যত মুসলমান আছে, আয় আল্লাহ্, আপনি তাদেরকে ইয্যত ও আফিয়ত্ (শান্তি ও নিরাপত্তা) নসীব করে দিন। কাফেরদের সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে—আয় আল্লাহ্, আপনি আপনার কুদ্রতে-কাহেরার ডান্ডা দ্বারা ধ্বংস, বরবাদ ও নিশ্চিহ্ন করে দিন। আমীন।

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন, জীবন গঠন ও আল্লাহ্‌প্রেম অর্জনের অমূল্য উপাদানে সমৃদ্ধ আমাদের কয়েকটি গ্রন্থ

- **আত্মার ব্যাধি ও প্রতিকার**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **খাযায়েনে কোরআন ও হাদীস (কোরআন ও হাদীসের রত্নভাণ্ডার)**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভের পরীক্ষিত তিনটি কিতাব**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **ক্রোধ দমন নূর অর্জন**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **অহংকার ও প্রতিকার**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **আল্লাহ্‌প্রেমের সন্ধানে**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ভয়াবহ ক্ষতি ও প্রতিকার**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **মানাযেলে ছুলূক (মাওলাপ্রেমের দিগ্‌দিগন্ত)**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **শান্তিময় পারিবারিক জীবন**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **সাম্প্রদায়িক বিভেদ নির্মূল**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **আসমানী আকর্ষণ ও আকৃষ্ট বান্দাদের ঘটনাবলী**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **মা'আরেফে মছনবী**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **কুধারণা ও প্রতিকার**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **ওলী হওয়ার পঞ্চবুনিয়াদ**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **সীরাতুল আউলিয়া (মাওলাপ্রেমিকদের জীবনধারা)**
  মূল : আল্লামা আবদুল ওয়াহ্‌হাব শা'রানী র.
- **শওকে ওয়াতন (আখেরাতের প্রেরণা)**
  মূল : হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.
- **জান্নাতের দুই রাস্তা তাকওয়া ও তওবা**
  আরেফবিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
মাকতাবা হাকীমুল উম্মত
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৯১৪৭৩৫৬১৫, ০১৯৬৩৩৩১৩৬০